একদিন যারা মানুষ ছিল

ম্যাক্সিম গর্কি

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার :
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ প্রেস
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশে—

১ই ভাদ্র }
১৩৪৭ }

এই গ্রন্থ প্রকাশে যাঁদের ঐকান্তিক সাহায্য পেয়েছি তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তরুণ শিল্পী শ্রীমান্ চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য সানন্দে প্রচ্ছদের ছবিখানা এঁকে দিয়ে বইয়ের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছেন, তাঁকে আশীর্বাদ জানাই।

একদিন যারা মানুষ ছিল

এক

সামনে বড় রাস্তা ; দু পাশে জীর্ণ কুটীরশ্রেণী। ভাঙা জানালা আর পুরানো দেয়ালগুলি যে-যার গায়ে চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কত দিনের পুরানো ছাদ—সর্বাঙ্গে গহ্বর ; সাত জায়গায় তালি দেওয়া। ছাদের নীচে ছ্যাত্‌লা-ধরা কড়িকাঠগুলি বেরিয়ে পড়েছে। অপরিচ্ছন্ন লতাগুল্মে ঢাকা শাদা বন-ঝাউয়ের আওতায় কাঙালদের এই পল্লী যেন আপনা থেকেই মানুষের মনে করুণা জাগিয়ে দেয়।

কালের আঘাতে জরাজীর্ণ জানালার নিষ্প্রভ শার্সিগুলো যেন পরস্পরের পানে প্রবঞ্চকের মত ভীরু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বড় রাস্তা থেকে অদূরবর্তী পাহাড়ের দিকে চলে গেছে আঁকাবাঁকা সরু পথ ; দু পাশে খানাডোবা, বৃষ্টির জলে ভরা। এখানে ওখানে জমে আছে রাশীকৃত ধুলো, না হয়, আবর্জনা—হয় ত ইচ্ছা ক'রেই ওরা সেগুলো জমিয়ে রেখেছে যাতে বৃষ্টির জল বাড়ীতে না ওঠে। পাহাড়ের মাথায় সবুজ গাছগুলোর ঘন শাখার অন্তরালে ছোট ছোট সুন্দর পাথরের বাড়ী ; গীর্জার চূড়াগুলো নির্ভীকভাবে আকাশে মাথা তুলেছে, সোনালী রঙের ক্রশগুলির উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝক্‌ঝক্ করে। বর্ষাকালে শহরের জল নেমে আসে ওই বড় রাস্তা বয়ে ; অন্য সময় রাস্তাটা থাকে

ধুলোয় ভর্তি। দেখে মনে হয়, যেন কোন শক্তিমান জোর ক'রে এই জরাজীর্ণ বাড়ীগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওই বর্ষার জল আর আবর্জনার মাঝখানে। উঁচু পাহাড়ের নীচে বাড়ীগুলো যেন মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। চারিদিকে পঙ্কিল জঞ্জাল, উপরে খোলা রোদ। বস্তির সেই শোচনীয় অবস্থার দিকে চাইলে মনে হয়, ওটা যেন একটা আধ-পচা বুড়ো গাছের গুড়ি।

ওই বড় রাস্তার শেষ প্রান্তে শহরের প্রায় বাইরে একখানা দোতলা বাড়ী। বাড়ীর মালিক পেট্রুনিকফ্ শহরেরই একজন ব্যবসাদার অধিবাসী; বাড়ীটা ভাড়া দিয়েছে। পাহাড় থেকে অনেকখানি তফাৎ বলে বাড়ীটার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। সামনে একটা খোলা মাঠও ছিল। প্রায় আধমাইল দূরে নদী, আঁকাবাঁকা গতিতে বয়ে চলেছে।

এই বড় পুরানো বাড়ীটার অবস্থাই যেন এখন আশপাশের তুলনায় সব চেয়ে শোচনীয়। দেয়ালগুলি বাইরের দিকে নুইয়ে পড়েছে। জানালাগুলিতে শার্সির কাচ নেই বললেই চলে, ক্বচিৎ দু-একটা টুকরো ঝুলছে—তাও জলা-জায়গার মত নিষ্প্রভ সবুজ রং ধরে গেছে। জানালাগুলির মাঝখানের দেওয়ালে অসংখ্য দাগ, যেন কালের প্রবাহ সেই দেওয়ালের গায়ে দুষ্পাঠ্য ভাষায় এই পুরানো বাড়ীটার অতীতের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছে, ছাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দেখে মনে হয়, সমস্ত বাড়ীটা যেন কাৎ হয়ে পড়েছে। হয় ত সেই চরম আঘাতের প্রতীক্ষায় আছে, যার স্পর্শে ওর সমগ্র সত্তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে; তার পর মিশে যাবে ধুলোর সঙ্গে।

ফটকটা খোলাই ছিল, আধখানা ভেঙে পড়েছে মাটিতে—প্রবেশ-পথের সামনেই। তার লোহার শিকগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়ে

গেছে। মস্তবড় উঠানটাও ভর্তি হয়ে গেছে তেমনই ঘাসে। উঠানের ওপাশে টিনের চাল-ঢাকা নীচু একটা ঘর, ধোঁয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। বাড়ীটা অবশ্য খালিই ছিল। কিন্তু এই চালাঘরখানায় এর আগে ছিল এক কামারের হাপড়, আর এখন দাঁড়িয়েছে যাত্রীনিবাসে। অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আরিস্তিদ ফোমিচ কুবাল্‌দা এখন এর মালিক।

বাড়ীটার ভিতর দিকে আছে একখানি বড় ঘর, সত্তর ফিট লম্বা আর আটাশ ফিট চওড়া। এই ঘরখানির চেহারাও মলিন হয়ে এসেছে। এক দিকে চারটে ছোট্ট চৌকো জানালা, আর একদিকে চওড়া একটা দরজা— এ দিয়ে ঘর আলোকিত হয়। দেয়ালের রংহীন ইট ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে এবং বাহাদুর কাঠের ছাদও প্রায় কালো হয়ে উঠেছে। ঘরের মাঝখানে কামারশালার সেই হাপড়টার উপরই একটা প্রকাণ্ড চুল্লী। এই চুল্লীটাকে ঘিরে দেয়াল ঘেঁসে পাতা রয়েছে খানকয়েক লম্বা-চওড়া তক্তা। যাত্রীদের শয্যাহিসাবে ব্যবহৃত হয়। দেয়াল থেকে একটা ধোঁয়ার গন্ধ বার হচ্ছে, স্যাঁৎসেঁতে কাচা মেঝের সোদালো গন্ধ, তক্তার উপরকার ছেঁড়া কাপড়ের পচাগন্ধের সঙ্গে এসে মিশেছে।

মালিকের জায়গা চুল্লীর ঠিক উপরে, আর চারিধারের তক্তাগুলো তাদেরই জন্যে যাদের সঙ্গে তার সম্প্রীতি আছে বা যারা তার বন্ধুত্বের মর্যাদা পেয়েছে। দিনের বেলায় মালিক বসে গিয়ে একটা বেঞ্চের মত আসনে (সে আসনটি উঠানের একপাশে দেয়ালের গায়ে ইটের উপর ইট বসিয়ে সে নিজেই তৈরি করেছিল)—অথবা বাড়ীর সুমুখে এগোর ভাভিলোভিচ্-এর হোটেলখানায়। সেখানেই পানাহার করে।

এই বাড়ীটা ভাড়া নেওয়ার আগে আরিস্তিদ কুবালদা শহরে বাসার চাকরদের জন্যে একটা রেজিস্টারী আপিস খুলেছিল। খোঁজ নিলে জানা যায়, তারও আগে সে ছিল একটি ছোট ছাপাখানার মালিক এবং তারও

আগের সম্বন্ধে সে বলত, 'কোন রকমে বেঁচে ছিলাম! বেঁচেও ভাল করেই ছিলাম; সে কথা চুলোয় যাক, সে যে কেমন ক'রে, তা যে জানে সে-ই জানে!'

বয়স তার বছর পঞ্চাশেক হবে, লম্বা চওড়া রুক্ষ চেহারা, অত্যধিক মদ্যপানে ফোলা ফোলা। মুখে পীতাভ নোংরা একমুখ দাড়ি। বড় বড় ঘোলাটে দুটো চোখ থেকে সুখের একটা উৎকট ভঙ্গী ঠিকরে পড়ে। সে যখন হেঁড়ে গলায় কথা বলে তখন গলার ভিতর একটা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়, প্রায় সকল সময়েই তার মুখে দেখতে পাওয়া যায় জার্মানীর তৈরি চীনামাটির বড় কলকেওয়ালা একটা পাইপ। রেগে গেলে তার বিরাট বক্র রক্তবর্ণ নাসিকার রন্ধ্র ফুলতে থাকে, ঠোঁট দুখানা কাঁপে, নেকড়ে বাঘের মত হলদে দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সে খোঁড়া, হাত দুটো লম্বা; সব সময়ই তার গায়ে থাকে সামরিক কর্মচারীর একটি পুরানো পোষাক, মাথায় লাল ফিতে জড়ানো তেলচিটে ময়লা একটা টুপি, তারও আবার ধারগুলো নেই। পায়ে ফেল্টের ছেঁড়া বুট, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে। সন্ধ্যায় পাল্লা দিয়ে সে মদ গিলবে আর সকাল পর্যন্ত তারই খোঁয়ারি চলবে—ভীষণ মাথা ধরায়। এই তার নিয়ম। মদ সে যতই খাক, মাতাল কখনও হয় না এবং সেই কারণেই সব সময় বেশ হাসিখুশী থাকতে পারে।

সন্ধ্যায় ইটের তৈরি সেই বেঞ্চে বসে পাইপ টানতে টানতে সে তার রাতের অতিথিদের অভ্যর্থনা করে।

জীর্ণশীর্ণ পোষাকে কেউ সে দিকে এগিয়ে আসছে দেখলেই বলে, 'কার আগমন হ'চ্ছে এখানে?' বোধ হয় শহর থেকেই তাকে মাতলামীর জন্যে দূর ক'রে দেওয়া হয়েছে, অথবা অন্য কোন কারণে—যা খুব সামান্য নয়। এবং লোকটার কথার উত্তরে আবার সে তাকে বলে,

'দেখি সরকারী কাগজপত্তর তোমার মিথ্যের স্বপক্ষে কি বলে!' সে রকম কোন কাগজপত্তর থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দেখাতে হয়। ক্যাপ্টেন নির্লিপ্তভাবে সেগুলি বুকপকেটে গুজে রেখে বলে, 'সব ঠিক আছে। এক রাত্রির জন্যে দু কপেক, এক সপ্তাহে দশ আর মাসে ত্রিশ কপেক। যাও, গিয়ে জায়গা দেখে নাও। কিন্তু সাবধান, অন্যের জায়গা যেন না হয়, নইলে ঘুষির চোটে মাথার খুলি উড়ে যাবে। এখানে যারা থাকে তারা ওই রকমেরই।'

'তোমার এখানে চা, রুটি বা খাবার কিছু পাওয়া যায় না?'

'আমার কারবার শুধু দেয়াল আর ছাদ নিয়ে, আর তারই জন্যে এই গর্তের মালিক জুয়াচোরটাকে—দু নম্বর গিল্ডের ব্যবসাদার জুদাস পেটুনিকফ্‌কে মাস মাস পাঁচ রুব্‌ল্‌ ক'রে ভাড়া গুণি।' কুবালদা সব কিছু সবিস্তারে ব্যবসাদারের ভঙ্গীতে বলে বুঝিয়ে দেয়। 'আমার কাছে কেবল তারাই আসে যারা আরাম-বিলাসে অভ্যস্ত নয়।...কিন্তু তোমার যদি রোজ খাওয়ার অভ্যাস থাকে, তা হ'লে ওই যে একটা হোটেলখানা আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ও অভ্যাসটা তোমার ত্যাগ করাই উচিত আরে বাপু, দেখছ ত, ভদ্রলোক তুমি নও। কি খাও তুমি? তুমি খাও নিজেকে!'

এসব বক্তৃতা সে খাঁটি ব্যবসাদারের মত করত। কথা বলবার সময় তার চোখে হাসি ফুটে ওঠে। যাত্রীদের প্রতি মনোযোগ রাখত ব'লে ক্যাপ্টেন ছিল শহরের গরীবদের কাছে বিশেষ প্রিয়পাত্র। এমনও দেখা গিয়েছে, এক সময়ের মক্কেল হয় ত তার ফিরে এসেছে—ছেঁড়া কাপড়ে নয়, কতকটা ভদ্র পোষাকে এবং কিঞ্চিৎ সুখের চেহারা নিয়ে।

'সুপ্রভাত! এই যে কর্তা, কেমন আছ?'

'সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি। তারপর?'

একদিন যারা মানুষ ছিল

'আমায় কি চিনতে পারছ না ?'

'না, তোমায় ত চিনি নে !'

'গেল বছর শীত কালে প্রায় মাসখানেক এখানে ছিলাম।···তখন পুলিশের সঙ্গে একটা লড়াই হয় এবং তিন জনকে পুলিশ গ্রেফ্‌তার ক'রে নিয়ে যায়, মনে নেই ?'

'হাঁ ভাই, ঠিক বটে। পুলিশ আমার এই অতিথিশালায়ও হানা দেয় !'

'সে সময় জেলার পুলিশসাহেবকে কিন্তু বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলে !'

'তা হবে।'

'যাক সে সব। এখন আমার যৎসামান্য আতিথ্য গ্রহণ করবে ত ? সেবারে তোমার সঙ্গে যখন ছিলাম, ভারী ইয়ে করেছিলে।'

'বেশ, বেশ ! কৃতজ্ঞতায় উৎসাহ দেওয়া ভাল, কেন না, তা বড় একটা মেলে না। মনে হচ্ছে, তুমি ভালমানুষ, যদিও তোমার কথা আমার মনে পড়ছে না, তবুও তোমার সঙ্গে পানশালায় গিয়ে পান করতে করতে সানন্দ চিত্তেই তোমার সাফল্য ও ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করব।'

'তুমি কিন্তু সব সময়ই একই রকম।·· সব সময়ই ঠাট্টা !'

'তোমাদের মত হতভাগ্যদের নিয়ে যার কারবার তার পক্ষে আর কি করা সম্ভব ?'

ক্যাপ্টেন তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। কখন কখন ক্যাপ্টেনের পুরানো খদ্দের ফুর্তি'র তোড়ে এমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে যে, তাকে ধরাধরি করে আস্তানায় এনে ফেলতে হয়। পরের দিন সকাল থেকেই চলে আবার তাদের পানাহার এবং শেষ পর্যন্ত জ্ঞান হ'লে দেখা যায়—ক্যাপ্টেনের সঙ্গী যথাসর্বস্ব পানাহারে খুইয়ে বসেছে।

'কর্তা, আবার যে তোমার হাতেই পড়লাম দেখছি। এখন উপায় ?'

একদিন যারা মানুষ ছিল

'অবস্থাটা যে খুব ভাল নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা হ'লেও এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই,' ক্যাপ্টেন তাকে আশ্বাস দেয়। 'বন্ধু, সব কিছুতেই নির্লিপ্ত থাকবে, দর্শন যেন মাথা খারাপ ক'রে না দেয়। কোন দিন নিজেকে কোন প্রশ্ন করো না। দার্শনিকতা করতে যাওয়া নিতান্ত বোকামী। নেশায় যখন মাথা টন্‌টন্ করছে তখন যদি দার্শনিকতা কর, সেটা হবে আরও মারাত্মক। নেশার ফলে যে মাথা ধরে, তা সারে শুধু ভদকি পানে; বিবেকের তাড়না বা দাঁত কড়মড়ানিতে নয়।...যদি বাঁচতে চাও দাঁতগুলোর যত্ন করো। এই নাও বিশ কপেক। যাও, পাঁচ কপেকের এক বোতল ভদকি কিনে ফেলো, আর তার সঙ্গে কিছু গরম গরম নাড়িভুঁড়ি বা কলজে আর পাউণ্ডখানেক রুটি ও গোটা দুই শসা নিয়ে এসো। মাথাধরাটা যখন কেটে যাবে তখন না হয় অবস্থাটার কথা ভাবা যাবে।...'

কার্যত অবস্থার কথা ভাবা দু-তিন দিন ধ'রে চলে এবং যে পর্যন্ত না ক্যাপ্টেনের কৃতজ্ঞ খদ্দেরের দেওয়া তিন কি পাঁচ রুব্‌লের আর একটি পাই-পয়সাও না থাকে তখন সে তাকে বলে: 'ওহে শোন, এলে ত! দেখছ না, যা কিছু ছিল সবই ত মদে উড়িয়ে দিলাম। নির্বোধ কোথাকার! যাও, এবারে সৎপথে শান্তভাবে থাকতে চেষ্টা করো। বলেছে ঠিকই, পাপ না করলে অনুতাপ হয় না, এবং অনুতাপ না করলেও পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে না। আমরা প্রথমটি, অর্থাৎ—পাপ করেছি, এবং এখন অনুতাপ কোন কাজেই আসবে না। মুক্তির জন্যে চেষ্টা করা যাক এখন। নদীর ধারে গিয়ে কাজে লেগে যাও, এবং যদি মনে কর যে, নিজেকে সংযত রাখতে পারছ না, তা হ'লে তোমার মনিব ঠিকাদারের কাছে অথবা ইচ্ছে হ'লে আমার কাছে তোমার টাকাপয়সা জমা রাখতে পার। যখন বেশ কিছু জমা হবে, তখন আমি তাই দিয়ে একজোড়া

পা-জামা করিয়ে দেবো এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যও করিয়ে দিতে পারব, তখন তোমায় ভাগ্যবিড়ম্বিত পরিশ্রমী ভদ্রলোক ব'লেই মনে হবে। সুদর্শন পা-জামা নিয়ে তুমি দূর দেশেও যেতে পারবে। এখন তা হ'লে সরে পড় !'

তখন ক্যাপ্টেনের দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে মক্কেল স্মিত হেসে নদীর ধারে মুটের কাজ করতে চলে যায়। তার কথা সে স্পষ্ট ক'রে বোঝে না বটে কিন্তু সুমুখে সে দেখে উৎসাহভরা আনন্দোজ্জ্বল দুটি চক্ষু। সে জানে, এই মুখর লোকটি প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করতে হাত বাড়িয়ে দেবেই।

বাস্তবিক অনেক সময় দেখা গেছে, মাসখানেকের মধ্যে কেউ কেউ ক্যাপ্টেনের খবরদারীর আওতায় ও তার সহযোগিতায় আপনার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে।

তখন হয় ত সে তার এই অবস্থায়-ফিরিয়ে-আনা মক্কেলকে তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য ক'রে বলে, 'তা হ'লে বন্ধু, এখন আমাদের একটি কোট ও জ্যাকেট আছে। আমার যখন ভদ্রগোছের পা-জামা ছিল তখন আমি শহরে ভদ্রলোকের মতই বাস করতাম। কিন্তু যেই পা-জামা ছিঁড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীদের চোখেও আমার দাম কমে গেল, তাই না আমি শহর ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছি। লোকে বাইরের সাজসজ্জা দেখেই সকলকে বিচার করতে চায়, কিন্তু এ যে কতটা বোকামী তা বলাই বাহুল্য। আসল বাস্তবতা কোথায় তা তারা ধারণা করতেও পারে না। কথাটা বেশ ক'রে মনে রেখো। সে যাক গে, আমার পাওনার অর্দ্ধেকটা অন্তত দাও। শান্তিতে থেকো, খুঁজলে মিলে যেতেও পারে।'

মক্কেল অপ্রস্তুত হয়ে শুধায়, 'কত পাবে তুমি ?'

'এক রুব্‌ল্ সত্তর কপেক।... এখন আমায় মাত্র রুব্‌ল্‌খানেক দাও,

আর যদি অত নাও পার ত সত্তর কপেক দিলেও চলবে। আর বাকীটার জন্যে আমি অপেক্ষা করব—যতদিন না আরও বেশ কিছু উপার্জন করতে পার। সে তুমি চুরি ক'রেই কর, আর কঠোর পরিশ্রম ক'রেই কর, আমি তা জানিনে।'

মক্কেল আবেগভরে বলে ওঠে, 'তোমার এ দয়ার জন্যে অন্তরের সঙ্গে তোমায় সাধুবাদ দিচ্ছি! সত্যি তুমি ভারী দয়ালু।·· জীবন বৃথাই তোমায় কষ্ট দিচ্ছে।···নিজের যোগ্য জায়গায় স্থান পেলে তুমিও কি বড়লোক না হতে!'

বক্তৃতা যেন ক্যাপ্টেনের জীবনের দোসর।

'নিজের যোগ্য জায়গা বলতে কি বোঝায়? জীবনে কার কোথায় স্থান—একজনও তা জানে না। এবং আমরা প্রত্যেকেই জোয়াল কাঁধে ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। এই দেখ না, ব্যবসাদার পেট্নিকফ্, ওর জায়গা হওয়া উচিত আন্দামানে, অথচ সে কি-না এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে চলাফেরা করে! আবার শুনছি, একটা কারখানা করবারও নাকি সংকল্প করেছে! আবার দেখ, আমাদের মাস্টার—যার জায়গা হওয়া উচিত ছিল একটি স্ত্রী ও গুটি কয়েক সন্তানের মাঝে, সে কি-না জীবনটা ভাভিলফ্-এর বাড়ী আড্ডা মেরে ফুঁকে দিচ্ছে। তারপর এই ধর, তুমি! তুমি চলেছ দারোয়ানী বা হোটেলের খানসামার চাকরি খুঁজতে, কিন্তু আমি জানি, তোমার যাওয়া উচিত ছিল পল্টনে সৈনিক-হিসেবে। তুমি নির্বোধ নও, ধীর স্থির এবং নিয়মানুবর্তিতা কাকে বলে বোঝ। জীবন আমাদের নিয়ে তাসের মত ভাঁজ করছে—নিছক ঘটনাচক্রে সাময়িকভাবে আমরা কখন কখন নিজের যোগ্য জায়গায় গিয়ে মাত্র পড়ি।'

এরকম বিদায়-ভাষণ আলাপ-পরিচয় পাকা হওয়ার পূর্বাভাষ হয়ে

দাঁড়ায়। পানাহার দিয়ে সুরু হয় এবং মক্কেল তার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত উড়িয়ে দেয়। তখন আবার ক্যাপ্টেনই খরচ ক'রে তার পানাহার জোগায় এবং এমনি ক'রে তাদের যা-কিছু সব নিঃশেষ ক'রে দেয়।

এ রকম অবস্থা ঘুরে ফিরে আসে কিন্তু তার জন্যে কোন পক্ষ থেকেই সদ্ভাবের কোন ত্রুটি হয় না।

ক্যাপ্টেন যে মাস্টারের কথা বলেছে সেও তার মক্কেলদের একজন। ওরা এমনই মন্ত্রে দীক্ষিত যে পাপ বারবার করবেই। অবশ্য তার বুদ্ধিকে বাহাদুরী দিতে হয়। পদমর্যাদা-হিসেবে ক্যাপ্টেনের নীচেই তার স্থান এবং সেইটেই বোধ হয় তার অধঃপতনের কারণ—যাতে ক'রে যাত্রীনিবাসের ওই হীন আবহাওয়ায় সে নেমে এসেছে এবং সেখান থেকে ওঠ্‌বার শক্তিও তার নেই আর। একমাত্র এই লোকটির সঙ্গেই আরিস্তিদ কুবালদার দার্শনিকতা চলে, কেন না, তার বিশ্বাস, এ লোকটিই একমাত্র তাকে বুঝতে পারে। সে এর দাম বোঝে এবং যেদিন সংশোধিত মাস্টার যাত্রীনিবাস ছেড়ে শহরের এক কোণে নিজের জন্যে একটু স্থান ক'রে নেওয়ার আয়োজন করল তখন আরিস্তিদ কুবালদা বিমর্ষ চিত্তে তাকে সঙ্গে নিয়ে বার হয়ে যথারীতি পানাহারে মত্ত হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত তাদের দুজনের কাছে যা ছিল সবই ব্যয় ক'রে বসল। হয় ত কুবালদা ইচ্ছে ক'রেই এরকমটা করে—যাতে না মাস্টারের যাত্রীনিবাস ছেড়ে যাওয়া হয়। যদিচ সে সর্বান্তঃকরণে চায় যে, ও এই আস্তানা ছাড়ুক। কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়, আরিস্তিদ কুবালদা একজন ভদ্র ব্যক্তি। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে অবস্থাতেই সে পড়ে থাক না, তবুও নিজের মত একজন লোককে কাছে রাখবার ইচ্ছেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। নিজের দোষত্রুটি পরের মধ্যে খুঁজে পেলে সহানুভূতি দেখিয়েও যে আমরা সান্ত্বনা পাই।

একদিন যারা মানুষ ছিল

এই মাস্টারটি একদা ভল্‌গা তীরবর্তী কোন এক শহরের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। কি একটা কেলেঙ্কারী প্রকাশ হয়ে পড়ায় তার চাকরি যায়। অতঃপর সে এক চামড়ার কারখানায় কেরানীর কাজ করে কিন্তু সেখান থেকেও তাকে বিদায় নিতে হয়। তারপর সে কোন ব্যক্তিবিশেষের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ পায়। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেক কিছুই করেছে। সব শেষে আইন পাশ ক'রে ওকালতি সুরু করে, কিন্তু অত্যধিক পানাসক্তি তাকে শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনের আস্তানায় এনে ফেলেছে। দেখতে লোকটি দীর্ঘকায়, সুগোল স্কন্ধ, নাকটি লম্বা ও সুডোল, মাথাভরা একটি টাক। হাড়-বের-করা হলদে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে, কোটরগত বড় বড় চঞ্চল দুটি চোখ যেন জ্বলছে, মুখের কোণ দুটো দুঃখের অবসাদে যেন ঝুলে পড়েছে। স্থানীয় খবরের কাগজের জন্যে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে সে তার উদরান্নের, তথা মদের সংস্থান করে। সময় সময় সে পনর রুব্‌ল্ পর্যন্ত উপার্জন করে। টাকাটা সে সবই ক্যাপ্টেনের হাতে দিয়ে বলে, 'ব্যস্, যথেষ্ট হয়েছে। আর না, এবারে ফিরে চললাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে। বন্ধু, আর এক সপ্তাহটাক মেহনত করলেই একটা সভ্যভব্য গোছের পোষাক পরে, তোমায় বিদায় জানাতে পারব।'

'চমৎকার! এমনটিই ত চাই! ফিলিপ, তোমার প্রস্তাব আমি অন্তরের সঙ্গে অনুমোদন করছি। সারা সপ্তাহভর আর এক গ্লাস মদও তোমায় খেতে দেবো না আমি।'—ক্যাপ্টেন তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে শাসিয়ে দিলে।

'আমি কৃতজ্ঞ থাকব!…কিন্তু এক ফোঁটাও আর দেবে না?

ক্যাপ্টেন তার স্বরে যেন অনুনয়ের সুর খুঁজে পেল, কিন্তু তাতে সে কান দিল না।

'চেঁচালেও তোমায় দেবো না আমি!'

মাস্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ, তা হ'লে তাই হবে।'—এই ব'লেই সে সংবাদ সংগ্রহের আশায় বেরিয়ে যায়। কিন্তু দু-একদিন পরেই শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে ফিরে আসে, চোখের কোণে তার কাতর অনুনয়। বন্ধুর পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায়—যদি বন্ধুর মন তাতে একটু ভিজে।

তখন ক্যাপ্টেনের মুখ হয়ে ওঠে গম্ভীর এবং চরিত্রের দুর্বলতা, মাদকতার পাশবিক আনন্দ ও অন্যান্য সময়োপযোগী বিষয় নিয়ে বক্তৃতার তোড় ছুটিয়ে দেয়, তাতে থাকে তীব্র শ্লেষ, তার প্রতি সুবিচার করা উচিত। নীতিবাগীশ ও উপদেষ্টা হবার মোহ তাকে পেয়ে বসে, কিন্তু অতিথিরা তার পিছন পিছন যায় এবং সন্দিগ্ধ মনে তার অনুতাপ সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী শ্রবণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে :

'ব্যাটা বদমায়েস, ধূর্ত, পাকা খেলোয়াড়! তোমায় ত তখন বলেইছি, তুমি শোননি। দোষ ত তোমারই।'

'উনি একজন খাঁটি সৈনিক। সর্বাগ্রে এগিয়ে যাবে এবং পিছনের পথ পরখ ক'রে নেবে।'

নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর মাস্টার আবার বন্ধুকে আবিষ্কার করে কোন এক কোণ থেকে, এবং তার ময়লা কোট চেপে ধ'রে শুষ্ক ঠোঁট চাটতে চাটতে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে, মুখে একটিও কথা নেই, কেবল গভীর সকরুণ দৃষ্টি।

ক্যাপ্টেন তখন অপ্রসন্ন চিত্তে শুধায়, 'নেহাৎ না পেলে চলবে না?'

মাস্টারের মাথা নুইয়ে পড়ে বুকের উপর, ক্ষণেকের জন্যে তার লম্বা ক্ষীণ দেহ কেঁপে ওঠে।

কুবালদা তখন প্রস্তাব করে, 'আর একদিন সবুর কর, তা হ'লে হয় ত ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রস্তাব শুনে মাস্টারের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে এবং নিরাশায় সে মাথা নাড়তে থাকে।

ক্যাপ্টেন দেখল তার বন্ধুর ক্ষীণ দেহ বিষের তৃষ্ণায় কেঁপে উঠল, সে তখন পকেট থেকে কিছু অর্থ বার ক'রে ব'লে উঠল, 'নিয়তির সঙ্গে লড়াই করা মানুষের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব।' এই ব'লে সে অন্যের সুমুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চেষ্টা পায়। কিন্তু মাস্টার যদি সপ্তাহকাল আত্মসংযম করতে পারত তা হ'লে দু বন্ধুর মধ্যে বিদায়ের করুণ দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাভিলফের হোটেলখানায় যবনিকাপাত হ'ত। মাস্টার অবশ্য তার সব টাকা এখানে খরচ ক'রে ফেলত না, তবে অর্দ্ধেকটা রাজপথের ছেলেমেয়েগুলির জন্যে যে ব্যয়িত হ'ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গরীবের আবার সন্তানসম্পদ বেশী। এরা দলে দলে নোংরা উলঙ্গ ও বুভুক্ষিতের দল পথের আস্তাকুঁড়ে খানাডোবায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়ে থাকে। শিশুরা নাকি জগতের শ্রেষ্ঠ ফুল, কিন্তু এই সব ফুল বড় অসময়েই যেন শুকিয়ে মলিন হয়ে গেছে। কারণ যে মাটিতে এরা ফুটে উঠেছে সেখানে প্রাণধর্মী উর্বরতা নেই। সময় সময় মাস্টার তাদের জনকয়েককে জমায়েৎ ক'রে রুটি, ডিম, আপেল ও বাদাম কিনে দেয়, এবং সঙ্গে ক'রে তাদের নিয়ে নদীর ধারের মাঠে চলে যায়। সেখানে বসে তারা তার-দেওয়া খাবারগুলো লোভীর মত নিঃশেষে গিলতে থাকে, পরে মাঠের মধ্যে মাইলটেক জায়গা তাদের হাসিকলরবে মুখরিত ক'রে তারা খেলা করে। তাদের মধ্যে ক্ষীণতনু দীর্ঘকায় মাতাল লোকটির চেহারা সকলের চাইতে উঁচু হয়ে দেখা দেয়। ছেলেদের সঙ্গে তার মেলামেশা দেখে মনে হয়, সে যেন তাদের সমবয়সী।

তারা তাকে 'ফিলিপ' বলেই সম্বোধন করে, তার সঙ্গে 'খুড়ো' শব্দটাও যোগ করা প্রয়োজন বোধ করে না। তারা সকলে মিলে তার চার পাশে হট্টগোল করে, তাকে ধাক্কা মারে, তার পিঠে লাফিয়ে উঠতে চায়, টেকো মাথায় চাটি মারে, নাক ধরে নাড়া দেয়। তাদের এ উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানায় না বলে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, সে এতে বরং খুশীই হয়। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্য সে খুব কমই বলে এবং যখন বলে তখনও এত সাবধানে বলে—যেন তার কথায় ওরা কোনরূপ ব্যথা না পায় বা ওর কথার ছোঁয়াচ লেগে ওদের মন দূষিত হয়ে ওঠে। ঘন্টার পর ঘন্টা সে ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়—ওদের সজীব মুখগুলি ও দেখে ওর বিষাদঘন দৃষ্টি দিয়ে। তারপর চিন্তাকুল মনে আস্তে আস্তে পা চালিয়ে দেয় ভাভিলফের হোটেলখানার দিকে। সেখানে গিয়ে নীরবে অথচ ক্ষীপ্রতার সঙ্গে ক্রমাগত মদ্যপান করতে থাকে—যতক্ষণ না তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়।

*　　*　　*

প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠিয়ে সে এক একখানি ক'রে কাগজ নিয়ে আসে, আর তার চারদিকে ঘিরে বসে তারা—যারা একদিন মানুষ ছিল। তাকে দেখতে পেলেই সকলে আঙিনার সকল কোণ থেকে বেরিয়ে আসে, কেউ মাতাল, কারুর বা নেশায় মাথা ধরেছে, উস্কখুস্ক, ছিন্নবাসে তাদের অবস্থা এমন শোচনীয় যে করুণার উদ্রেক হয়। তাদের পর হয় ত এসে উপস্থিত হয় পিপার মত মোটা আলেক্সী ম্যাকসিমোভিচ্ সিমট্সফ্—একদিন এ লোকটি ছিল বনবিভাগের ইন্সপেক্টর, এখন দিয়াশলাই, কালি, জুতার কালি ও নেবুর ব্যবসা করে। বয়স হয়েছে প্রায় ষাট, গায়ে ক্যান্ভাসের একটা ওভারকোট,

একদিন যারা মানুষ ছিল

মাথায় চওড়া ধারওয়ালা একটা টুপি, তাতে তেলচিটে পরা লাল ফিতে বসানো—এই টুপির সাহায্যে তার অতিবৃহৎ মোটা রক্তবর্ণ মুখটাকে সব সময়ই ঢেকে রাখে। একমুখ ঘন শাদা দাড়ি—তার ভিতর থেকে ছোট্ট রক্তবর্ণ নাসিকাটি যেন জমকালোভাবে শূন্যের দিকে উঠেছে। পুরু ঠোঁট দুখানিতে যেন আলতা মাখানো, সদাই লালাযুক্ত; চোখ দুটিতে একটা ঘৃণাবিদ্বেষের ভাব। সকলে তাকে 'কুবর' ব'লে ডাকে। তাঁর সুগোল দেহ ও অস্পষ্ট কথা বলার জন্যে নামটা বেশ মানিয়েছিল। তার পর এক কোণ থেকে বেরিয়ে আসে ক্যানেট্স্—লোকটা কালো, বিষণ্ণ, নির্বাক মাতাল; তার পর যে আসে সে ছিল এককালে কারাগারের অধ্যক্ষ, নাম তার লুকা য়্যাণ্টোনোভিচ্ মার্তিয়ানফ্। এ লোকটি 'রেমেশক,' * 'ত্রিলিস্তিকা' * ও 'ব্যাঙ্কোভ্কা' * ও এ জাতীয় জুয়া খেলার জন্যেই যেন বেঁচে আছে—অথচ পুলিশেরা এসব খেলার মর্যাদা বিশেষ বোঝে না। মাস্টারেব পাশে ঘাসের উপর মজবুত ক্লিষ্ট দেহখানা এলিয়ে দিয়ে চারদিকে সে একবার চোখটা বুলিয়ে নেয়। মাথা চুলকে মোটা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে, 'আমি যোগ দিতে পারি?'

তার পর এসে উপস্থিত হয় পাভেল সল্ণ্টসেফ্, বছর ত্রিশ বয়স হয়েছে, ক্ষয় রোগে ভুগছে। মারামারি করতে গিয়ে বাঁ ধারের পাঁজর ভেঙে গেছে, এবং শেয়ালের মত সপ্রতিভ হলুদ রঙের মুখখানায় সব সময়ই লেগে আছে বজ্জাতির হাসি। ঠোঁট দুটি পাতলা, হাঁ করলেই দু পাটি ক্ষয়ে-যাওয়া কালো দাঁত বেরিয়ে পড়ে, কাঁধের উপর ছেঁড়া কাপড়ের তালিগুলি সামনে-পিছনে এমনইভাবে দোলে যেন মনে হয় যে, আলনায় কাপড় ঝুলছে। তারা তাকে ডাকে 'এবাইয়েডক' ব'লে। নিজেই সে এক রকমের ঘাস থেকে শক্ত ভাল বুরুশ ও ঝাঁটা (স্নানের ঘরের জন্যে) তৈরি করে তাই ফেরী করে বিক্রি করত।

একদিন যারা মানুষ ছিল

এবার এল অস্থিচর্মসার কৃশকায় এক ব্যক্তি, এর সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। ভীরু তার দৃষ্টি, বাঁ চোখটি ঈষৎ ট্যারা, সদাই নীরব ও শঙ্কিত। চুরির অপরাধে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বার তিনেক কারাদণ্ড হয়েছে। এর পারিবারিক পদবী কিসেল্‌নিকফ্‌, কিন্তু তারা সকলে ডাকে ওকে 'পলতারা তারাস', কারণ ও উচ্চতায় ওর বন্ধু ডীকন তারাস্‌-এর থেকে এককাঁধ লম্বা। মাতলামি আর নৈতিক চরিত্রহীনতার জন্যে তার বন্ধুর কর্মক্ষেত্রে অধোগতি ঘটিয়েছিল। ডীকন বেঁটে মোটাসোটা মানুষ, বুকের ছাতি কুস্তিগিরের মত, মাথাটি গোলগাল, মজবুত। নৈপুণ্যের সঙ্গে সে নৃত্য করে এবং আরও অধিকতর নৈপুণ্য দেখায় গালাগালিতে। নদীর ধারের বনে সে আর তার বন্ধু পলতারা তারাস কাজ করে। অবসর সময়ে তার বন্ধু বা আর যে কেউ শুনতে চায় তাকে 'স্বরচিত' গল্প শোনায়, অন্তত সে তাই বলত। এ সব গল্পের নায়ক ছিল সাধারণত সাধু, রাজা, পুরোহিত অথবা সেনাপতি……

ওর মুখে যাত্রীনিবাসের বাসিন্দারা সে সব অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খল দুঃসাহসিকতার নির্লজ্জ কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে যেত ওর কল্পনাশক্তি দেখে। তারা গল্প শুনতে শুনতে চোখ কচলায়, থুথু ফেলে কিন্তু ডীকনের চোখ দুটো মিট মিট করে, মুখে কোনরূপ অভিব্যক্তির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। এই লোকটার কল্পনা অত্যন্ত বলিষ্ঠ, অফুরন্ত; সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সারা ক্ষণ অবিরাম গল্প বানিয়ে ব'লে যেতে পারে, কিন্তু কোনটাই পুনরুক্তি করবে না। তার বলবার ভঙ্গীতে

---

* এ খেলাগুলি টাকাপয়সা বাজী রেখে খেলা হয়। রুশিয়ার নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে এর খুব প্রচলন। পুলিশ এগুলি বন্ধ করবার কত ব্যর্থ চেষ্টাই না করেছে।—অনুবাদক।

দেখা যায় কবির পতন, কখনও বা উপন্যাসিকের। যথাযুক্ত শব্দবিন্যাসে তার গল্পগুলো প্রায় বাস্তবতার রূপ ধারণ করে।

এ ছাড়াও কুবালদা মেতিওর নামে আর একটা নির্বোধ যুবকও তাদের সঙ্গে ছিল। একদিন সে যাত্রীনিবাসে ঘুমোতে আসে, তারপর সেই থেকে অন্যান্য বাসিন্দাদের বিস্মিত ক'রেও সে রয়ে গেছে। প্রথম প্রথম তারা তাকে বিশেষ আমল দেয় নি।

আর সকলের মত দিনের বেলায় সে আহার্যের সন্ধানে বার হয়ে যায়, আর রাত্তিরে এই বন্ধু-মিলনীর চারপাশে ঘুর ঘুর করে। অবশেষে একদিন ক্যাপ্টেনের নজরে পড়ে গেল।

'ওহে ছোকরা, এখানে কেন ?'

ছোকরা নির্ভীক দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল, 'আমি একজন খাঁটি পথচারী।'

ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখে। ছেলেটার মাথায় বড় বড় চুল, মুখখানি শীর্ণ, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে এবং নাকটা যেন উপরের দিকে ওল্টানো। পরনে কটিবন্ধহীন নীল আঙরাখা, এবং মাথায় খড়ের টুপির ছিন্নাবশেষ, পা দুটো নগ্ন।

আরিস্তিদ কুবালদা অসংশয়ে বলে, 'তুমি একটি আস্ত গাধা ! এখানে কিসের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছ ? তুমি আমাদের কোন কাজেই লাগবে না। ··· ভদকি পান কর ? ··· না ? ··· তবে, তবে চুরি করতে পার ? তাও না ! তবে এখান থেকে সরে পড়, এবং সব কিছু শিখে এসো আবার। তখন বুঝব, হাঁ, তুমি একটা লোক বটে ! ···'

ছোকরা হাসে।

'না, তোমাদের সঙ্গেই থাকব আমি !'

'কেন ?'

'কারণ ...'

'ওঃ ... তুমি মেতিওর !' ক্যাপ্টেন বলে।

মাতির্য়ানফ্ বলে, 'আমি ওর দাঁত ভেঙে দেব।'

ছোকরা শুধায়, 'কেন ?'

'কারণ ...'

'ছোকরা সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'তা হ'লে একটুকরা পাথর নিয়ে তাক্ ক'রে মারব তোমার মাথায়।'

মাতির্য়ানফ হয় ত শেষ পর্যন্ত ওর হাড়গুলো ভেঙে দিত, যদি কুবালদা বাধা না দিত।

'থাক থাক, ছেড়ে দাও ওকে। ... এ কি তোমার নিজের বাড়ী, না আমাদের ? ওর দাঁত গুড়িয়ে দেওয়ার কোন সুসঙ্গত কারণ আমাদের নেই। এখানে থাকার অধিকার ওর চাইতে তোমার এমন কিছু বেশী নেই।'

'ভাল, উচ্ছন্নে যাক সে! ... আমরা যে পৃথিবীতে বেঁচে আছি কেন, তার কারণ খুঁজে পাই না। ... আমরা বাঁচি কিন্তু কেন ? কারণ! সেও ... কারণ ... সে একাই থাক। ...'

'কিন্তু যুবক, এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পক্ষে মঙ্গল।' ওর আপাদ-মস্তক বিষণ্ন চোখ দুটি বুলিয়ে নিয়ে মাস্টার তাকে পরামর্শ দেয়। সে কোন জবাব দিল না, কিন্তু রয়ে গেল। অতঃপর ওর উপস্থিতি তাদের গা-সহা হয়ে যায়, ওর উপর তারা আর বিশেষ নজর দেয় না। কিন্তু ও তাদের সঙ্গে থেকে সব কিছুই লক্ষ্য করে।

উপরে যাদের নাম করা গেল ওরাই হ'ল ক্যাপ্টেনের দলের প্রধান সভ্যমণ্ডলী, এবং স্নেহমিশ্রিত শ্লেষের সঙ্গে এদেরই নাম দিয়েছে সে 'একদিন যারা মানুষ ছিল'। কেন না, যদিও এমন লোক অনেক আছে যারা এদেরই মত অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছে, তবুও তারা

অধঃপতনের এত নীচে কখনও নামে নি। এটা বিরল নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মানুষ-হিসাবে অনেক চাষীর চাইতেও ছোট এবং বস্তুত প্রায়ই এমন দেখা যায় যে, গ্রাম্য দুর্ভাগা লোকের চাইতে শহরের দুর্ভাগাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কুবালদার আশ্রয়ে যে সব প্রাক্তন-শিক্ষিত লোক আর চাষী মজুরেরা থাকে তাদের চরিত্রগত পার্থক্য থেকেই এই সত্যটা অদ্ভুতভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

টিয়াপা ছিল এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন প্রতীক। লম্বা এবং কুঁজো চেহারা; মাথাটা এমন ভঙ্গীতে রাখত যে, থুতনিটা তার বুকে লেগে থাকত। সে-ই ছিল ক্যাপ্টেনের আস্তানার প্রথম বাসিন্দা। সবাই বলে, তার নাকি প্রচুর অর্থ কোথাও লুকানো আছে, সেই অর্থের জন্যেই বছর দুই আগে তার গলা কাটা যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল; সেই থেকে ওর মাথাটাকে ও অমনভাবে রাখে। চোখের উপর পাকা ভ্রূগুলো ঝুলে পড়েছে। পাশ থেকে দেখলে শুধু তার বাঁকা নাকটাই চোখে পড়ে। ছায়াটা দেখলে মনে হয় যেন একটা খোঁচা দেবার শিক। তার যে টাকা আছে সে কথা অবশ্য সে অস্বীকার করে, আর বলে, তার গলা কাটবার চেষ্টা করেছিল আক্রোশে, এবং সেই দিন থেকে সে ছেঁড়া নেকড়া সংগ্রহ করতে সুরু করে দিয়েছিল। সেই জন্যেই মাথাটা ওর সর্বদা অমনি নুইয়ে থাকে—যেন মাটির দিকে চেয়ে অনবরত নেকড়াই খুঁজে চলেছে। ওর জীবিকার চিহ্ন-স্বরূপ ওর হাতে একখানি লাঠি ও পিঠে একটা ঝুলি নিয়ে ও যখন মাথা নেড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াত, তখন ওকে দেখলে মনে হ'ত যে, ভাবতে ভাবতেই বুঝি ওর মাথাটার গোলমাল হয়ে গেছে। এ রকম ক্ষেত্রে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কুবালদা প্রায়ই বলত :

'দেখ, জুদাস পেটুনিকফের মূর্তিমান বিবেক ঘুরে বেড়াচ্ছে! পলাতক

বিবেক কত বিশৃঙ্খল নোংরা আর নীচ হয়, সেইটেই তোমরা লক্ষ্য কর।'

টিয়াপা সাধারণত ধরা-গলায় কথা বলত। এবং তার কণ্ঠস্বর কচিৎ শোনা যেত। সেই জন্যই বোধ হয়, সে কথা বলত খুব কম এবং একলা থাকতে ভালবাসত। কিন্তু যখনই কোন বিদেশী গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে এসে দেখা দিত ঐ যাত্রীনিবাসে তখন টিয়াপাই যেন তাকে দেখে সব চেয়ে বেশী দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হ'ত। টিটকারী দিয়ে আর গলার মধ্যে শয়তানীপূর্ণ কঁং কঁং শব্দ ক'রে ও সেই হতভাগ্যের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াত। হয়, তার পিছনে কোন ভিখিরীকে লেলিয়ে দিত, কিংবা নিজেই ভয় দেখাত মেরে ধরে সব কেড়ে নেবে বলে। ওই চাষীটা ভয় পেয়ে যে পর্যন্ত যাত্রীনিবাস থেকে চির-জীবনের মত উধাও না হ'ত ততক্ষণ ও সমানে লেগে থাকত তার পিছনে। তার পর টিয়াপা আবার তেমনি শান্ত হয়ে পড়ত। কোন একটি কোণে বসে হয় তার ছেঁড়া নেকড়াগুলি সেলাই করত, না হয় পড়ত বাইবেল। বাইবেলখানার অবস্থাও ঠিক ওরই মত ময়লা ও জীর্ণ। কেবল যখন মাস্টার খবরের কাগজখানা নিয়ে এসে পড়তে স্থরু করত, ও তখন একটি বার উঠে আসত ওর সেই কোণ থেকে। নিয়মিত-ভাবে টিয়াপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনত। এবং প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলত। কারুর সম্বন্ধে কোন কথা সে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু মাস্টার যখন পড়া শেষ ক'রে কাগজখানা রাখতে যেত, টিয়াপা তখন হাড়সর্বস্ব হাতখানা বাড়িয়ে বলত, 'ওটা আমায় দাও।'

'তুমি নিয়ে কি করবে?'

'দাও আমায়। ··· হয় ত আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা আছে এর মধ্যে।'

'কাদের কথা?'

'গ্রামের।'

ওরা তাব দিকে চেয়ে হাসত, মাস্টার কাগজখানি ছুঁড়ে দিত। ও সেটা নিয়ে পড়ত—কেমন ক'রে শিলাবৃষ্টিতে গ্রামের শস্যক্ষেত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কেমন ক'রে গ্রামান্তরে ত্রিশখানি বাড়ী আগুন লেগে পুড়ে গেছে। অন্য কোন গ্রামে একটা স্ত্রীলোক হয় ত সমস্ত পরিবারকে বিষ খাইয়ে মেরেছে—বস্তুত সেই সব কথা, যা লিখতে কাগজওয়ালারা অভ্যস্ত —অর্থাৎ সেই সব কথা যাতে অভাগা গ্রামবাসীদের ছবি শুধু খারাপভাবেই আঁকা হয়। টিয়াপা এগুলি নীরবে পড়ে আর গর্জন করে, হয় সহানুভূতিতে না হয় ওই দুঃসংবাদের আনন্দে।

সারা রবিবারটা সে বাইবেল পড়ে কাটায়। সেদিন আর সে নেকড়া কুড়োবার জন্য একবারও বেরোয় না। পড়বার সময় আপন মনে গজ গজ্ করে আর অবিরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বইখানা সে একেবারে বুকের কাছে রাখে। কেউ ওকে বাধা দিলে বা ওর সে বাইবেলখানি স্পর্শ করলে, তার উপর হয় ওর অত্যন্ত রাগ।

কুবালদা বললে, 'পাজী মাতাল কোথাকার! তুই এর কি বুঝিস?'

'কিছুই না শয়তান! আমি কিছুই বুঝি নে এবং কোন বই-ই আমি পড়িনে। ··· কিন্তু আমি পড়ি ···'

'অতএব তুমি একটি নির্বোধ ···' ক্যাপ্টেন স্পষ্টত বলে। 'একে ত তোর মাথায় পোকা আছে এবং তুই বেশ জানিস, কি অশ্বস্তি তাতে, তার উপর যদি কতকগুলি চিন্তা ঢোকে তা হ'লে তুই বাঁচবি কেমন ক'রে রে বুড়ো ব্যাঙ?'

'আমায় আর বেশী দিন বাঁচতে হবে না।' টিয়াপা শান্তভাবে জবাব দেয়।

মাস্টার তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে সে লেখা-পড়া শিখেছে।

'জেলে।'—টিয়াপা সংক্ষেপে জবাব দিল।

'সেখানেও গেছ তা হ'লে?'

হাঁ, ওখানে ছিলাম ...'

'কি হয়েছিল?'

'অমনিই। ... ভুল হয়ে গিয়েছিল। ... কিন্তু সেখান থেকে এই বাইবেলখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। এক মহিলা আমায় দিয়েছিলেন। ... জেলই ভাল, দাদা।'

'তাই নাকি? কিন্তু কেন বল ত?'

'সেখানে মানুষ শিক্ষা পায়। ... ওখানেই আমি পড়তে শিখি। ... এই বইখানিও পেয়েছিলাম। ... আর এসবই—বিনা পয়সায়, বুঝলে! ...

মাস্টার যখন প্রথম এই যাত্রীনিবাসে আসে টিয়াপা তার কিছুদিন আগে থেকেই সেখানে বাস করছিল। মাস্টারের মুখের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল; যেন ও কেমন লোক তাই সে আবিষ্কার করতে চায়।

টিয়াপা প্রায়ই তার কথাবার্তা শোনে, এবং এক দিন তার পাশে বসে সে বলল, 'তুমি দেখছি মস্তবড় পণ্ডিত লোক। ... বাইবেল পড়েছ?'

'পড়েছি। ...'

'বেশ, বেশ। মনে আছে কিছু?'

'হাঁ। ... মনে আছে। ...'

বুড়ো তখন একদিকে ঝুঁকে পড়ে আর এক দিকে গম্ভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর পানে তাকায়।

'আচ্ছা, সেই আমালেকাইটদের কথা তোমার মনে আছে ?'

'হুঁ !'

'তারা এখন কোথায় ?'

'তারা লোপ পেয়ে গেছে। ··· টিয়াপা, কেউ বেঁচে নেই।'

বুড়ো নীরব হয়ে যায়, তারপর আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, সেই ফিলিস্তাইনরা কোথায় ?'

'তারাও—'

'তারা সব মরেছে ?'

'হাঁ, সব। ···'

'আর সেই জন্যেই ··· আমরাও মরব ?

'এমন একটা সময় আসবে যখন আমরাও লোপ পেয়ে যাব।' মাস্টার উদাসভাবে বলে।

'আমরা ইজ্‌রেইলের কোন্ শাখা ?'

মাস্টার তার দিকে তাকায়, এবং সিথীয় ও স্লাভদের কথা বলতে স্থরু করে। ···

বুড়ো আরও ভয় পেয়ে যায়, এবং তার মুখের দিকে তাকায়।

'তুমি মিথ্যে বলছ !' মাস্টারের বলা শেষ হয়ে গেলে সে ঘৃণার সঙ্গে বলে ওঠে।

'মিথ্যেটা কোন্‌খানে হ'ল ?' মাস্টার শুধায়।

'এমন সব জাতির নাম করলে যাদের উল্লেখ বাইবেলে নেই।'

সে রাগের সঙ্গে উঠে চলে যায়—যেন ভীষণ অপমানিত হয়েছে।

মাস্টার তাকে ডেকে বলে, 'টিয়াপা, দেখছি তুমি পাগল হয়ে যাবে।' তার স্বরে প্রত্যয়ের স্থর।

তখনই বুড়ো আবার ফিরে আসে এবং হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে ময়লা বাঁকা আঙুল দেখিয়ে তাকে শাসায়।

'ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছেন—আদম থেকে য়িহুদীরা সব জন্মলাভ করেছে, অর্থাৎ—সকলেই য়িহুদীদের বংশধর ··· এবং আমারও ···'

'তাই নাকি ?'

'তাতারেরা ইসমাইলের বংশধর, কিন্তু সেও এসেছে য়িহুদীদের থেকে।'

'আমায় এ সব বলার অর্থ কি ?'

'কিছুই না! কেবল বলতে চাই, মিথ্যে তুমি বল কেন?' ব'লে সে চলে যায়। মাস্টার তখন পড়ে থাকে চিন্তার এক আবর্তে। কিন্তু দিন দুই যেতে না যেতেই সে আবার ফিরে এসে মাস্টারের পাশে বসে।

'তুমি ত বিদ্বান লোক ··· আচ্ছা তা হ'লে বল ত আমরা কাদের বংশধর ? আমরা কি ব্যাব্বিলনীয়, না, কে আমরা ?

'টিয়াপা, আমরা স্লাভ,' মাস্টার জবাবে বলে এবং মনোযোগের সঙ্গে উত্তরের প্রতীক্ষা করে, তাকে বুঝতে চায়।

'বাইবেলের কথা কিছু বল, শুনি। ওরকম লোক সেখানে নেই।'

তখন মাস্টার বাইবেল আলোচনা সুরু করে দেয়। বুড়ো শোনে, এবং খানিকক্ষণ বাদে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'থাম ··· সবুর কর! তার মানে, তুমি বলতে চাও যে, ঈশ্বরের কাছে যারা পরিচিত ছিল তাদের মধ্যে রুশ বলে কেউ ছিল না? তিনি আমাদের জানেন না? তাই কি ? বাইবেলে যাদের উল্লেখ আছে, তাদেরই কেবল জানতেন ··· তাঁর আগুন আর তলোয়ার তাদের ধ্বংস করেছে, তিনি তাদের নগরগুলি ধ্বংস

করেছেন; অথচ তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে অবতারও পাঠিয়েছেন। তার মানে, তাদের উপরে তাঁর করুণাও ছিল। তিনি য়িহুদী ও তাতারদের পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ··· কিন্তু আমাদের কি হ'ল? আমাদের অবতার কেন এখনও আসছেন না?'

'জানিনে!' মাস্টার বলে। সে বুড়োকে বুঝতে চেষ্টা করে বুড়ো কিন্তু মাস্টারের কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকানি দিলে, এবং তার গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার হ'ল—যেন সে কিছু গিলছে। ···

'বল! তুমি এত কথা বল ··· যেন সব কিছুই তোমার জানা। তোমার কথা শুনতে ভারী বিশ্রী লাগে ··· তুমি আমার আত্মাকে অন্ধকার করে দাও। ··· তুমি চুপ ক'রে থাকলেই আমি খুশী হই। আমরা তা হ'লে কে? আমাদের কোন অবতার নেই কেন? হা হা! ··· খৃস্টের যখন আবির্ভাব হয় তখন আমরা কোথায় ছিলাম? বোঝ কিছু? তুমিই-বা ছিলে কোথায়? মিথ্যে বলছ তুমি। ··· তুমি কি মনে কর যে, সব কিছুই লোপ পেয়ে যায়? রুশীয়রা কখনও লোপ পেয়ে যাবে না। ··· মিথ্যে বলছ তুমি। ... বাইবেলে সব কিছু লেখা আছে, অবশ্য এটা জানা যায় নি যে, রুশীয়দের কি নাম দেওয়া হবে। জান তারা কেমন লোক? তাদের সংখ্যা অগণিত। ··· পৃথিবীতে কতগুলি গ্রাম আছে বলতে পার? এ সব গ্রামে যারা বাস করে তাদের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি—কেমন শক্তিমান, কত অসংখ্য! আর তুমি কি-না বলছ, তারা সকলেই মরে যাবে; মানুষ মরবে বটে, কিন্তু ঈশ্বর ত মানুষদের চান, তিনিই না জগতের স্রষ্টা! আমালেকাইটরাও মরে নি। তারা হয় জার্মান, নয় ফরাসী। ··· কিন্তু তুমি, য়্যাঁ, তুমি! তা হ'লে এখন বল ত ঈশ্বর কেন আমাদের পরিত্যাগ করলেন? আমরা কি তাঁর কাছ থেকে কোন শাস্তি বা তাঁর কোন বাণী পাব না? তা হ'লে কে আমাদের শিক্ষা দেবে?' টিয়াপা ব'লে চলে,

স্বরে তার বলিষ্ঠ সরলতা। আত্মপ্রত্যয় যেন তার কথায় ঠিকরে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে সে বলে চলে। অপর পক্ষে মাস্টার নেশায় বুঁদ হয়েই থাকে, এবং নেশা করলেই নির্বাক হয়ে যায়, এক্ষেত্রেও সে তাই ছিল, সুতরাং এসব কথা আর সে বেশীক্ষণ সইতে পারছিল না। সে এই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধের বলিরেখাঙ্কিত মুখের পানে তাকায় এবং তার কথাগুলির মধ্যে একটা বিরাট শক্তির আমেজ পায় এবং হঠাৎ তার নিজের উপরই কেমন করুণা হয়। তার ইচ্ছা হয়, সেও বলে ওরকম কিছু একটা জোরালো যাতে বুড়োর মনে বিশ্বাস হয় এবং যাতে টিয়াপা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সে ওরকম গম্ভীর একগ্রতা নিয়ে কিছু বলতে চায় না, সে বলবে পিতৃস্নেহের কোমল স্বরে। এবং মাস্টার অনুভব করলে যে তার বুক থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত যেন কি একটা ঠেলে উঠতে চাইছে। ··· কিন্তু কোন জোরালো কথাই তার জোগায় না।

'কেমন লোক তুমি ? ··· তোমার প্রাণ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—অথচ তুমি বলেই চলেছ ... যেন কত কিছুই তোমার জানা আছে। ··· তুমি চুপ করলেই ভাল হয়।'

'টিয়াপা, তুমি যা বললে সব সত্যি,' দুঃখের সঙ্গে মাস্টার জবাব দেয়। 'মানুষ ··· হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ ··· তারা অগণিত ··· কিন্তু আমি ত তাদের চিনি নে ··· আর তারাও আমায় চেনে না। ··· দেখছ, কোন্‌খানে আমার জীবনের দুঃখ লুকিয়ে আছে ! ··· সে যাক গে, আমায় একটু একা থাকতে দাও ! সব সইব আমি ··· আর বাণীও নেই কিছু। না, নেই। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি বড্ড বেশী কথা বলি। ··· কিন্তু কারুর কোন কাজে আসে না। আমি এখন থেকে নীরবেই থাকব। তুমি শুধু আমার সঙ্গে এরকম আলোচনা আর করো না। ··· হায় বৃদ্ধ, তুমি জান না ··· তুমি জান না। ··· আর বুঝবেও না কিছু '

শেষ পর্যন্ত মাস্টার কেঁদে ফেলে; তার সে কান্না এত সহজ ও এত অবারিত আর এত অজস্র যে, একটু পরেই সে সান্ত্বনা পায়।

'তোমার কোন গ্রামে যাওয়া উচিত ··· সেখানে গিয়ে কেরাণী বা মাস্টার—যা হোক কিছু একটা হও গে। সেখানে তুমি খেতে পাবে। তুমি কাঁদছ কেন?' টিয়াপা বলে, তার স্বরে সমবেদনা।

কিন্তু মাস্টার কাঁদতে থাকে, যেন চোখের জলে সে শান্তি পায়, আরাম অনুভব করে।

সে দিন থেকে দুজনের হ'ল বন্ধুত্ব; এবং 'এক দিন যারা মানুষ ছিল' তারা এদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখে বলাবলি করে: মাস্টার টিয়াপার সঙ্গে মিলেছে। ··· ওর টাকাগুলি হাতাবার মতলব। কুবালদাই ওর মাথায় এটা ঢুকিয়েছে। ··· বুড়োর টাকা পয়সা সব কোথায় জানবার জন্যে ···'

খুব সম্ভব, ওরা যা বলে তা ওরা নিজেরাই বিশ্বাস করে না। এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই যে, আসলে তারা যত মন্দ তার চেয়ে ঢের বেশী মন্দ ব'লে নিজেদের চিত্রিত করে। যার মধ্যে কিছু ভাল আছে, সেও সময় সময় তার চরিত্রের মন্দ দিকটা প্রকাশ করতে আপত্তি করে না।

* * *

সবাই যখন মাস্টারকে ঘিরে বসে তখন খবরের কাগজ পড়া সুরু হয়।

'হাঁ হে, আজ কাগজে কি লিখেছে? চুটকি গল্প-টল্প আছে কিছু?'

'না।' মাস্টার তাকে জানায়।

'তোমাদের প্রকাশক ব্যাটা ভারী লোভী ত? ··· সে যাক গে, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আছে?'

'একটা আছে। ··· হয় ত গুলায়েফ্-এর লেখা।'

'বেশ! সুরু কর। শালা লেখে ভাল।'

'অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য,' মাস্টার পড়ে, 'প্রায় পনর বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছে এবং তখন থেকে আজও শহরের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে ওই সব কর আদায় হয়ে আসছে ...'

'এ ত সোজা কথা।' ক্যাপ্টেন মন্তব্য করে। 'এ চলে আসছে। কিন্তু এটা একটা হাস্যকর ব্যবস্থা। যে সব ব্যবসাদার শহরের এক জায়গা থেকে আর জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, এ ব্যবস্থা চলতে থাকলে তাদের বেশ লাভ হয়। আর সেই কারণেই এটা চলছে।'

'আসলে এ নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তাই।' মাস্টার বলে।

'বটে? আশ্চর্য, এই কি চুটকি প্রবন্ধ রচনার বিষয়?'

'এ বিষয়ে লিখতে অনেক কাগজ-কলম-কালীর প্রয়োজন হয়।'

তারপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা সুরু হয়। সকলে মন দিয়ে শোনে, কারণ সবে মাত্র এক বোতল ভদকি শেষ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের পর তারা স্থানীয় খবরগুলি পড়ে, তারপর আইন-আদালতের খবর। পুলিশ কোর্টের খবরে যদি দেখা যায় যে, আসামী বা ফরিয়াদী ব্যবসাদার শ্রেণীর, তা হলে আরিস্তিদ কুবালদার আর আনন্দ ধরে না—অকৃত্রিম তার সে আনন্দ। কোন ব্যবসায়ীর ঘরে চুরি হওয়ার খবরে সে বলে ওঠে, 'বেশ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কম কেন চুরি করলে!' কোন ব্যবসাদারের ঘোড়ার যদি পা ভেঙে যায় ত সে বলে ওঠে, 'সে নিজে যে এখনও বেঁচে আছে এইটেই পরিতাপের বিষয়!' কোন ব্যবসাদার যদি মামলায় হেরে যায় ত সে বলে, 'মামলার খরচটা কেন ডবল করে দিল না—তাই ভাবি।'

'সেটা ত হত বেআইনী।' মাস্টার মন্তব্য করে।

'বেআইনী! ব্যবসাদার কি নিজেই বেআইনী নয়?' তীব্রতার সঙ্গে কুবালদা প্রশ্ন করে। 'ব্যবসায়ী কি? এই সাদা কথাটা আগে

বিচার ক'রে দেখা যাক। প্রথমত, ব্যবসায়ী মাত্রেই চাষী। সে আসে পাড়াগাঁ থেকে এবং কালক্রমে সে হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী হ'তে হ'লে মূলধন চাই কিন্তু চাষী সে টাকা কোথায় পাবে? সবাই জানে সৎভাবে পরিশ্রম ক'রে সে এ টাকা উপার্জন করে না এবং তার মানে, যে ভাবেই উপার্জন করুক তা যে লোক ঠকিয়েই, তাতে আর সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ব্যবসায়ী মানেই জোচ্চোর চাষী।'

'সাবাস, সাবাস!' সমবেত চীৎকারে বক্তার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় এবং টিয়াপা সারাক্ষণ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গর্জাতে থাকে। এক পাত্তর ভদকি পান করতে না করতেই সে গর্জাতে সুরু করে। তারপর আরম্ভ হয় তার মাথা ধরা। খুশীতে ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর পড়া চলে চিঠিপত্তর। ক্যাপ্টেনের মতে এগুলি তার ভাষায় 'প্রচুর মাদকতা', সে সব সময়েই লক্ষ্য করে কেমন ক'রে ব্যবসায়ীরা এই জীবনকে জঘন্য ক'রে তোলে এবং কেমন কৌশলে সব কিছু পণ্ড করে। তার কথা শ্রোতারা পরমানন্দে শোনে, কারণ গালাগালি করে প্রচণ্ড-ভাবে। 'আমি যদি লিখি কখনও,' সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'তা হ'লে ব্যবসায়ীদের খাঁটি রূপ সকলকে দেখিয়ে দেবো। ··· আমি দেখাবো, যদিও সময়ে সময়ে সে মানুষের ভূমিকা অভিনয় করে বটে, তবু আসলে সে একটা পশুমাত্র। আমি তাদের চিনি! তারা এক একটা আস্ত জংলী ভূত, সুরুচি কাকে বলে, দেশপ্রীতি কি বস্তু, তার অর্থ বোঝে না, জানে না। ওদের জ্ঞানবুদ্ধির দাম পাঁচ কপেকও নয়।'

এবাইয়েডক লোকটা স্বভাবতই লোকেদের চটিয়ে দিতে ভালবাসে এবং ক্যাপ্টেনের দুর্বলতার খবরও তার জানা, তাই সে দুষ্টুমি ক'রে বলে:

'হাঁ, যেদিন থেকে বুভুক্ষার সঙ্গে কৌলিন্যের পরিচয় বেড়ে গেছে, সে দিন থেকেই পৃথিবী হতে মানুষেরা সব সরে পড়েছে ···'

'হাঁ, ঠিক বলেছ মাকড়শার বাচ্চা, কোলাব্যাঙ কোথাকার! যেদিন থেকে ভদ্রলোকদের পতন সুরু হয়েছে তখন থেকেই আর মানুষ বলে কেউ নেই। যারা আছে তারা কেবল ব্যবসাদার, আর আমি তাদের ঘৃণা করি।'

'তা বেশ বোঝা যাচ্ছে দাদা, কেন না, তারাই হল গিয়ে তোমার পতনের কারণ ...'

'আমার? আমার পতনের জন্য দায়ী যদি কেউ থেকে থাকে ত সে হচ্ছে আমার জীবনের প্রতি ভালবাসা ... আমিও যেমন গাধা, জীবনকে গিয়েছিলাম ভালবাসতে! তাও ব্যবসাদারেরা দিলে ভেস্তে। আমি সইতে পারি নে, কেবল মাত্র এই কারণেই, আমি সম্ভ্রান্ত বলে নয়। কিন্তু সত্যি কথা যদি শুনতে চাও ত বলি: আমি সম্ভ্রান্ত না হলেও একদিন মানুষই ছিলাম। আজ আর আমি কাউকে বা কিছুকেই গ্রাহ্য করি নে ... আর আমার জীবনটা ছিল যাকে বলে শান্ত পোষমানা—এক জনকে ভালও বেসেছিলাম, অথচ সে-ই করল প্রতারণা—তাই আজ আমি জীবনকে করি ঘৃণা আর তাই জীবন সম্বন্ধে আমি উদাসীন।'

'মিছে কথা বলছ!' এবাইয়েডক বলে।

'আমি মিছে কথা বলি?' রাগে লাল হয়ে আরিস্তিদ কুবালদা গর্জে ওঠে।

'আঃ, চেঁচাও কেন?' মার্তিয়ানফের উদাসী বিষন্ন স্বর শোনা যায়।

'আমরা কেন অপরকে বিচার করি? ব্যবসাদার, সম্ভ্রান্তলোক ... তাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

'দেখছি আমরা ...' ডীকন তারাস যেন কিছু বলতে চায়।

'চুপ কর এবাইয়েডক', ভালমানুষের মত মাস্টার বলে। 'ওকে কেন চটাচ্ছ?' সে আলোচনাও পছন্দ করে না, গোলমালও না। এবং ওরা

যখন তার চারপাশে বসে ঝগড়া করে, তার মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে ওঠে। শান্তভাবে যুক্তির সাহায্যে তাদের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করে, যদি তা না পারে, তা হ'লে নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। ক্যাপ্টেন এটা জানে, তাই মাতাল না হয়ে থাকলে সে নিজেকে সামলে নেয়, কারণ সে মাস্টারের মত এক জন উঁচুদরের শ্রোতাকে হারাতে চায় না।

'আবারও বলছি', সে আরও শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে, 'যে, আমাদের জীবনটাই রয়েছে শত্রুর মুঠোর মধ্যে। শুধু যে তারা আভিজাত্যেরই শত্রু, তাই নয়, যা কিছু ভাল, ওরা তারই শত্রু। ওরা লোভী, জীবনকে সুন্দর ওরা কোনমতেই করতে পারে না।'

'কিন্তু সে যাইহোক,' মাস্টার বলে, 'বলতে গেলে ব্যবসায়ীরাই না জেনোয়া, ভিনিস, হলাও তৈরি করেছে—এবং এরা সবাই ব্যবসায়ী। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ থেকে স্ট্রোয়ানফ ব্যবসায়ীরা ...'

'আমি এদের কথা বলি নি, আমি তাদের কথাই বলছি যাদের মধ্যে জুদাস পেটুনিকফ-এর মত লোক আছে।'

'এবং তুমি বলতে চাও, তাদের বাদ দিয়েও তোমার চলে?' শান্ত-ভাবে মাস্টার প্রশ্ন করে।

'কিন্তু তুমি কি বলতে চাও যে আমি বেঁচে নেই? নিশ্চয় বেঁচে আছি। কিন্তু তারা যে জীবনকে অপবিত্র করেছে, তার থেকে সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করেছে, হয় ত বা তার জন্যে আমার রাগ করা উচিত নয়।'

'কিন্তু নিভৃতবাসী ক্যাপ্টেন দয়া ক'রে যে তাদের উপর রাগ করেন, তা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার সাহসও তাদের হয়!' এবাইয়েডক চিমটি কেটে বলে।

'আচ্ছা বেশ, স্বীকার করছি আমি বোকা। একদিন যারা

মানুষ ছিল তাদেরই একজন হিসেবে যে সব অনুভূতি একদিন আমারই ছিল আজ সে সবকে মন থেকে মুছে ফেলে দিতেই হবে আমার। হয় ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু এই সব অনুভূতি বাদ দিয়ে আমি বা তোমাদের যে-কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করবে কেমন ক'রে ?'

'এখন ত বেশ যুক্তিপূর্ণ কথাই বলছ।' উৎসাহ দিয়ে মাস্টার বলে।

'আমরা চাই অন্য রকমের অনুভূতি এবং জীবনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা। আমরা চাই নতুন কিছু ··· কারণ, আমরা নিজেরাই এই জীবনের নতুনত্ব।'

'নিশ্চয়, এটা যে আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকারী, এতে কোন সন্দেহ নেই।' মাস্টার মন্তব্য করে।

'কেন ?' ক্যানেট্‌স্ শুধায়। 'আমরা কি ভাবি বা কি করি তাতে কার কি আসে যায় ? আমরা ত বেশী দিন বাঁচব না ··· আমার এখন চল্লিশ বছর হয়েছে, আর তোমার পঞ্চাশ ··· আমাদের এখানে এমন কেউ নেই যে ত্রিশের নীচে এবং বিশ বছর বয়সেও কেউ বেশী দিন এমনই ভাবে বাঁচতে পারে না।'

'কিন্তু আমাদের নতুনত্বটা কি ?' এবাইয়েডক বিদ্রূপের স্বরে শুধায়।

'যেহেতু নগ্নতা সব সময়েই ছিল—'

'হাঁ, আর তার থেকেই রোমের জন্ম', মাস্টার বলে।

'হাঁ, নিশ্চয়', সোল্লাসে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে। 'রমুলাস ও রেমাস, না ? আমাদের যখন সময় আসবে তখন আমরাও সৃষ্টি করব—'

'একে বলা যায়, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গ', এবাইয়েডক বাধা দিয়ে বলে। তার হাসির মধ্যে কেমন একটা আত্মতৃপ্তির ভাব। তার হাসি উদ্ধত এবং ধৃষ্টতায় ভরা। সিন্‌ট্‌সফ, ডীকন ও পলতারা তারাস— সবাই তার হাসির প্রতিধ্বনি করে। তরুণ মেতিওরের সরল চোখ দুটোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার গাল দুটোও লাল হয়ে যায়।

একদিন যারা মানুষ ছিল

ক্যানেট্‌স্‌ এবার কথা কয়—কথা ত নয় যেন মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারছে।

'এ সবই আহাম্মকের ভ্রান্তি—যাকে বলে ঘোড়ার ডিম!'

সমাজ-জীবনে যারা অস্পৃশ্য হরিজন, ছিন্নবেশ, পানাসক্ত এবং শয়তানি নোংরামিতে যাদের জীবন পূর্ণ, যারা ভাগ্যবিড়ম্বিত, তাদেরও এ ভাবে তর্ক করতে দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এ রকম আলাপ-আলোচনায় ক্যাপ্টেনের ভারী আনন্দ। তারা তাকে বলবার বেশ কিছু সুযোগ দেয় বলেই আর সকলের চাইতে সে নিজেকে বড় বলেই মনে করে। মানুষের যতই অধঃপতন হোক, তবু সে নিজেকে অধিকতর চালাক, অধিকতর শক্তিমান, এমন কি, সে যে সঙ্গীদের চাইতে বেশী খেতে পরতে পাচ্ছে এই অনুভূতির আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে না। আরিস্তিদ কুবালদা এই আনন্দের অসদ্ব্যবহার করে এবং এবাইয়েডক, কুবর প্রভৃতি আর যারা একদিন মানুষ ছিল তাদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তা উপভোগ করা যায় না, কারণ ওরা সে সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক নয়।

রাজনীতি অবশ্য সকলেরই রুচিকর। ভারতবর্ষ অধিকার বা ইংলণ্ডকে ঘায়েল করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলে। ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইহুদীদের নিঃশেষে লোপ ক'রে দেওয়ার চরম ব্যবস্থা সম্বন্ধেও উৎসাহ তাদের মোটেই কম নয়। এ বিষয়ে এবাইয়েডকই হয় অগ্রণী এবং কেমন ক'রে বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে নানা প্রকার ভয়াবহ পরিকল্পনা সে উপস্থাপিত করে, কিন্তু ক্যাপ্টেন, যিনি আর আর সব প্রশ্নের বেলায় সকলের অগ্রণী—এ ব্যাপারে তিনি যোগদান পর্যন্ত করেন না। নারী সম্বন্ধেও চলে তাদের অবাধ নির্লজ্জ আলোচনা, কিন্তু মাস্টার ওদের সব সময়ই সমর্থন করে এবং সময় সময় ভব্যতার সীমা অতিক্রম ক'রে গেলে তাকে রেগে যেতেও দেখা যায়। সাধারণত সকলেই ওর

কথা মেনে নেয়, কারণ, তারা ওকে সাধারণ লোক বলে মনে করে না। এ ছাড়া আর একটা কারণও আছে। সারাটা সপ্তাহ ধরে মাস্টার যা রোজগার করে, শনিবার তাদের অনেককেই তার থেকে ধার দিতে হয়। তাই তার অনেক সুবিধা। যখন তর্কের ফলে হাতাহাতি সুরু হয় তখনও তারা তাকে কখনও মারধর করে না। যাত্রীনিবাসে মেয়েদের নিয়ে আসার অধিকার একমাত্র তারই ছিল; বলা বাহুল্য, এ সুযোগ আর কাউকে দেওয়া হয় না। ক্যাপ্টেন তাদের সকলকে এ বিষয়ে বরং সতর্ক ক'রেই দিয়েছে।

'আমার বাড়ীতে মেয়েমানুষ আনা চলবে না', সে বলে দিয়েছিল। 'মেয়েমানুষ, ব্যবসাদার আর দার্শনিক—এই তিনই আমার সর্বনাশের কারণ। মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ এলে আমি তাকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করব। মেয়েমানুষকেও রেয়াৎ করব না! ··· আর দার্শনিক, আমি তার মাথা গুড়িয়ে দেবো।' বয়স হয়ে থাকলেও তা সে পারে। কেন না, তার আছে দেহে অসুরের বল। তা ছাড়া, ঝগড়া মারামারির সময় মার্তিয়ানফ্ তাকে সাহায্য করে। হাতাহাতি যখন সুরু হয় তখন কুবালদা হয়ে দাঁড়ায় দুর্ভেদ্য সর্বনাশের যন্ত্র। আর মার্তিয়ানফ্ সে সময় বিমর্ষমুখে নীরবে তাকে পিছন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার সিম্‌ট্‌সফ মাতাল হয়ে অকারণে মাস্টারকে আক্রমণ করে ও একগোছা মাথার চুল ছিঁড়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই কুবালদা তার বুকে এমনই একটি ঘুষি বসিয়ে দিল যে, সে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল। প্রায় আধঘণ্টাকাল সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল এবং যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন কুবালদা তাকে ওই চুলের গোছা খেতে বাধ্য করে। মার খেয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে চুল খেয়ে নেওয়াটাই সে সমীচীন মনে করেছিল।

খবরের কাগজ পড়া ছাড়া মারামারি করা এবং সাধারণ আলাপ

আলোচনা ছাড়াও আরও একটা আমোদ তাদের ছিল—তাস খেলা। মাত্তিয়ানফকে তারা এ খেলায় নিত না। কারণ খেলতে গিয়ে সে সততা বজায় রাখতে পারত না। বহুবার ঠকিয়ে সে প্রকাশ্যেই একবার স্বীকারোক্তি করেছিল :

'না-ঠকিয়ে যে আমি খেলতে পারিনে ··· এ আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'স্বভাব তোমায় পেয়ে বসেছে', ডীকন তার কথায় সায় দিল। 'প্রতিদিন রবিবার প্রার্থনার পরই আমি আমার স্ত্রীকে ধরে প্রহার করতাম এবং তার মৃত্যুর পর রবিবারগুলি যে আমার কেমন নীরস লাগত তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। প্রথম রবিবার মনে হ'ল—ভয়ঙ্কর, দ্বিতীয় রবিবারেও নিজেকে কোন রকমে সামলে রাখলাম, কিন্তু তৃতীয় রবিবারে আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে আমার চাকরাণীকে ধরে ঠ্যাঙালাম। রেগে সে আমার নামে নালিশ করবে ব'লে শাসাল। ভাব দেখি একবার, যদি সত্যিই সে নালিশ ক'রে বসত! চতুর্থ রবিবারে তাকে আবার ঠ্যাঙালাম—যেন সে আমার নিজের স্ত্রী! তারপর দশ রুব্‌ল্ ফেলে দিলাম এবং যতদিন না ফের বিয়ে করলাম ততদিন এমনই ক'রেই তাকে মেরেছি।'

'মিথ্যে কথা বলছ ডীকন! কেমন ক'রে দ্বিতীয়বার তুমি বিয়ে করতে পার?' এবাইয়েডক্ বাধা দিয়ে বলল।

'এমনই ··· সে আমার ঘর-'সংসার দেখাশোনা করত।'

'ছেলেপিলে কিছু হয়েছিল?' মাস্টার শুধাল।

'পাঁচ-পাঁচটা। বড়টা মরল জলে ডুবে ··· ভারী মজার ছেলে ছিল সে! দুটো মরল ডিপথিরিয়ায় ··· মেয়েটা একটা ছাত্রকে বিয়ে ক'রে তার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় চলে গেছে। আর একজন সেণ্টপিটার্সবার্গে

বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানে মারা যায়—তারা বলে যক্ষ্মারোগ। হাঁ, তারা ছিল পাঁচজন। পাদ্রীরা খুব ছেলে জন্ম দিতে পারে, জান? সে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে স্থরু করে এবং তার কাহিনী শুনে হাসতে হাসতে শ্রোতাদের পেটে খিল ধ'রে যায়। হাসি যখন থামে, আলেক্‌সী ম্যাক্‌সিমোভিচ্ সিমুট্‌সফ-এর মনে পড়ে যায় যে, তারও একদিন ছিল একটি মেয়ে!

'তার নাম ছিল লিড্‌কা ··· সে ছিল খুব মোটাসোটা ···।' এর বেশী হয় ত আর তার মনে পড়ে না। কেন না, সকলের দিকে নীরবে তাকিয়ে সে হাসে ··· যেন অপরাধীর হাসি। অতীত জীবন সম্বন্ধে ওরা পরস্পরের সঙ্গে কদাচিৎ আলোচনা করে এবং মনেও পড়ে না তা, যদিও বা পড়ে, তাও আবছা। কখনও অতীতের উল্লেখ করতে হ'লে তাদের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের স্থর ধ্বনিত হয়। অতীতের স্মৃতি বর্তমানের সকল উৎসাহ উদ্যম হরণ করে—সকল আশা চূরমার ক'রে দেয়। সকলের মত ওদেরও বোধ হয় তেমনই অবস্থাই ঘটে।

* * *

বর্ষায় শীতে বা শরত-শেষে কর্মহীন দিনে 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারা ভাভিলফের হোটেলখানায় এসে মিলিত হয়। সেখানে সকলেই তাদের বেশ ভাল ক'রে জানে। কেউ তাদের ভয় করে চোর-বদমায়েস ব'লে, কেউ-বা পাঁড় মাতাল ব'লে ঘৃণা করে, অথচ তাদের চালাক ভেবে আবার ওরা শ্রদ্ধাও করে।

ভাভিলাফের হোটেলখানাটা রাজপথের ক্লাবঘর এবং 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারাই এই ক্লাবের সবচেয়ে শিক্ষিত চিন্তাশীল সভ্য।

একদিন যারা মানুষ ছিল

শনিবার সন্ধ্যায় অথবা রবিবার সকালে হোটেল যখন লোকজনে ভর্তি থাকে তখন এরাই—'একদিন যারা মানুষ ছিল'—তারাই হয় সব চেয়ে আদরনীয় অতিথি। সেই দারিদ্র্যজীর্ণ বিস্মৃতপ্রায় পথচারীদের জীবনে যেন তারা আনে নিজেদের সেই শক্তি যা নতুন আলো জ্বালে তাদের প্রাণে। তারাও অমনি শহর থেকে বিতাড়িত, কুবালদার আশ্রিতদের মতই মাতাল, জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত ও জর্জরিত। তাদের সকল বিষয়ে কথা বলবার যোগ্যতা, মতামতের স্বাধীনতা ও বাকচাতুর্য সকলকে মুগ্ধ করে। সমগ্র রাজপথ যাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত তাদের সামনে সাহস দেখাবার ক্ষমতা এবং সবার উপর তাদের নির্ভীক আকৃতি সঙ্গীদের আনন্দ না দিয়ে পারে না। আইনেও আবার তাদের পাণ্ডিত্য আছে। উপদেশ দেওয়া, দরখাস্ত লিখে দেওয়া এবং শাস্তি এড়িয়ে জুয়াচুরিতে সাহায্যও তারা করতে পারে। এই সব কারণে তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পায় ভদকি, তাদের বুদ্ধির জন্যে পায় তারিফ, যেটাকে খোশামুদির প্রশংসাবাদ বলা যেতে পারে।

রাজপথের অধিবাসীরা সহানুভূতির দিক থেকে দু দলে বিভক্ত। একদল কুবালদার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাকে ওরা মনে করে চালাক, সাহসী এবং ভাল যোদ্ধা; অপর দল কুবালদার চাইতে মাস্টারকে মনে করে বড়। কুবালদার গুণগ্রাহীরা মাতাল, চোর ও খুনে বলে পরিচিত। তাদের জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে জেলখানার পথ অপরিহার্য। কিন্তু মাস্টারকে যারা শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তাদের জীবনে এখনও কিছু সম্ভাবনা আছে; এখনও ভাল বস্তুর আশা-আকাঙ্ক্ষা তারা করে। যদিও তারা শাশ্বত কালের কর্মহীন অলস এবং প্রায় সদাই বুভুক্ষু।

রাজপথের সঙ্গে মাস্টার ও কুবালদার সম্বন্ধ যে কেমন তা এই কাহিনীটি থেকেই বোঝা যাবে।—

একদিন যারা মানুষ ছিল

একদিন হোটেলখানায় বড়রাস্তা সম্পর্কে কর্পোরেশন যে সিদ্ধান্ত করেছে সে সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করছিল। প্রস্তাবটি ছিল এই যে, বড় রাস্তার যত সব গর্ত বা খানা, সেগুলি স্থানীয় লোকদেরই ভরিয়ে দিতে হবে ভাঙাবাড়ীর বাতিল ইট-সুরকি দিয়ে, গৃহপালিত পশুর মৃতদেহ বা কোন সার মাটী দিয়ে নয়।

মোকী অনিসিমফ্ অভিযোগের সঙ্গে বলে, 'এখন ভাঙা বাড়ীর ইট-সুরকি কোথায় পাই বল দেখি? একটা মুর্গির ঘর করবার মত ইট এক সঙ্গে জোগাড় করবারই ক্ষমতা নেই!' সে কালাচে ফেরী করে; তার স্ত্রী এই শাদা রুটি তৈরী ক'রে দেয়।

'ভাঙা ইট ও চূণ-সুরকির রাবিশ কোথায় পাবে, এই ত বলতে চাও? কেন, কর্পোরেশনের বাড়ী থেকে ইট-চূণ-বালি খসিয়ে বস্তাবন্দী ক'রে নিয়ে এসো গে। সেগুলি এত পুরানো যে, আর কোন কাজেই লাগবে না। এতে ক'রে দুটো সৎকাজ করা হবে,—প্রথমত, সদর রাস্তা মেরামত হবে, দ্বিতীয়ত, কর্পোরেশনের নতুন বাড়ী শহরের শোভাবর্দ্ধন করবে।'

'ঘোড়া যদি তোমার প্রয়োজন হয় ত লর্ড মেয়রের কাছ থেকে চেয়ে নিও। এবং সেই সঙ্গে তার মেয়ে তিনটেকেও নিও; গাড়ীতে জুতে দেবার পক্ষে খুব উপযোগী তারা। তারপর জুদাস পেটুনিকফের বাড়ীটা ভেঙে ফেল। কড়ি-বরগাগুলি দিয়ে রাস্তার ফুটপাথ তৈরি কর। ভাল কথা, মোকী, এই কথা বলতে আমার মনে পড়ল, তোমার বউ কি দিয়ে আজ রুটি সেঁকেছে আমি জানি,—জুদাসের বাড়ীর একটা জানালার পাল্লা ও চালার দুটো খুঁটি দিয়ে।'

ক্যাপ্টেনের মন্তব্যে উপস্থিত সকলেই হাসি-মস্করা করল। পাভলউগাস একজন মালী, বাজারে সে ফুল বিক্রি করে, বেশ শান্ত লোক; সে শুধাল:

'কিন্তু ঠাট্টা নয়, সত্যি ক'রে বলুন হুজুর, আমরা এখন কি করব? আপনার কি মত?'

'আমি? আমি হাত-পা কিছু নাড়ব না। তারা যদি রাস্তা মেরামত করতে চায় ত নিজেরা করুক।'

'কতকগুলি বাড়ী যে প্রায় ভেঙে পড়ছে! ...'

'পড়ুক, বাধা দিও না; যখন পড়ে যাবে তখন শহর থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠিও। যদি সাহায্য না করে ত তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ক'রে দিও! জল কোথা থেকে আসে? শহর থেকে! কাজেই বাড়ী ভাঙার জন্যে শহরই হবে দায়ী।'

'তারা বলবে, ওটা বৃষ্টির জল।'

'এহ্! তাতে শহরের ঘরবাড়ী ভাঙে? তারা তোমাদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করবে অথচ কোন কথা বলতে দিবে না! তারাই ভাঙবে তোমাদের ঘরবাড়ী, আবার তোমাদেরই তা মেরামত করতে বাধ্য করবে!' পথে যে সব চরমপন্থী বাস করে তাদের অর্দ্ধেকেরও বেশী কুবালদার কথায় জোর পেয়ে স্থির ক'রে ফেলল যে, বৃষ্টির জল-স্রোতে তাদের ঘরবাড়ী যতক্ষণ না ভাসিয়ে নিয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। এদের চেয়ে যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান, তারা মাস্টারকেই আদত লোক ব'লে ঠাওড়ায়, সে তাদের হয়ে কর্পোরেশনের কাছে চমৎকার যুক্তিপূর্ণ একখানি দরখাস্ত লিখে দেয়। তাতে পথবাসীদের পক্ষে প্রস্তাব অমান্যের খবর এত বিশদভাবে ব্যক্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশনকে তা গ্রাহ্য করতেই হয়। স্থির হয়, কয়েকটা ব্যারাক মেরামতের পর যে আবর্জনা থাকবে তাই দিয়ে গর্ত ইত্যাদি ভরানো হবে এবং সে সব আবর্জনা আনার জন্যে দমকলবাহিনী পাঁচটি ঘোড়ার বরাদ্দ করে। অধিকন্তু রাস্তায় একটা নালার আবশ্যকতাও তারা

উপলব্ধি করে। এতে এবং আরও বহু কাজের মধ্য দিয়েই মাস্টারের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সে তাদের হয়ে দরখাস্ত লিখে দেয় এবং খবরের কাগজে নানা রকম মন্তব্যও প্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একবার ভাভিলফের খদ্দেররা টের পেল যে, মাছ ও অন্যান্য খাদ্য ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হচ্ছে না। দিন কয়েক পরে দেখা গেল, ভাভিলফ খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

'স্বীকার করছি, পচা মাছ ও খারাপ কফি আনিয়েছিলাম এবং ··· আর বুড়োও ত হয়ে পড়েছি। অবশ্য এতে লাভও বেশ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল কি দাঁড়ায়? লাভ এতে হয় না। আমি লোভ করেছিলাম সত্য কিন্তু আমার চাইতে চালাক লোক আমার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। এবার আর আমার রক্ষা নেই। ···'

এই স্বীকারোক্তির ফল ভালই হয়। শ্রোতারা এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে, এর পরও যখন ভাভিলফ্ পচা মাছ আর কফি চালিয়ে দেয়, তারা খেয়ালও করে না।

এটা খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ ঘটনাটি শুধু মাস্টারের জনপ্রিয়তাই বৃদ্ধি করে নি, পরন্তু খবরের কাগজের মতামতের প্রভাবটাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

প্রায়ই দেখা গেছে, মাস্টার খাওয়ার ঘরে ওদের কাছে ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করে। 'আমি দেখেছি', চিত্রকর য়্যাশ্কা টিয়ারিনকে সে বলে, 'ইয়াকোভ, আমি দেখেছি, তুমি তোমার বউকে ধ'রে প্রহার কর। ···'

য়্যাশ্কা তখন দু গ্লাস ভদকি পান করে বেশ একটু রঙের উপরই ছিল। সকলের নজর গিয়ে পড়ল তার উপর—তাদের আশঙ্কা হ'ল, হয় ত

সে একটা গোলমাল বাধিয়ে বসবে। কিন্তু কারুর মুখে কোন কথা নেই।

'দেখেছ আমাকে? কেমন লাগল তোমার? খুব মজা, না?' য়্যাশকা শুধায়।

সকলেই উদ্যত হাসি সংযত করে।

'না, আমার ভাল লাগেনি,' মাস্টার জবাবে বলে। তার স্বরে এমন একটা গাম্ভীর্য যে, সকলেই তারা চুপ ক'রে রইল।

'জান, আমি মোটে হাত মক্স করছিলাম,' য়্যাশ্‌কা বাহাদুরীর সুরে জবাব দেয়। অবশ্য তার মনে এ ভয় যথেষ্টই ছিল যে, হয় ত মাস্টার তাকে ভৎর্সনা করবে। 'বউটা কিন্তু খুব খুশীই হয়েছে।... সে আজ এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি।'

অন্যমনস্ক মাস্টার আঙুল দিয়ে টেবিলের উপর দাগ কাটছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'জান ইয়াকোভ, কেন এতে আমি খুশী হতে পারি নি? ... এস, ভাল ক'রে বিষয়টা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি। বুঝে দেখ, সত্যি কি করছিলে তুমি এবং তার পরিণামে কি হ'তে পারত। তোমার স্ত্রী গর্ভবতী। তুমি তাকে মেরেছ বুকে, পাঁজরে। মানে, তোমার সে আঘাত শুধু তাকেই লাগেনি, গর্ভস্থ শিশুর গায়েও লেগেছে। শিশু তার ফলে মরেও যেতে পারত। তোমার স্ত্রীও সাংঘাতিক আঘাত পেত, এমন কি, মরেও যেতে পারত, মরে না গেলেও সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারত। রুগ্ন স্ত্রীকে দেখাশোনা করার ঝঞ্ঝাট খুব আরামজনক নয়। হয়রানিও যেমন, তেমনই টাকাপয়সাও ব্যয় হয়। কেন না, অসুখ করলেই ওষুধ চাই, আর ওষুধ মানেই টাকা। ছেলেটা মারা না গেলেও তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং জন্ম থেকেই খোঁড়া বা কুঁজো হয়ে জন্মাত। ফলে, সে কোন কাজকর্মই করতে পারবে না, অথচ তোমার কাছে এটা নিশ্চয়ই

কামনার বস্তু যে, তোমার ছেলে হবে একজন ভাল কর্মী। সে অসুস্থ হয়েই যদি জন্মায় তা হ'লে সেটাও খুব সুবিধার হবে না, কেন না, তার অসুস্থতার জন্যে তার মা কাজে বার হতে পারবে না। শুধু তাই নয়, তার জন্যে ওষুধও আবশ্যক হবে। কাজেই বুঝে দেখ, তুমি তোমার নিজের কত ক্ষতি করছিল! কঠোর মেহনত ক'রেই যাদের বাঁচতে হবে, তাদের চাই সুস্থ সবল দেহ, সুস্থ সবল কর্মঠ সন্তান। ... বল, ঠিক কি না?'

শ্রোতারা একবাক্যে বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক!'

'কিন্তু এমনটি আর কখনও হবে না,' য়্যাশকা বলে। ভবিষ্যতের যে ছবি মাস্টার তার সম্মুখে ধ'রে দিলে তারই ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ল। 'তার স্বাস্থ্য ভাল, কাজেই আমার প্রহার শিশু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে না। ... সে শয়তানী বেশ মোটাসোটা!' সে ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল, 'তাকে আমি ... না না, সে আমায় খেয়ে ফেলবে, যেমন ক'রে লোহায় মরচে ধ'রে তাকে ক্ষয় করে ফেলে।

'বুঝি ইয়াকোভ, সব বুঝি। স্ত্রীকে না মেরে তুমি পার না।' মাস্টারের বিষণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত স্বর শোনা যায়। 'মারধর করার তোমার অনেক কারণই হয় ত আছে ... স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্রের জন্যেই এমন বেপরোয়া হয়ে তাকে নির্যাতন করতে তুমি বাধ্য হও। ... কিন্তু তোমার অন্ধকার এবং দুঃখপূর্ণ জীবন ... '

'ঠিক বলেছ!' ইয়াকোভ চেঁচিয়ে উঠল। 'আমরা অন্ধকারেই আছি, চিমনির ঝাড়ুদাররা যেমন চিমনির মধ্যে থাকে।'

'তুমি তোমার জীবনের উপর ক্ষুব্ধ, কিন্তু তোমার স্ত্রীর ধৈর্য আছে। তোমার সব চেয়ে নিকটতম আত্মীয় তোমার স্ত্রী, কিন্তু তুমি তাকে দুঃখ দাও শুধু তার চেয়ে তোমার গায়ে বেশী জোর আছে ব'লে। সে সর্বদাই

তোমার কাছে আছে। এবং ত্যাগ করতেও পারে না। তুমি যে কেমন অদ্ভুত লোক বুঝতে পারছ না?'

'হাঁ তাই।... চুলোয় যাক! কিন্তু আমিই বা করব কি? আমি কি মানুষ নই?'

'নিশ্চয়ই! তুমি একজন মানুষ। আমি শুধু এই কথাটা তোমায় বলতে চাই যে, তাকে তোমার প্রহার ছাড়া যদি অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে সাবধানে প্রহার করো। এবং এ কথা সর্বদাই মনে রেখো যে, তার বা তার গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়, বিশেষ ত তাদের পেটে, পাঁজরায় বা বুকে। মারতে পার, তবে ধর, এই ঘাড়ের উপর ... বা একগাছি দড়ি দিয়ে নরম কোন জায়গায় দু-এক ঘা লাগিয়ে দিলে।'

বক্তা কথা শেষ ক'রে করুণ দৃষ্টিতে একবার শ্রোতাদের দিকে চাইল, দেখে মনে হয়, যেন অজ্ঞাত কোন একটা অপরাধ ক'রে ফেলে সে ক্ষমা চায়।

লোকে সেটা বোঝে। তারা বোঝে যে, একদিন যে মানুষ ছিল তার নৈতিক চরিত্র কি! আর ওই হোটেলখানার আদর্শ এবং দুর্ভাগ্যই বা কি!

'বুঝলে ভাই, য়্যাশকা? দেখ এটা কত সত্যি!'

ইয়াকোভ বুঝেছিল যে, অসাবধানভাবে মারধর করলে তার স্ত্রীর ক্ষতি হতে পারে। তাই সে চুপ ক'রে বসে থাকে। তার সঙ্গীদের ঠাট্টার উত্তরে য়্যাশকা একটু হাসে।

রুটিওয়ালা মোকী এনিসিমফ্ আবার দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করে, 'হাঁ, তা ছাড়া, স্ত্রী হচ্ছে কি? ... স্ত্রী হ'ল বন্ধু ... যদি আমরা জিনিষটাকে সেইভাবে দেখি। সে হ'ল একটা শিকলের মত, সারাজীবন

তোমার সঙ্গে বাঁধা ··· তোমরা হ'লে পরস্পরের ঠিক যেন ক্রীতদাস। তুমি যদি তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে মনে কর, তা পারবে না; দেখবে, পিছনে সে শিকলে টান পড়বে।'

'থাম,' ইয়াকোভলেফ্ বলে; 'কিন্তু তুমিও ত তোমার স্ত্রীকে ধরে প্রহার কর।'

'আমি কি বলেছি যে মারি নে? মারি তাকে। ··· তার চাইতে হাতের সুখ আর কিছুতেই হয় না। ··· ধৈর্য যখন শেষ হয়ে যায়, তুমি কি বলতে চাও যে, আমি দেয়ালে ঘুসি মারব?

'আমারও ঠিক তেমনটি মনে হয় ···' ইয়াকোভ বলে।

'ভাই, আমাদের জীবন কি ভয়ঙ্কর; কি নিদারুণ কষ্ট! প্রকৃত শান্তি আমাদের জন্যে কোথাও নেই!'

'তুমিও ত তোমার বৌকে ভুল ক'রে মারধর কর,' কে একজন রসিকতা করে টিপ্পনী কাটে।

অনেক রাত পর্যন্ত এভাবে তাদের কথাবার্তা চলে। সাধারণত নেশা চড়ে গিয়ে তর্কের ঝোঁকে একটা ঝগড়া ঝাটি না হওয়া পর্যন্ত সে আলোচনা বন্ধ হয় না।

বৃষ্টির ঝাপটা এসে জানালার গায়ে আছড়ে পড়ে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। হোটেলখানায় তামাকের ধোঁয়ায় গুমট বাঁধা, তবু বেশ একটু গরম, কিন্তু রাজপথ ভিজা ও ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে হোটেলখানার বন্ধ জানলার উপর বাতাসের আক্রোশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে—যেন ওদের বাইরে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করে, পৃথিবীর বুকে ধূলোর মত ওদের ছড়িয়ে দেবে ব'লে। বাতাসের সেই গর্জনে কখনও শোনা যায় হতাসার গুমরে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস, আবার মিলিয়ে যায় নির্মম শীতল হাস্যের অন্তরালে। এই ছন্দের দ্যোতনা ওদের মনে জাগিয়ে দেয় শীতের নিরানন্দ আগমন-বার্তা।

ওদের চোখে ভেসে ওঠে শীতের ক্ষুদ্র সূর্যহীন দিন আর দীর্ঘ রজনী—তারা উপলব্ধি করে, শীতের আনুষঙ্গিক পোষাক ও উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। খালি পেটে শীতের দীর্ঘ রাত্রি শুয়ে থেকে কাটানো যে কি কষ্ট তা বলে শেষ করা যায় না। সেই শীত আগত। হ্যা, আসছে ··· বাঁচবার কি উপায় ?'

বড় রাস্তার অধিবাসীদের মধ্যে ভবিষ্যতের এই বিভীষিকায় তাদের গলা শুকিয়ে যায়, এবং 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে, কপাল কুঞ্চিত হয়, স্বর হয়ে ওঠে গাঢ়। সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশায়ও এসে পড়ে দারুণ ঔদাসীন্য। এদের বর্বরতা নৃশংস নির্দয়তার রূপে দেখা দেয়। যে দুর্দমনীয় শত্রু এইসব সমাজ-বিতাড়িত হতভাগ্যদের জীবন নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত করেছে তারই আগমনের আভাস পেয়ে তাদের নির্মম বর্বরতা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু শত্রুকে করায়ত্ত করা যায় না, কারণ সে অদৃশ্য।

তখন সুরু হয় পরস্পরকে ধ'রে নির্মম মারধর। সর্বস্ব ভাভিলফের কাছে বন্ধক দিয়ে যা পাওয়া যায় তা মদে নিঃশেষ ক'রে বসে। শরৎকাল কেটে যায় উলঙ্গ শয়তানীতে। এর ফলে তারা জর্জরিত হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না এই জঘন্য জীবনের পাঁক থেকে, শীতের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতম আগমনের ভয়ে তারা পাগল হয়ে ওঠে।

সেই অবস্থায় কুবালদা আসে তার দার্শনিকতা নিয়ে তাদের সাহায্য করতে :

'মাথা গরম করো না ভাই। সব কিছুরই শেষ আছে। এটাই হচ্ছে জীবনের বৈশিষ্ট্য। শীত যাবে, গ্রীষ্ম আসবে ... চমৎকার সময়, পায়রাগুলি পর্যন্ত আনন্দে নেচে উঠবে।' কিন্তু তার বক্তৃতায় কোন ফলই হয় না—এক গ্লাস সুনির্মল পরিষ্কার জলও ক্ষুধার্ত মানবকে তৃপ্ত করতে পারে না।

একদিন যারা মানুষ ছিল

জীবন তারা সও গান গেয়ে গল্প বলে সকলকে চাঙ্গা রাখতে চেষ্টা করে। তার চেষ্টা প্রায়ই সাফল্য লাভ করে। অনেক সময় হোটেল-খানায় বিপুল হুল্লোড়ে তার চেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। হাসি, নাচ, গান, — ঘণ্টাকয়েক সকলেই আত্মহারা। তারপর আবার নেমে আসে সকলের মনের উপর হতাশার ছায়া। কালো প্রদীপ ও তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে হোটেলখানার টেবিল ঘিরে সব বসে; বিষণ্ণ বিপর্যস্ত, কথাবার্তায় একটা আলস্য, উন্মাদ বায়ুর গর্জন শোনে আর ভাবে কেমন করে প্রচুর ভদকি পাবে তাদের অনুভূতির কণ্ঠরোধ করবার জন্যে।

তাদের মুষ্টি উদ্যত হয়ে আছে প্রত্যেক মানুষের উপর আর সমস্ত মানুষ যেন ওদেরই উপর খড়্গহস্ত হয়ে আছে।

দুই

জগতে সব কিছুই আপেক্ষিক এবং মানুষের অবস্থা কখনও এত খারাপ হতে পারে না, যার চেয়ে আরও খারাপ হওয়া যায় না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি এক দিন আরিস্তিদ কুবালদা অভ্যাসমত নৈশাবাসের ফটকের ধারে তার বেঞ্চের উপর যথারীতি বসে ছিল; দৃষ্টি তার ভাভিলফের হোটেলখানার পাশে ব্যবসাদার পেটুনিকফের নবনির্মিত পাথরের বাড়ীটার দিকে। গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। বাড়ীটার কতক অংশ গাছ-পালায় ঘেরা। এখানে মোমবাতির একটা কারখানা আছে।

রক্তের মত লাল ওই বাড়ীটা যেন নিষ্ঠুর ক্ষুধিত যন্ত্রদানব। সেখানে যদিও এখন কাজ হচ্ছে না, তবুও মুখব্যাদান ক'রে রয়েছে, যেন সব কিছু সে গ্রাস করতে চায়। ভাভিলফের হোটেলখানার শত-তালি দেওয়া বিবর্ণ কাঠের ছাদটা ঝুঁকে পড়েছে কারখানার একটা দেয়ালের উপর। মনে হয়, যেন দেয়ালের গায়ে সংলগ্ন একটা বিরাট পরগাছা। ক্যাপ্টেন ভাবে, শীগ্‌গির ত ওরা পুরানো বাড়ীর বদলে নতুন বাড়ী তৈরি করবে। 'তারা নৈশাবাসও ভেঙে ফেলবে', সে মনে মনে চিন্তা করে। 'আর একটা বাড়ী খুঁজে বার করা দরকার হয়ে পড়বে, কিন্তু এত সস্তায় কোথায়ই বা পাওয়া যাবে। কে এক ব্যবসায়ী এসে মোম ও সাবান তৈরি করতে চাইল

ব'লেই বাড়ী ছেড়ে যাওয়া, সত্যি খুব দুঃখের কথা; তবুও ছেড়ে যেতেই হবেঃ যে বাড়ীর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, এত পরিচয়!' প্রতিহিংসা জেগে ওঠে ওর মনে—ওঃ, যদি ওই দুশ্‌মনের জীবনটা সে বিষিয়ে তুলতে পারত, অন্তত সাময়িক ভাবেও, তা হ'লে কি আত্মপ্রসাদই না লাভ করত!

কাল আইভান আন্দ্রেয়েভিচ্ পেটুনিকফ নৈশাবাসের প্রাঙ্গণে তার ছেলে আর একজন রাজমিস্ত্রিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। উঠানটা তারা মাপজোক ক'রে এখানে সেখানে কাঠের ডাণ্ডা পুঁতেছিল; তারা চলে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেনের আদেশে মেতিভের সেগুলি সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনের চোখে এই ব্যবসায়ীটি অতি তুচ্ছ এবং ক্ষীণজীবী। তার পরনে ফ্রক-কোটের মত লম্বা পোষাক, মাথায় ভেল্‌ভেটের টুপি, পায়ে পরিষ্কার বুরুশ-করা উঁচু বুটজুতা। সরু মুখের উপর গালের হাড় সুস্পষ্ট, সুচালো-করে ছাঁটা আধ-পাকা দাড়ি। চওড়া কপালে বলি-রেখাঙ্কিত, তার নীচেই জল্ জল্ করে দুটি পিঙ্গলবর্ণের ছোট চোখ, যেন সর্বদাই কি লক্ষ্য করছে, নাকটা ধারালো, ছোট মুখখানায় পাতলা দুখানি ঠোঁট ··· মোটের উপর, চেহারাটা দেখে মনে হয়, লোকটা ধার্মিক, অতি লোভী ও সম্মানযোগ্য শয়তানিতে ভরা।

'ব্যাটা পাজী খচ্চর কোথাকার!' পেটুনিকফের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে হতেই রুদ্ধশ্বাসে ক্যাপ্টেন গালি দিয়ে উঠল। শহরের একজন কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীখানা কিনবার জন্যে ব্যবসাদার এসে হাজির এবং ক্যাপ্টেনকে দেখে তার সঙ্গী প্রশ্ন করলঃ

'এই তোমার ভাড়াটে?'

তারপর প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। সেই থেকে নৈশাবাসের বাসিন্দাদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে—ব্যবসাদারটাকে কে কত বেশী গালাগালি করতে পারে। এবং কাল রাতে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে

পেট্রনিকফের এক প্রস্তু হয়ে গেছে—তার নিজের ভাষায় 'গরম বুলির লড়াই'। রাজমিস্ত্রিকে বিদায় দিয়ে ব্যবসাদার ক্যাপ্টেনের কাছে এগিয়ে গেল।

'কি মতলব পাকাচ্ছ ?' টুপিতে হাত দিয়ে সে প্রশ্ন করল। টুপিতে হাত দেওয়ার অর্থ—সেটাকে ঠিক ক'রে বসাবার জন্যেও হতে পারে, আবার সেলাম করাও হতে পারে।

'কি ষড়যন্ত্র তুমি করছ ?' ক্যাপ্টেন ঠিক সেই স্বরে প্রশ্ন করল। চিবুকটা একটু নাড়তেই দাড়িতে লাগল মৃদু কাঁপন। বেয়াড়ালোক না হ'লে একে সেলামের অভিব্যক্তি ব'লেই গ্রহণ করত। আর না হ'লে একে শুধু পাইপটাকে মুখের এক কোণ থেকে অন্য কোণে বদলি করার চেষ্টা মাত্র ব'লে মনে করা যায়। 'দেখো, আমার প্রচুর টাকা আছে, কাজেই বসে বসে আমি মতলব পাকাতে পারি। টাকা-পয়সা চমৎকার জিনিষ, আর আমার তা আছেও', ক্যাপ্টেনের ধূর্ত দৃষ্টিতে পেট্রনিকফ উত্যক্ত হয়ে ওঠে। 'এর মানে, তুমি কর টাকার দাসত্ব, টাকা তোমার দাসত্ব করে না,' কুবালদা বলে চলে। এবং সেই সঙ্গে ব্যবসাদারটার পেটটা ফুটো করে দেওয়ার আগ্রহও তার মনে জেগে ওঠে।

'জিনিষটা কি একই দাঁড়াল না - টাকা-পয়সা জীবনকে করে সচ্ছন্দ, কিন্তু টাকা নেই', ··· কৃত্রিম কষ্টের অভিব্যক্তি ক'রে ব্যবসাদার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল। অপর ব্যক্তির উপরের ঠোঁটটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল, তার ফলে, নেকড়ে বাঘের মত বড় বড় দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল

'মগজ আর বিবেক থাকলে, ওটা না থাকলেও বাঁচা সম্ভব। মানুষ তখনই টাকা-পয়সা করতে পারে, যখন সে বিবেকের নির্দেশ শোনা বন্ধ করে ··· বিবেক যত কম, টাকা পয়সা তত বেশী !'

'ঠিক ভাই ; কিন্তু এমন লোকও ত দেখা যায় যার না-আছে টাকা পয়সা, না-আছে বিবেক।'

'তুমি এখন যেমনটি আছ, যৌবনেও কি তেমনটিই ছিলে?' সহজভাবে কুবালদা প্রশ্ন করল। অপর ব্যক্তিটির নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হল। আইভান আন্দ্রেয়েভিচ্ নিঃশ্বাস ফেলে চোখে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে:

'উঃ, ছোটবেলায় আমায় কি কষ্টই না করতে হয়েছে ··· কাজ! উঃ, কি খাটুনিই না খেটেছি!'

'এবং ঠক্‌বাজিও করেছ হয় ত!'

'তোমার মত লোক? অভিজাত? হাঁ, বড় বড় অভিজাত এসে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত!'

'তুমি হয় ত কেবল চুরিই করতে যেতে—খুনখারাপী বোধ হয় নয়?' ক্যাপ্টেন শুধাল। পেটুনিকফ ফেকাসে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে দিল।

'তুমি ত বড় খারাপ লোক হে। নিজে দিব্যি বসে আছ, আর তোমার অভ্যাগত দাঁড়িয়ে।'

'বসুক না সেও।' কুবালদা জবাবে বলে।

'কিন্তু বসব কিসে?'

'কেন মাটিতে ··· জায়গাটা জঞ্জালমুক্ত হবে ···'

'তুমিই তার প্রমাণ', চোখ দিয়ে এক ঝলক বিষ বর্ষণ ক'রে শান্তকণ্ঠে পেটুনিকফ বলে।

তারপর সে চলে যায়। যাওয়ার সময় কুবালদার মনে এই তৃপ্তিকর ছাপটি রেখে যায় যে, সে তাকে ভয় করে। ভয় যদি না-ই করত তা হ'লে অনেক আগেই সে নৈশাবাস থেকে কুবালদাকে উৎখাত করত। তা ছাড়া, মাস মাস পাঁচ রুব্‌ল্ ক'রে ভাড়া পায়, তাই তাকে তুলে দিতে বার কয়েক ভাবতেও হবে। পেটুনিকফ যখন ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, খুশী মনে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি তার পশ্চাদনুসরণ করে। সে

দেখে ব্যবসাদার কারখানা ছাড়িয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সে কামনা করে: যদি আছাড় খেয়ে তার হাড় ক'খানা ভেঙে যায়। বসে বসে সে হাজার রকমের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করতে করতে দেখে পেট্রনিকফ পাহাড় বেয়ে বনের দিকে নেমে যাচ্ছে—যেন মাকড়শা এগিয়ে চলেছে তার জালের দিকে। কাল রাতে সে ভেবেছিল পর্যন্ত যে, ও নিজে এবং পেট্রনিকফ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই বনটা হাঁ করেছে। ··· শেষ পর্যন্ত সে টের পেল যে, ওটা নিছক স্বপ্নই।

আজও অন্যান্য দিনের মতই সেই লাল বাড়ীটা কুবালদার চোখের সমুখেই দাঁড়িয়ে আছে, সৌন্দর্যহীন ও বিরাট এবং মাটীকে এত শক্ত ক'রে কামড়ে ধরেছে, যেন মাটীর সবটুকু জীবনরসই নিঃশেষে শুষে নেবে। বাড়ীটা যেন ফাটলধরা দেয়ালগুলো নিয়ে ক্যাপ্টেনের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে হাঁ ক'রে হাসছে। সূর্যদেব উদারভাবে জীর্ণ বস্তিগুলির উপর যেমন কিরণ ঢেলে দেন, এগুলির উপরও তেমনই দেন।

'জাহান্নামে যাক!' কারখানার দেয়ালগুলিকে চোখের দৃষ্টি দিয়ে ভেবেচিন্তে মেপে নিতে নিতে সে ব'লে ওঠে; 'যদি একবার ···' একটা কথা মনে হ'তেই উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে লাফিয়ে উঠল, আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ছুটে গেল ভাভিলফের হোটেলখানার দিকে।

ভাভিলফের সঙ্গে তার দেখা হোটেলখানার পানকক্ষে, হৃদ্যতার সঙ্গেই ভাভিলফ তার অভ্যর্থনা করল।

'আশা করি কর্তা ভালই আছেন!' লম্বায় সে মাঝারি রকম, মাথা জোড়া টাক, চুল কয়টি শাদা, ধব্‌ধবে এবং দাঁতের-বুরুশের মত খোঁচা খোঁচা গোঁফ। গায়ে পরিষ্কার আঙ্‌রাখা, বেশ পরিচ্ছন্ন। তার প্রত্যেকটি চালচলনের দ্বারা সে প্রকাশ করতে চায় যে, সে একজন প্রবীণ সৈনিক।

'এগোরুকা, তোমার বাড়ীর ইজারা আর নক্সাটা দেখাও ত!' ব্যগ্রতার সঙ্গে কুবালদা বলে।

'আগে না একবার তোমায় তা দেখিয়েছি।' ভাভিলফ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে নিবিড়ভাবে ক্যাপ্টেনের মুখের ভাষাটা পড়ে নিতে চায়।

'দেখাও বলছি!' টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে কুবালদা চীৎকার ক'রে ওঠে।

'কিন্তু কেন বল ত?' ভাভিলফ জিজ্ঞাসা করে। সে জানে উত্তেজিত কুবালদার সঙ্গে সমঝে চলাই উচিত।

'কোথাকার হ্যাঁদা! শীগ্‌গির নিয়ে এসো।'

ভাভিলফ কপালটা মুছে নিয়ে ক্লান্তদৃষ্টিতে ছাদের দিকে চায়।

'তোমার সে কাগজপত্রগুলি কোথায়?'

কড়িকাঠের কোথাও এর জবাব লেখা নেই, কাজেই ভূতপূর্ব বৃদ্ধ সৈনিককে মেঝের দিকেই দৃষ্টি নামাতে হ'ল এবং চিন্তিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে টক্ টক্ শব্দ করতে লাগল।

'মুখ বেঁকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই।' ক্যাপ্টেন গর্জে ওঠে। ওর প্রতি তার তেমন কিছু অনুরাগও ছিল না। সে মনে করে, একদিন যে ছিল একজন সৈনিক, তার হোটেলখানা না ক'রে চোর হওয়াই বরং ভাল ছিল।

'ও, হ্যাঁ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দখল নেওয়ার সময় সেগুলো হাইকোর্টে ছিল কি-না, আর আনা হয়নি।'

'যাও এগোরকা, ছুটে যাও। বাড়ীর দলিল, নক্সা ইত্যাদি যাবতীয় কাগজ-পত্র যা-কিছু আছে সবই আমায় এখুনিই দেখাতে হবে, আর তাতে তোমারই ভাল হবে।'

ভাভিলফ কিছুই বুঝতে পারে না; কিন্তু ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বরে এমন

একটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য ধ্বনিত হয় যে, সৈনিকের চোখে ঔৎসুক্যের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং পানকক্ষের পিছনের দরজা দিয়ে সে ভিতরে চলে যায়; ব'লে যায়, কাগজগুলো দেরাজে আছে কি-না দেখবে। মিনিট দুয়ের মধ্যেই সে কাগজপত্রগুলি নিয়ে ফিরে আসে, মুখে চোখে তার অনির্বচনীয় বিস্ময়।

'এই যে সে-গুলো,—লক্কর বাড়ীটার দলিলপত্র!'

'ওঃ! তুমি ··· হা-ঘরে' কোথাকার! আবার এককালে সৈনিক ছিলে ব'লে ভানও কর!' তার হাত থেকে দলিলের নীল কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে বাক্যবাণে ক্রমাগত জর্জরিত করতে থাকে। তার সামনেই সেগুলো ছড়িয়ে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সুর টেনে পড়তে থাকে। ভাভিলফের ঔৎসুক্য তাকে আরও উত্তেজিত করে। অবশেষে মনে মনে কি স্থির ক'রে সে উঠে পড়ে এবং দলিলপত্রগুলো টেবিলের উপর রেখে দরজার দিকে চলে যায়; ভাভিলফকে বলে:

'দাঁড়াও! ওগুলো তুলো না!'

ভাভিলফ সব গুছিয়ে ক্যাশবাক্সে তুলে রেখে চাবি বন্ধ করল। নিরাপত্তা সম্বন্ধে খাতিরজমা হওয়ার জন্যে তালাটা একবার টেনে দেখল। তারপর টাকগ্রস্ত শির কণ্ডুয়ন করতে করতে চিন্তিতমুখে হোটেলের ছাদে গিয়ে উঠল। সেখানে গিয়ে দেখে যে, ক্যাপ্টেন বাড়ীর সম্মুখের দিকটা মাপজোক করছে। ব্যগ্র হয়ে সে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

ক্যাপ্টেন তখন আঙুল কামড়াতে থাকে আর একই রেখা বার বার মাপে।

ভাভিলফের মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আনন্দে তার মুখে ফুটে ওঠে হাসি।

ক্যাপ্টেন যখন তার দিকে এগিয়ে এল, সে চীৎকার ক'রে বলে উঠল, 'আরিস্তিদ ফোমিচ, এ কি সম্ভব ?'

'আল্‌বৎ সম্ভব। শুধু সামনের দিকেই ত একটার চেয়ে কম। এবং প্রস্থের দিকে কত, তা এখুনি জানতে পারব।'

'প্রস্থ ··· তেয়াত্তর ফিট।'

'কি ? আন্দাজ করছ, চাঁছাছোলা কুৎসিত কোথাকার ?'

'নিশ্চয়, আরিস্তিদ ফোমিচ। চোখ থাকলে দু-একটা জিনিস চোখে পড়ে বই-কি !' উল্লাসে ভাভিলফ চীৎকার ক'রে ওঠে।

মিনিট কয়েক বাদেই তারা উভয়ে এসে ভাভিলফের বৈঠকখানায় পাশাপাশি বসে। এবং ক্যাপ্টেন প্রচুর বীয়ার পানে রত হয়।

'তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, কারখানাটার সবগুলো দেয়ালই তোমার জমির উপর', হোটেলওয়ালাকে সে বলে। 'এখন, মনে রেখো—কোন দয়া দাক্ষিণ্য দেখাবে না ! মাস্টার এখুনি এসে পড়বে এবং তাকে দিয়ে একটা দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়ে নেব। ক্ষতিপূরণের দাবীটা কম ক'রেই ধরা যাবে—নইলে কোর্ট ফি-তে বিস্তর বেরিয়ে যাবে। কিন্তু কারখানাটা ভেঙে দেওয়ার দাবীই আমরা করব। বুঝতে পারছ গর্দভ, এ হ'ল গিয়ে পরের জমিতে অনধিকার প্রবেশের ফল। তোমার কপাল খুলে গেল। তাকে আমরা বাড়ীটা ভেঙে ফেলতে বাধ্য করব, এবং এ কথাও তোমায় বলতে পারি যে, সেটা তার পক্ষে রীতিমত ব্যয়সাধ্য হবে ! তার খরচও বেশ হবে। যাও, ছুটে আদালতে যাও। জুদাসের উপর চাপ দাও। ভিৎসুদ্ধ কারখানাটা ভেঙে ফেলতে কত খরচ পড়বে সে হিসাবও আমরা ক'রে ফেলব। এ সবের একটা আনুমানিক হিসাব আমরাই খাড়া করব—কত সময় লাগবে তাও দেখতে হবে। দেখই না একবার, সাধু জুদাস মশায়ের হাজার দুই রুবল্ কেমন ক'রে খসিয়ে দিই !'

'সে কিছুতেই দেবে না।' ভাভিলফ চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, কিন্তু তার চোখ দুটো লোভে জল্ জল্ ক'রে ওঠে।

বাজে বকো না! তাকে দিতেই হবে ·· মগজ খাটাও! ··· না দিয়ে তার উপায় কি? কিন্তু শোন এগোরকা, সস্তায় ছেড়ো না, মনে যেন থাকে। ওরা তোমায় হাত করতে নিশ্চয় চেষ্টা করবে। সস্তায় নিজেকে ছেড়ে দিও না। হয় ত ভয়ও দেখাবে কিন্তু আমাদের উপর বিশ্বাস রেখো ···'

ক্যাপ্টেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আর মুখখানা হয়ে উঠল উত্তেজনায় লাল। ভাভিলফের লোভকে সে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতে লাগল। অবিলম্বে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিব্হাল ক'রে সে হৃষ্ট মনে চলে গেল।

* * *

সন্ধ্যাবেলায়ই ক্যাপ্টেনের আবিষ্কারের কথা সকলকে জানান হ'ল, এবং তারা সকলেই পেটুনিকফের ভবিষ্যৎ দুর্গতির বিষয় আলোচনা সুরু ক'রে দিল। যেদিন আদালতের পিয়াদা এসে সমনখানা তার হাতে তুলে দেবে সেদিন উত্তেজনা ও বিস্ময়ে তার অবস্থা যে কেমন হবে সেই ছবি উজ্জ্বল রঙে তারা আঁকতে লাগল। ক্যাপ্টেন অনুভব করল, সে যেন ঠিক নায়ক। সে নিজেও খুশী হ'ল এবং তার বন্ধুরাও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করল। আঙিনার এককোণে যে জীর্ণশীর্ণ কালো মানুষগুলো গাদাগাদি হয়ে পড়ে ছিল তাদের ভিতর থেকে একটা আনন্দের রোল উঠল। তারা সকলেই ব্যবসাদার পেটুনিকফকে জানে। প্রায়ই সে তাদের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করে ঘৃণায় চোখ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে, উঠানের পাশে

জড়-করা জঞ্জাল-স্তূপের চেয়ে বেশী নজর কোনও দিন সে এদের দিকে দেয়নি। সে যে ভাল খেতে পরতে পায়, এটাই তার প্রতি ওদের আরও বেশী কুপিত করে তুলেছে। এখন তাদেরই একজন সেই স্বার্থপর ব্যবসাদারের টাকার থলিতে এক ঘা বেশ কষে বসিয়ে দিয়েছে, তার চেয়ে মজা আর কি হ'তে পাবে! এতে তারা পরম আনন্দ লাভ করল। ক্যাপ্টেনের আবিষ্কারে ওরা যেন মস্ত একটা অস্ত্র হাতে পেয়েছে। যারা ভাল খেতে পরতে পায় তাদের উপর এদের প্রত্যেকের একটা অবিমিশ্র আক্রোশ আছে। তবে কারও কারও মধ্যে এই মনোবৃত্তি সবেমাত্র জাগতে সুরু করেছে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের মধ্যে ব্যবসাদার পেটুনিকফ ও কুবালদার এই ফলপ্রসূ সংগ্রামের সম্ভাবনায় একটা তীব্র উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। এই সংগ্রামের ফল যা দাঁড়াবে সেটা ওদের মানসচক্ষে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দিন পনর ধ'রে নৈশাবাসের বাসিন্দারা ঘটনার পরিণতির অপেক্ষা ক'রে রইল, কিন্তু পেটুনিকফ একবারও বাড়ীটা দেখতে এল না। শোনা গেল, সে নাকি শহরে নেই এবং আরজির নকলও তার হাতে পৌঁছয়নি। দেওয়ানী আদালতের এই অযথা বিলম্বে কুবালদা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই নগ্নপদ সৈনিক যেভাবে অধৈর্য হয়ে ওই ব্যবসাদারের প্রতীক্ষা করেছে, সেভাবে প্রতীক্ষা করা যে-কোন লোকের পক্ষে অসম্ভব।

'সে হতভাগা এদিকে আসার কথা একবারটি মনেও করে না!'

'তার মানে, সে আমায় ভালবাসে না!' হাতের উপর থুতনি রেখে সকৌতুকে পাহাড়ের দিকে চেয়ে সুর ক'রে ডীকন তারাস ব'লে ওঠে।

অবশেষে পেটুনিকফ দর্শন দেয়। সে এল একখানা ভদ্রগোছের গাড়ী চড়ে; সঙ্গে তার পুত্র, সে কোচম্যানের আসনে। ছেলেটার গাল দুটো টুকটুকে লাল, দেখতে চমৎকার, গায়ে সুন্দর ছাঁটের একটা

ওভার কোট, চোখে রঙীন চশমা। অদূরের একটা গাছে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে ছেলেটা পকেট থেকে জরিপ-কাঠিটা বের ক'রে বাপের হাতে দিল। এবং তারা দুজনে জমি মাপতে স্থরু করল। দুজনেই অবশ্য নির্বাক এবং চিন্তিত।

'আঃ!' খুশীর সঙ্গে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে ওঠে।

সে মুহূর্তে নৈশাবাসে যারা ছিল তাদের সবাই বাপ-বেটাকে দেখবার জন্যে বেরিয়ে এল। নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারটা নিয়ে অসংকোচে চেঁচিয়ে মতামত প্রকাশ করতে লাগল।

'চুরি করা অভ্যাস থাকলে কি হয়? চুরি করতে গিয়ে লোকে সময় সময় প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসে, তাতে যা পায় তার চেয়ে বেশীই হারায়।' —ক্যাপ্টেন বলে। এই কথায় তার লোকেদের মধ্যে একটা হাসির রোল ওঠে। চারিদিক থেকে সমর্থনসূচক নানা মন্তব্য শোনা যায়।

'খবরদার শয়তান!' পেট্রুনিকফ গর্জে ওঠে। 'যা বলেছ তার জন্যে তোমায় ফৌজদারী সোপর্দ করা যায়, জান?'

'সাক্ষী-সাবুদ ছাড়া তুমি আমার কিছুই করতে পার না ··· তোমার ছেলে তোমার হয়ে ত আর সাক্ষী দিলে চলবে না।' ··· ক্যাপ্টেন তাকে সমঝিয়ে দেয়।

'তা হ'লেও তোমায় দোষী সাব্যস্ত করা যায়, বুঝলে শয়তান!' তার দিকে ঘুষি নেড়ে পেট্রুনিকফ উত্তর দেয়। তার ছেলে তখন হিসেবে নিমগ্ন, ওই ঘন অন্ধকারে যে জনকয়েক লোক তার বাপের দুর্দশায় একান্ত ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, সে তাদের লক্ষ্যও করেনি। এমন কি, সেদিকে তাকায়ওনি মোটে।

'ব্যাটা মাকড়শার বাচ্চা ভারী ওস্তাদ আছে।' পেট্রুনিকফ-নন্দনের সমস্ত চালচলন লক্ষ্য ক'রে এবাইয়েডক মন্তব্য করল। আবশ্যক

মাপজোক শেষ ক'রে আইভান আন্দ্রিয়েভিচ্ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে গাড়ীতে গিয়ে বসল। গাড়ী চলে গেল। তার পুত্র তখন গম্ভীর পাদক্ষেপে ভাভিলফের হোটেলের ভিতর গিয়ে প্রবেশ করল এবং দরজার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হো হো! ব্যাটা পাকা চোর! ··· এর পর কি হবে, তাই ভাবছি ··· ?' কুবালদা শুধায়।

'এর পর? এর পর তরুণ পেটুনিকফ এগোর ভাভিলফকে কিনে ফেলবে। ব্যস্!' অকুণ্ঠিতভাবে এবাইয়েডক ব'লে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঠোঁট চাটতে থাকে—যেন এতে সে পরম পরিতৃপ্তিলাভ করছে।

'তা হ'লে তুমি বেশ খুশী হও, না?'—গম্ভীরভাবে কুবালদা প্রশ্ন করে।

'মানুষকে হিসেবে ভুল করতে দেখলেই আমি খুশী হই', এবাইয়েডক বুঝিয়ে বলে। খুশীতে সে হাতে হাত ঘষে আর চোখ পাকাতে থাকে। ক্যাপ্টেন রাগের সঙ্গে মাটিতে থুথু ফেলে চুপ ক'রে থাকে। ভাঙা বাড়ীটার সুমুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তারা হোটেলের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। এমনই ক'রে ঘণ্টাখানেকের উপর কেটে গেল। তারপর দরজা খুলে গেল এবং পেটুনিকফ যেমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছিল তেমনই নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে থেমে একবার সে কেশে নিল। তারপর কোটের কলারটা উল্টে নিয়ে যে লোকগুলো তার প্রতিটি চালচলন লক্ষ্য করছে তাদের দিকে একবারমাত্র দৃষ্টি হেনে সে শহরের দিকে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন মুহূর্তের জন্যে তার দিকে চোখ রেখে এবাইয়েডকের দিকে ফিরে সহাস্যে ব'লে উঠল:

'তোমার কথাই বুঝি শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, ব্যাটা কাঠ্‌ঠোকরা বিচ্ছুর বাচ্চা! যত কিছু মন্দের গন্ধ কি তোমার নাকেই ধরা পড়ে! ও হারামজাদা খুদে গাঁটকাটার মুখ চোখ দেখে ত মনে হ'ল, ও যা চায়, তা পেয়ে গেছে।

··· আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, এগোরকা ওদের কাছে কত পেল। সে যে কিছু হাতিয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ··· ও-ও তাদেরই মত শয়তান ··· একই ধাতুতে গড়া। আমি শালা সব জোগাড়যন্ত্র ক'রে দিলাম, আর সে-ই কি না পেল টাকা! নিজের বোকামি স্বীকার করে নেওয়া উচিত ... হাঁ, সত্যি ভাই, জীবনটা আমাদের প্রতিকূল ··· এবং নিতান্ত কাছে যে দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ে থুথু ফেলতে গেলে নিজের মুখে ছিটেফোঁটা লাগবেই।'

এইভাবে অবস্থাটা ভেবে নিয়ে ওস্তাদ ক্যাপ্টেন যখন আপন মনেই খুশী হ'ল, তখন একবার দলের সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রত্যেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছিল, কেন না, তারা জানত যে, তারা আশা করেনি এমন একটা কিছু পেটুনিকফ ও ভাভিলফের মধ্যে ঘটেছে। তারা সকলেই অপমানিত বোধ করতে লাগল। কারুর ভাল করতে পারছি না, একথা মনে হওয়ার চেয়ে—কারুর মন্দ করতে পারছি না, একথা মনে হ'লেই বেশী দুঃখ হয়। কারণ, ভাল করার চেয়ে মন্দ করা অনেক বেশী সহজ।

'ভাল কথা, আর এখানে ঘোরাফেরা করি কেন? আর কোন কিছুর জন্যে ত ব'সে থাকার দরকার নেই ··· এক, এগোরকার কাছ থেকে আমার পুরস্কারটা আদায় করতে হবে।' ক্যাপ্টেন হোটেলের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। 'জুদাসের ছাদের তলে আমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন শেষ হয়ে এল। জুদাস এবার আমাদের বার ক'রে দেবে। ··· কাজেই, তোমাদের সাবধান ক'রে দিইনি—একথা যেন বলো না।'

ক্যানেট্স্ বিষণ্ণভাবে হাসে।

'হাসছ কেন জেলর?' কুবালদা জিজ্ঞাসা করে।

'তা হ'লে আমি কোথায় যাব?'

'হায় রে কপাল ! ভেবো না, কিচ্ছু ভেবো না। জুটে যাবেই, ভাগ্য জুটিয়ে দেবে।' চিন্তিতমুখে ক্যাপ্টেন নৈশাবাসে প্রবেশ করে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারা ওর পিছু পিছু যায়।

'সেই সঙ্কট মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারিনে', তাদের সঙ্গে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন বলে। 'ওরা যখন আমাদের তাড়িয়ে দেবে, আমরা তখন একটা নতুন জায়গা খুঁজে নেব, কিন্তু বর্তমানে সে-কথা ভেবে জীবনটা মাটি করার কোন দরকার নেই। ··· বিপদের সময় আপনিই চাঙ্গা হয়ে ওঠে ··· জীবন যদি পূর্ণ হয় এবং প্রতিটি মুহূর্ত এমনভাবে সাজানো হয় যে, সারাক্ষণই আমরা জীবন নিয়ে কম্পিত থাকি ··· ঈশ্বর করুন, জীবন তা হ'লে উদ্দেশ্য ও উৎসাহের দিক দিয়ে আরও সজীব, আরও পূর্ণতর হবে।'

'তার অর্থ, প্রত্যেকেই ছুটবে প্রত্যেকের গলা কাটতে !' সহাস্যে এবাইয়েডক ব্যাখ্যা করে।

'আচ্ছা, তাতে কি ?' রাগের সঙ্গে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করে। তার নিজের কথা অপরে ব্যাখ্যা করে এটা সে শুনতে চায় না।

'না, কিচ্ছু না ! ঘোড়ায় চড়ে তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষলেই চলে, কিন্তু ইঞ্জিন চালাতে আগুন দরকার ···'

'যাক না সব জাহান্নমে—যত শীঘ্র পারে যাক। আমি ঠিক জানি, পৃথিবীটা যদি হঠাৎ ফেটে, পুড়ে বা যেমন ক'রে হোক ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে আমি খুশীই হব ··· কেবল অন্যের দুর্দশাটা দেখবার জন্যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে চাই। ···'

'হিংস্র জানোয়ার !' এবাইয়েডক মুচকে হাসে।

'বেশ, কিন্তু তাতে কি ? আমি ··· আমি একদিন মানুষ ছিলাম ··· কিন্তু এখন আমি জাতিচ্যুত ··· তার মানে, আমার কোন বাধ্যবাধকতা

নেই। তার মানে, অবাধে প্রত্যেক্যের গায়ে থুথ্ ফেলতে পারি; আমার আজকার এই জীবনের ধারা হ'ল আমার অতীতকে অস্বীকার করা ··· যারা ভাল খেতে পরতে পায় তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা, কারণ, খাওয়া-পরার দিক থেকে তাদের চেয়ে আমি হীন। তাই তারাও আমায় ঘৃণা করে। নতুন কিছু একটা আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ ? এমন একটা কিছু করতে চাই যাতে জুদাস পেটুনিকফ ও তার শ্রেণীর লোকেরা আমার নামে ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং আমার সামনে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে !'

'ওহ্ ! তোমার ত বেশ বচনের জোর আছে দেখছি !' এবাইয়েডক টিটকারি দেয়।

'হাঁ, আছে। ··· বুঝলে কঞ্জুস কোথাকার' ক্যাপ্টেন তার উপর ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দিল। 'কি বোঝ তুমি ? জানই বা কি ? চিন্তা করবার ক্ষমতা তোমার আছে কিছু ? কিন্তু আমি চিন্তা করেছি, পড়েছি ··· এমন সব বই পড়েছি যার একবর্ণও তুমি বুঝতে পারবে না।'

'নিশ্চয় ! হাত চুষে ত পেট ভরে না ··· কিন্তু যদিও তুমি পড়েছ, ভেবেছ এবং আমি তার কিছু করিনি, তা সত্ত্বেও আমরা উভয়ে একই অবস্থায় আছি, কেমন কি-না ?'

'গোল্লায় যাও !' কুবালদা চেঁচিয়ে ওঠে। এবাইয়েডকের সঙ্গে তার আলোচনাটা প্রায়ই এই পরিণতি লাভ করে। মাস্টার না থাকলে তার বক্তৃতা মাঠে মারা যায় এবং কেউ মনোযোগও দেয় না। সে তা জানে, কিন্তু তবু কথা না ব'লে থাকতে পারে না। এখন, সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তার যেন নিজেকে একা-একা মনে হতে লাগল; কিন্তু তখনও তার কথা বলার আগ্রহ ছিল, তাই সিমৃন্টসফ-এর দিকে মুখ

ফিরিয়ে তাকে এই প্রশ্নটি করল: 'আলেক্সী ম্যাক্সিমোভিচ, তুমি তোমার ঐ পাকা মাথাটিকে কোথায় রাখবে কিছু ঠিক করেছ ?'

সহাস্যে হাত কচলাতে কচলাতে বৃদ্ধ উত্তর করল, 'জানি নে ··· সে দেখা যাবে 'খন। মানুষের খুব বেশী কিছু দরকার হয় না—সামান্য একটু মদের পয়সা থাকলেই হ'ল।'

'বাঃ, বেশ প্রস্তাব! অনাড়ম্বর অথচ মর্যাদাপূর্ণ!' ক্যাপ্টেন বলে। সিমন্ট্সফ্ নীরব, শুধু বলে, ওদের সকলের আগেই সে থাকার একটা জায়গা জোগাড় ক'রে নেবে। কারণ, মেয়েরা তাকে ভালবাসে। কথাটা সত্যি। বৃদ্ধের দু-তিনটি রক্ষিতা ছিল, বরাবরই থাকে, তাদের সামান্য রোজগার থেকেই ওর চলে যায়। মাঝে মাঝে ওরা ওকে মারধর করলেও নীরবেই সে সহ্য করত। তবে যে কারণেই হোক, ওরা ওকে বেশী ঠ্যাঙাত না, সম্ভবত কৃপার চক্ষেই দেখত। ও ছিল একজন মস্ত বড় প্রেমিক এবং ও বলে, মেয়েরাই ওর সকল দুর্ভাগ্যের কারণ। মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্বন্ধটা কি রকম, তা ওর পোষাক দেখলেই বুঝা যায়। সঙ্গীদের চেয়ে ওর পোষাক সব সময়েই অধিকতর ধোপদুরস্ত। এবং এখন ও নৈশাবাসের ফটকের পাশে বসে গর্বভরেই বলে চলেছে যে, রেড্কা অনেকদিন থেকেই ওকে তার কাছে গিয়ে বাস করতে বলছে, কিন্তু সঙ্গীদের ছেড়ে ওর যেতে ইচ্ছা করে না, তাই এতদিন যায়নি। তারা সকলেই একথা ঈর্ষার সঙ্গে শোনে। কেন না, তারা সকলেই রেড্কাকে চেনে। শহরের কাছেই, পাহাড়ের প্রায় কোলেই সে বাস করে। বেশী দিনের কথা নয়, চুরির দায়ে সে জেলেও গিয়েছিল। আগে ছিল সে নার্স। চাষার মেয়ে, লম্বা চওড়া, মুখে বসন্তের দাগ, কিন্তু সর্বক্ষণ মাতাল হয়ে থাকলে চোখ দুটি তার বড় সুন্দর।

একদিন যারা মানুষ ছিল

'বুড়ো শয়তানের দিকে চেয়ে দেখ!' সিম্‌ট্রসফকে দেখিয়ে এবাইয়েডক বলে। সিম্‌ট্রসফ আপন খুশীতেই তখন হাসছিল।

'জান, ওরা কেন আমায় ভালবাসে? কারণ, কেমন ক'রে ওদের অন্তরকে চাঙ্গা করতে হয় আমি জানি।'

'তাই নাকি?' কুবালদা জিজ্ঞাসা করে।

'তাদের করুণাও জাগাতে পারি। ··· মেয়েমানুষ যখন দয়া করে, দেখতে হয়! যাও, কেঁদেকেটে পড় গিয়ে তার কাছে, তাকে বল, 'আমায় মেরে ফেল।' ব্যস্, অমনি তার দয়া হবে—সে তোমায় মেরেই ফেলবে!'

'কাউকে খুন করবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার,' মাতিয়ানফ্ তার স্বভাবগত নিষ্প্রভ হাসির সঙ্গে বলে।

'কাকে?' তার থেকে দূরে সরে গিয়ে এবাইয়েডক জিজ্ঞাসা করে।

'যাকে হয় ··· পেটুনিকফ ··· এগোরকা ··· অথবা তুমি!'

'কিন্তু, কেন?' কুবালদা জানতে চায়।

'সাইবেরিয়ায় যেতে চাই ··· এ জঘন্য জীবন ত যথেষ্টই ভোগ করা গেল ··· কেমন ক'রে বাঁচতে হয়, মানুষ তা সেখানে শেখে।'

'হাঁ, সাইবেরিয়ায় ওদের শেখাবার পদ্ধতিটা বেশ ভাল,' ক্যাপ্টেন দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করে।

পেটুনিকফ সম্পর্কে অথবা তাদের নৈশাবাস থেকে বার ক'রে দেওয়ার সম্বন্ধে তারা আর কোন কথাই আলোচনা করে না। তারা জানে যে, শীঘ্রই তাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে, কাজেই সেটাকে আর বিশেষ আলোচনার যোগ্য বিষয় ব'লে মনে করে না। আর তাতে কোন ফয়দাও নেই। তা ছাড়া, বর্ষা সুরু হয়েছে কিন্তু ঠাণ্ডা তেমন পড়েনি ··· কাজেই শহরের বাইরে কোথাও মাটিতে শুয়ে থাকা যেতে পারে। বৃত্তাকারে সবাই মিলে ঘাসের উপর বসে নানা বিষয়ের আলাপ চলতে থাকে—একটার পর

একটা। সময় কাটাবার জন্যে নগণ্য বক্তার কথাও মন দিয়ে শোনা হচ্ছে ; নীরবতাও শোনার মতই একঘেয়ে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের এই সমাজের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই যে, আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা বা অন্যকে দিয়ে সেটা স্বীকার করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এদের নেই।

খোলা মাথায় সকলে তারা রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে, মনে হয় যেন আগস্ট মাসের সূর্য ওদের শতছিন্ন পোষাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ··· আবহাওয়াটা যেন ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতুর সৃষ্টিছাড়া সংমিশ্রণ। উঠানের এককোণে প্রচুর লম্বা ঘাস গজিয়েছে। ··· আর কিছুই সেখানে জন্মায় না, শুধু দুর্গন্ধ শাকসব্জী ছাড়া—যা চিরবুভুক্ষুদেরও আকৃষ্ট করে না।

* * *

ভাভিলফের হোটেলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা এই :

তরুণ পেটুনিকফ ধীরে ধীরে প্রবেশ ক'রে মাথা থেকে টুপিটা খুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হোটেলের মালিককে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমিই কি এগোর ভাভিলফ, তুমিই সে ?'

'হাঁ, আমিই', সার্জেন্ট জবাবে বলে এবং এমনভাবে তক্তাটার উপর হাত দুটো রেখে ঝুঁকে দাঁড়ায় যে, দেখে মনে হয়, লাফ দিয়ে সে ওটা ডিঙিয়ে যেতে চায়।

'তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল', পেটুনিকফ বলে।

'সানন্দে। আমার খাসকামরায় আসুন।'

তারা ভিতরে চলে গেল এবং কৌচে অভ্যাগতকে বসিয়ে ভাভিলফ

নিজে তার সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসল। ঘরের এক কোণে একটি বিরাট আইকন, তার সম্মুখে একটি প্রদীপ, এবং অপর পার্শ্বে দেয়ালে কয়েকটি তেলের বাতি জ্বলছে। বাতিগুলো এমনইভাবে রাখা হয়েছে এবং তার থেকে এমন ভালভাবে আলো হচ্ছে যে, যাতে মনে হয়, ওগুলো নতুন। ঘরে কয়েকটি বাক্স, এটা-সেটা আসবাব, তামাকের উগ্রগন্ধ, টক বাঁধাকফি, জলপাইয়ের তেল ইত্যাদি। পেট্রুনিকফ একবার চারি দিক তাকিয়ে মুখবিকৃতি করল। ভাভিলফ আইকনের দিকে তাকাল এবং পরে একই সঙ্গে পরস্পরকে তাকাতে লাগল এবং উভয়েরই মনে হ'ল যে পরস্পরকে পছন্দ হয়েছে। ভাভিলফের সহজ স্পষ্ট চোরা চাউনি পেট্রুনিকফের ভাল লাগল এবং ভাভিলফও পেট্রুনিকফের দ্বিধাহীন নির্বিকার দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখখানি, তার বৃহৎ গণ্ডদেশ ও সাদা ধবধবে দাঁতগুলি দেখে খুশী হ'ল।

'আমার বিশ্বাস, তুমি আমায় আগে থেকেই চেন এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আশা করি অনুমান করতে পেরেছ?' পেট্রুনিকফ বলতে সুরু করল।

'মোকদ্দমা সম্বন্ধে ত? কেমন, তাই না?' সসম্মানে ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট মন্তব্য করল।

'ঠিক, তাই! অন্ধকারে না হাতড়ে সরাসরি কাজের কথা কাজের লোকের মতই সুরু করেছ দেখে ভারী প্রীত হলাম,' পেট্রুনিকফ উৎসাহের স্বরে বলল।

'আমি একজন সৈনিক', ভাভিলফ সবিনয়ে জবাব দেয়।

'তা ত সহজেই বোঝা যায়, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কাজটা শেষ করতে আমাদের বেশী গোলমাল পোহাতে হবে না।'

'নিশ্চয়ই।'

'উত্তম! আইন তোমার পক্ষে, কাজেই মামলায় তুমিই জিতবে। গোড়াতেই তোমায় একথা বলতে চাই।'

'সবিনয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি', সার্জেণ্ট তার হাসি ঢাকবার জন্যে চোখ দুটো রগড়ে বলে।

'কিন্তু বল দেখি, যারা আজ বাদে কাল হবে তোমার প্রতিবেশী, এভাবে আদালতের মারফৎ তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে গেলে কেন?'

ভাভিলফ কাঁধ ঝাড়া দিল কিন্তু কোন জবাব দিল না।

'সোজা আমাদের কাছে এসে ব্যাপারটা শান্তির সঙ্গে মিটিয়ে ফেললেই ত এর চেয়ে ভাল হ'ত। কি বল?'

'সে যে ভালই হত তাতে কোন সন্দেহ নেই. কিন্তু একটু অসুবিধা ছিল ··· এ ক্ষেত্রে আমি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিনি, অন্যের ··· পরে বুঝলাম যে সেটা ভালই হত যদি ·· কিন্তু এখন ত আর কোন উপায় নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে।'

'ওঃ, তাই বল। বোধ হয় কোন উকিল তোমার মাথায় এই মতলব ঢুকিয়ে দিয়েছে?'

'সেই ধরণেরই কেউ।'

'আচ্ছা, তুমি এখন মিটমাট ক'রে ফেলতে রাজী আছ ত?'

'সর্বান্তঃকরণে।' সৈনিক চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে।

মুহূর্তের জন্যে পেটুনিকফ নীরব হ'ল, তারপর ভাভিলফের পানে তাকিয়ে হঠাৎ স্থিরচিত্তে ও নীরসভাবে ব'লে উঠল, 'কেন তুমি এখন তা করতে চাও?'

ভাভিলফ এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, কাজেই, পিঠ-পিঠ জবাব দেওয়ার মত কিছু ছিলও না। প্রশ্নটা তার মতে কানে তোলার যোগ্য নয়, তাই সে তরুণ পেটুনিকফের দিকে চেয়ে একটু হাসল মাত্র।

'এটা বোঝা ত খুব সোজা, মানুষ নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে চায়।'

'কিন্তু', পেটুনিকফ বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আসল কথা ত তা নয়। আসল কথা তুমি জান না কেন আপোষ করতে চাও ··· আমি বলছি।'

সৈনিক ঈষৎ চমকে উঠল। ডুরি-কাটা-পোষাক-পরা বাচ্চা ছেলেটাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত। কিন্তু সে কথা বলে যেন কর্নেল রাকৃশিনের মত—যিনি একবার চটে গেলেই ঘুষির চোটে অন্তত তিনটি দুর্ভাগা সৈন্যের দাঁত ভেঙে দিত।

'আমাদের সঙ্গে তুমি ভাব করতে চাও, কারণ আমাদের মত প্রতিবেশীর দ্বারা তোমার লাভ অনেক ··· কেন না, আমাদের কারখানায় না হয় ত দেড় শ মজুর খাটবে এবং সময় সময় বেশীও। হপ্তা পেয়ে যদি অন্তত এক শ জনও তোমার এখানে এক গ্লাস ক'রে মদ্য পান করে, তার মানে, আজকের চেয়ে নিদেন চার শ গ্লাশ মদ বেশী বিক্রি হবে। এটা অবশ্য আমি খুব কম ক'রেই ধরেছি ··· এবং তা ছাড়া, হোটেলের খানা ত আছেই। তুমি বোকা নও, নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমরা প্রতিবেশী হ'লে তোমার কতটা লাভ!'

'খুব সত্যি', ভাভিলফ মাথা নেড়ে সায় দিল, 'আগেই তা জানতাম।'

'বেশ, তারপর কি?' ব্যাবসাদার জোরে বলে উঠল।

'কিচ্ছু না ··· আসুন, মিটিয়ে ফেলা যাক!'

'এত শীঘ্রই মনস্থির করতে পেরেছ দেখে বেশ লাগছে। এই যে দেখ আমি আপোষ-নামা তৈরি ক'রেই এনেছি। প'ড়ে সই ক'রে ফেলো। আমার বাবার বিরুদ্ধে যে সমনজারি করিয়েছ, এ আপোষ-নামায় তা প্রত্যাহার করছ।'

ভাভিলফ তার আয়ত চোখ দুটো দিয়ে সঙ্গীর দিকে চাইল। সে যেন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতির প্রভাবে কাঁপছে।

'তা দেখুন, কিছু মনে করবেন না ··· সই ? কিন্তু কেন ?'

'এতে ত কোন হ্যাঙ্গামা নেই ··· তোমার খৃশ্চান নামটা আর সেই সঙ্গে পদবীটা লিখে দিলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না', পেট্রুনিকফ তাকে বুঝিয়ে দেয়। আঙুল দিয়ে সই করার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তাকে যেন বাধিত করে।

'আমি তা বলছিনে ··· আমি বলছিলাম, জমির জন্যে যে খেসারৎটা আমার পাওনা—সেটার কথা।'

'কিন্তু জমিটা ত তোমার কোন কাজেই লাগছিল না,' পেট্রুনিকফ শান্তভাবে জবাব দেয়।

'কিন্তু তা হ'লেও ত জমিটা আমারই !' সৈনিক জবাবে বলে।

'তা ত বটেই। আচ্ছা, তার জন্যে তুমি কত চাও ?'

'তা ত আরজিতেই উল্লেখ করেছি', সাহসের সঙ্গে ভাভিলফ বলে।

'ছ শ !' পেট্রুনিকফ আস্তে আস্তে মুচকে হাসে। 'তুমি ত দেখছি ভারী মজার লোক !'

'আইন আমার অনুকূলে ··· ছ হাজারও আমি অনায়াসেই দাবী করতে পারি। বাড়ীটা ভেঙে ফেলবার জন্যেও আমি জেদ করতে পারি ··· এবং সে জেদ বজায়ও রাখতে পারি। সেই কারণেই আমার দাবী এত কম। আমি বলছি, ওটা ভেঙে ফেলতেই হবে।'

'বেশ। হয় ত তাই করব ··· তিন বছর বাদে এবং তোমায় মামলায় জড়িয়ে অনেক খরচের ধাক্কায় ফেলে তবে ছাড়ব। এবং তার পর তোমার দেনা শোধ ক'রে আমরাই খুলব হোটেল, মদের দোকান। আর তুমি তখন সব খুইয়ে বসেছ। ··· পাল্‌টাবার যুদ্ধে সুইডিসরা যেমন হয়েছিল নিঃশেষিত। তোমার যাতে সর্বনাশ হয়, আমরা অতঃপর তাই করব। এখনই পারি একটা মদের দোকান খুলে দিতে কিন্তু জেনো, আমাদের সময়ের দাম আছে,

তা ছাড়া তোমার জন্যে আমাদের দয়াও হয়ঃ বিনা কারণে কেন তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবো!'

এগোর তেরেন্তিয়েভিচ্ দাঁতে দাঁত চেপে আগন্তুকের দিকে তাকাল। নিজের দৌড় সে বুঝতে পেরেছে। সে বেশ বুঝতে পারছে, এখন তার নিজের ভাগ্য এই লোকটার মুঠোর মধ্যে। ভাভিলফের দুঃখ হচ্ছিল এই মনে করে যে, ডোরা-কাটা-পোষাক-পরা ওই শান্ত নিষ্ঠুর লোকটার সঙ্গে তাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে।

'আমাদের মত লোককে এত নিকট-প্রতিবেশীরূপে পেয়ে এবং আমাদের উপকার ক'রে তোমার বরং লাভই হবে এবং আমরাও সে উপকার মনে ক'রেই রাখব। এখনও তোমায় আমি পরামর্শ দিই, তুমি তামাক, রুটি, শসা ইত্যাদির একখানা ছোটখাট দোকান কর। ··· এ সবের চাহিদা খুব হবে।

ভাভিলফ তার কথা শোনে এবং সে বুদ্ধিমান, তাই শত্রুর দয়ার উপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা ব'লে মনে করে। গোড়া থেকেই সুরু করা ভাল, তাই মনকে কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবে ভেবে না পেয়ে সৈনিক কুবালদাকে গালাগালি দিতে সুরু করেঃ

'শালা মাতাল কোথাকার! তোমার মরণও হয় না!'

'কাকে বলছ, যে উকিল তোমার হয়ে আরজি লিখে দিয়েছে?' পেট্রনিকফ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমরা যদি তোমার প্রতি দয়া না দেখাই তা হ'লে সে যে তোমায় কোন একটা বিশ্রী অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আঃ!' ক্রুদ্ধ সৈনিক হাত তুলে বলে উঠল, 'তারা দু'জন ··· একজন বাৎলে দিয়েছে, আর একজন আরজি লিখেছে—নচ্ছার রিপোর্টার কোথাকার!'

'রিপোর্টার কেন ?'

'সে খবরের কাগজে লেখে ··· আপনার বাড়ীরই বাসিন্দা ··· ওই বাইরেই আছে সকলে···যীশুর দোহাই, ওদের সব বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিন ! ডাকু, ওরা সব ডাকু ! রাজপথের প্রত্যেককে ওরা বিরক্ত করে। ওদের জন্যে মানুষের তিষ্ঠানো ভার। ··· এবং ওরা হচ্ছে সব বেপরোয়া ··· আপনিও সাবধানে থাকবেন, নইলে হয় ত ওরা আপনার সব কিছু হাতিয়ে বসবে বা আপনাকে পুড়িয়ে মারবে ···'

'কে এই রিপোর্টার ?' আগ্রহের সঙ্গে পেটুনিকফ শুধায়।

'সে ?—সে একটা পাঁড় মাতাল। আগে ছিল মাস্টার, কিন্তু বরখাস্ত করে দিয়েছে। যা ছিল সবই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ··· এখন সে খবরের কাগজে লেখে ··· আর লোকের দরখাস্ত মুশাবিদা করে। লোকটা ভারী বদ !'

'হুঁঃ, তা হ'লে তোমার আরজিও সে-ই লিখে দিয়েছে ? আমার বিশ্বাস, বাড়ীটা তৈরি করায় যে গলদ আছে, বীমটা যে ঠিক মত বসানো হয়নি, এও ওরই আবিষ্কার ?'

'হাঁ, সে-ই ! আমি জানি, সে-ই আবিষ্কার করেছে ! কুত্তা কোথাকার ! সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এটা প'ড়ে গর্বের সঙ্গে বলেছে, এইবার পেটুনিকফের কিছু ক্ষতির ব্যবস্থা করতে পেরেছি।"

'বেশ ··· আচ্ছা, তা হ'লে তুমি এখন আপোষ করতে চাও ?'

'আপোষ ?' সৈনিক মাথা নীচু ক'রে ভাবল। 'আঃ! কঠিন জীবন !' মাথা চুলকিয়ে সে বলে, যেন অভিযোগ করছে।

'লোকে ঠেকেই ত শেখে !' একটা সিগারেট ধরিয়ে পেটুনিকফ তাকে আশ্বাস দেয়।

'শিক্ষা ··· আজ্ঞে না, তা বলছি না; কিন্তু দেখতেই ত পাচ্ছেন

স্বাধীনতা আমার এতটুকুও নেই। কি ভাবে যে দিন কাটাচ্ছি তাও ত দেখতেই পাচ্ছেন। দিন কাটাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ··· চাল-চলনেরও যে একটু স্বাধীনতা যা আমার এত কাম্য তা থেকেও আমি বঞ্চিত; এবং সব সময় আমার ভয়, ওই মাস্টার-রূপী ভূতটা আমার সম্বন্ধে খবরের কাগজে না কিছু লিখে বসে। হয় ত স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এসে উপস্থিত হবে ··· জরিমানাও দিতে হবে ··· আর তা না হ'লে আপনার এ ভাড়াতেরা হয় আগুন লাগিয়ে দেবে অথবা চুরি করবে বা আমাকে খুনই ক'রে বসবে ··· তাদের বিরুদ্ধে আমি শক্তিহীন। তারা পুলিশকে থোরাই কেয়ার করে এবং জেলেই তারা যেতে চায়, কেন না, সেখানে কিছু না ক'রেই খেতে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের রফা হয়ে গেলেই আমরা ওদের তাড়িয়ে দেব।' পেটুনিকফ কথা দেয়।

'তা হ'লে আমরা কি ব্যবস্থা করব?' গম্ভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে ভাভিলফ প্রশ্ন করে।

'কি চাও তুমি?'

'ছ শ-ই দিন, আরজিতেও তাই বলা হয়েছে।'

'এক শ রুব্‌লে হবে না?' শান্ত কণ্ঠে ব্যবসাদার বলে। মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গীর দিকে তাকায় এবং স্নিগ্ধ হাসি হাসে। 'এর বেশী আর এক রুব্‌লও তোমায় দিব না', ··· পরে বলে।

তারপর সে চোখ থেকে চশমা খুলে রুমাল দিয়ে তা পরিষ্কার করতে থাকে। ভাভিলফ তার দিকে বিষণ্ণ সম্ভ্রমে তাকায়। পেটুনিকফের শান্ত মুখখানি, ধূসরবর্ণ চোখ দুটি ও পরিষ্কার রং, মোটা-সোটা দেহের প্রত্যেকটি রেখা দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ব্যঞ্জক। ভাভিলফ পেটুনিকফের অনাড়ম্বর সরাসরি কথা বলবার ধরণটুকু বেশ পছন্দ করল। সে যেন

তার ভাই, যদিও ভাভিলফ জানে যে সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে নিজে একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। যতই সে ওর দিকে তাকায় ততই ওর তাকে ভাল লাগে। মুহূর্তের জন্যে সে আসল কথা ভুলে গিয়ে ওকে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'আচ্ছা, আপনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন?'

'টেকনোলজিকাল ইন্‌স্টিটিউটে। কেন বল ত?' পেটুনিকফ হেসে জিজ্ঞাসা করে।

'না, অমনি। আমায় মাপ করবেন।' সৈনিক মাথা নীচু করে এবং পরে হঠাৎ ব'লে ওঠে, 'শিক্ষা কি চমৎকার জিনিষ! বিজ্ঞান—সে ত আলো। সূর্যের কাছে পেঁচা যেমন, আমিও তেমনি নির্বোধ ··· আচ্ছা কর্তা, তা হ'লে কাজটা শেষ করা যাক।'

কিছু একটা যেন স্থির হয়ে গেছে এমনই নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে সে হাতখানি পেটুনিকফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ, পাঁচ শ?'

"বলেছি ত এগোর তেরেন্তিয়োভিচ্, এক শ রুব্‌লের বেশী এক পয়সাও নয়।'

পেটুনিকফ কাঁধ দুটো এমন ভঙ্গীতে নাড়ে, যেন বেশী দিতে না পারার জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখিত। তার লম্বা সাদা আঙুল ভাভিলফের লোমশ হাতখানি স্পর্শ করে।

কাজটা শেষ হতে আর দেরী হ'ল না, কারণ, ভাভিলফ নরম হয়ে পেটুনিকফের কথায়ই রাজী হয়ে গেল। ভাভিলফ এক শ রুব্‌ল্ নিয়ে কাগজে সই ক'রে দিয়ে টেবিলের উপর কলমটা ফেলে দিয়ে তীব্রতার সঙ্গে ব'লে উঠল, 'সময়টা এখন বেশ কাটবে যা হোক! তারা আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে, তারা আমায় ধিক্কার দিবে। বদমায়েসের দল!'

'তুমি কিন্তু বলবে সম্পূর্ণ দাবী মিটিয়ে দিয়েছি', সিগারেট টানতে

টানতে পেটুনিকফ তাকে শিখিয়ে দেয়। সিগারেটের ধোঁয়া উপরে ওঠে, ও সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

'কিন্তু আপনি কি মনে করেন তারা তা বিশ্বাস করবে? তারাও জুচ্চোরিতে কম চালাক নয় '

তুলনা করতে গিয়ে ভাভিলফ নিজেকে সামলে নেয়। ভয়ে ভয়ে সে ব্যবসাদার-নন্দনের দিকে তাকায়। সে কিন্তু ধূমপানেই ব্যস্ত, চিন্তায় বিভোর যেন।

হঠাৎ সে চলে গেল, যাওয়ার সময় কথা দিয়ে গেল যে, ভবঘুরেদের বাসা সে ভাঙবেই। ভাভিলফ তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। ওই যে যুবক বলিষ্ঠ পাদক্ষেপে খাদ-জঞ্জালেপূর্ণ খাড়া রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে তাকে চেঁচিয়ে গালাগালি করতে তার ইচ্ছা হয়।

সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন হোটেলে এল। ভ্রূকুঞ্চিত, হাত মুষ্টিবদ্ধ। ভাভিলফ তার দিকে চেয়ে অপরাধীর হাসি হাসে।

'কি বাবা জুদাস ও ক্যান-এর যোগ্য বংশধর, ব্যাপারটা কি বল ত শুনি!'

'তারা আপোষ করেছে ...' চোখ নীচু ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে ভাভিলফ বলে।

'তাতে আমার সন্দেহ নেই; কিন্তু ক'টা রূপোর চাকতি পেলে?'

'চার শ রুব্‌ল্‌ ...'

'নিশ্চয় মিথ্যে বলছ ... যাই হোক, আমার পক্ষেই ভাল। এগোরকা, আর একটি কথাও না কয়ে শতকরা দশ রুব্‌ল্‌ আমার আবিষ্কারের জন্যে আর মাস্টার যে দরখাস্ত লিখে দিয়েছে তার জন্যে তার প্রাপ্য শত করা চারি রুব্‌ল্‌, এবং আমাদের সকলের জন্যে এক পিপে

ভদকি আর তার সঙ্গে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা। টাকাটা আমায় এখন দিয়ে দাও, ভদকি আর জলযোগের ব্যবস্থাটা রাত আটটায় করলেই চলবে।'

ভাভিলফ-এর মুখ রাগে বেগুনে হয়ে গেল। এবং দু চোখ বিস্ফারিত ক'রে কুবালদার দিকে তাকিয়ে রইল।

'এ যে ভয়ানক ধাপ্পাবাজী! ডাকাতি! কিচ্ছু হবে না। আরিস্তিদ ফোমিচ, ভেবেছ কি? ভবিষ্যতের ভোজের জন্যে খিদেটাকে জিইয়ে রেখে দাও! আমি আর এখন তোমায় ভয় করিনে ···'

কুবালদা দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাল।

'এগোরকা, তোমায় দশ মিনিট সময় দিলাম, এসময়টায় যত ইচ্ছে নির্বোধের মত আবোল-তাবোল বকে যাও। তোমার বাজে কথা এ সময়ের মধ্যে শেষ কর এবং তার পর আমার দাবী মিটিয়ে দাও। যদি না দাও ত তোমায় শেষ ক'রে ফেলব। ক্যানেট্‌স্ তোমার কাছে কিছু বিক্রি করেছে? বাসোফ্-এর বাড়ীর চুরির খবর কাগজে পড়েছ? কিছুই লুকোবার সময় পাবে না, আমরা তা দেব না ··· এবং আজ রাতেই ··· বুঝতে পারছ?'

'কেন, আরিস্তিদ ফোমিচ?' পরাভূত ব্যবসাদার ফুঁপিয়ে উঠল।

'ব্যস, আর একটি কথা নয়! বলি, আমার কথাটা বুঝলে, না, বোঝনি?'

দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ও আকর্ষণীয় কুবালদা কথা বলছিল চাপা স্বরে, তার সে মোটা কাংস্য স্বর ঘরের চারিপাশে গম্ গম্ করতে থাকে। ভাভিলফ তাকে বরাবরই ভয় ক'রে চলে, কারণ, সে একদা সৈন্যবিভাগে ছিল, কিন্তু সে হচ্ছে সেই লোক যার হারাবার মত কিছুই নেই। এখন সেই কুবালদাই তার কাছে নতুন ভূমিকায় এসে দেখা দিয়েছে। বেশী কথা

বা হাসি ঠাট্টাও সে আগের মত আজ করে না। বরং সেনাপতির ভঙ্গিতে আদেশ করে, সে যেন অপরপক্ষের দোষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ভাভিলফ অনুভব করে যে, ক্যাপ্টেন তাকে সর্বস্বান্ত করতে পারে এবং করবেও—পরম আনন্দে। এই শক্তির কাছে তার মাথা নত করাই দরকার। কিন্তু তবুও সে আর একবার চেষ্টা না ক'রে ছাড়বে না স্থির করল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটা কৃত্রিম শান্তকণ্ঠ টেনে এনে বলল :

'লোকে যে বলে মানুষের পাপ তাকে খুঁজে বার করবেই—এ কথা সত্যি। ·· আরিস্তিদ ফোমিচ, তোমায় মিথ্যে বলেছি, ··· বেশী পাকামো করার চেষ্টা করেছিলাম। ··· মাত্র এক শ রুব্‌ল্ পেয়েছি।'

'তারপর!' কুবালদা বলে।

'এবং তোমায় যে চার শ বলেছি তা ঠিক নয় ··· তার মানে ···'

'তার মানে কিছু নেই। তুমি মিথ্যে বলেছ কি, বল নি, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমি আমার কাছে পঁয়ষট্টি রুব্‌ল্ পাবে। তা এমন খুব বেশী নয়, কি বল?'

'হা ভগবান! আরিস্তিদ ফোমিচ, আমি ত বরাবরই তোমার প্রতি মনোযোগী থেকে তোমার মনস্তুষ্টির যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে আসছি—'

'ছেড়ে দাও ওসব, এগোরকা, জুদাসের নাতি কোথাকার!'

'আচ্ছা বেশ! তোমায় দিচ্ছি ... কিন্তু এর জন্যে ভগবান তোমায় শাস্তি দেবেন। ···'

'চুপ! নরকের কীট কোথাকার!' চোখ ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল। 'তোর সঙ্গে যে কথা বলতে হচ্ছে এটাই আমার যথেষ্ট শাস্তি। ··· পোকার মত তোকে আমি টিপে মেরে ফেলব এখুনি!'

ভাভিলফের মুখের উপর সে ঘুষি সঞ্চালন করতে লাগল এবং তার দাঁত কড়মড়ানিতে মনে হয় দাঁতগুলো ভেঙেই ছাড়বে।

সে চলে যেতেই ভাভিলফ মনে মনে হাসে এবং নিজেকে চোখ ঠেরে সান্ত্বনা দেয়। তার পর মুহূর্তে বড় বড় দু ফোঁটা সাদা চোখের জল গাল বেয়ে ঝরে তারা কাঁচা-পাকা গোঁফের মধ্যে হারিয়ে যায়, আবার আরও দু ফোঁটা তাদের অনুসরণ করে। তারপর ভাভিলফ নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে এবং আইকনের সামনে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। কোন প্রার্থনা নয়, জীর্ণ তামাটে গণ্ডে বয়ে যায় শুধু দু ফোঁটা লবণাক্ত অশ্রু।…

*　　　*　　　*

ডীকন তারাস স্বভাবতই বন জঙ্গল ভালবাসে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের কাছে সে প্রস্তাব করে যে, তারা সকলে মিলে বনে জঙ্গলে গিয়ে সেখানে সেই প্রকৃতির বুকে ভাভিলফের দরুণ ভদকি পান করবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন ও আর সকলে মিলে ডীকনের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করল। এবং তারা সকলেই ঠিক করল যে উঠোনেই তারা পান ভোজন করবে।

'এক, দুই, তিন', আরিস্তিদ ফোমিচ গণনা করে, 'আমরা পুরো ত্রিশজন আছি, এখন মাস্টার এখানে নেই … আবার হয় ত আরও অনেকে আসতে পারে। হিসেব করা যাক, ধর, তাও প্রায় বিশজন হবে। প্রত্যেককে আড়াইটে ক'রে শসা, এক পাউণ্ড রুটি, এক পাউণ্ড মাংস … সে নেহাৎ মন্দ হবে না! প্রত্যেককে এক বোতল ক'রে ভদকি। বাঁধা কপির চাটনি ত ঢের আছে এবং তার সঙ্গে তিনটে তরমুজ। এর বেশী আর কি চাও আমার হতচ্ছাড়া বন্ধুগণ? তা হ'লে এস আমরা

এবার এগোরকা ভাভিলফকে খাওয়ার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলি, কেন না, এসব তারই রক্তমাংস কি-না!'

মাটিতে পুরানো কাপড় বিছানো হ'ল, তার উপর মদ্য আর খাদ্য। তারা চারিদিক ঘিরে বসল।

দুর্দমনীয় পানের নেশা তাদের চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে পড়ে, তারা তা গোপন করতে পারে না, তাই নীরব শ্রদ্ধায় ভোজ সুরু হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং নৈশাবাসের প্রাঙ্গণে তার ছায়া মনুষ্যাকৃতি জঞ্জালগুলোর উপর এসে পড়ে। জীর্ণ বাড়ীটার চূড়োয় অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি এসে প'ড়ে তাকে আলোকিত করে। রাতটা ঠাণ্ডা এবং নিস্তব্ধ।

'ভাই সব, এস, সুরু করা যাক!' ক্যাপ্টেনের হুকুম হয়। 'আমাদের ক'টা পেয়ালা আছে? ছয়টা? ··· আর এদিকে আমরা হলাম গিয়ে ত্রিশজন! আলেকসী ম্যাক্সিমোভিচ্, তুমি ঢেলে দাও। সব প্রস্তুত? তা হ'লে এখন প্রথম টোস্ট ··· এস, সুরু কর!'

তারা পান করে, হল্লা করে—খাওয়া সুরু হয়।

'মাস্টার এখানে নেই।... তাকে তিন দিন দেখছি নে। কেউ তাকে দেখেছ?' কুবালদা শুধায়।

'না, কেউ না।'

'এমন ত হয় না ... এস আমরা আরিস্তিদ কুবালদার স্বাস্থ্য পান করি ··· যে বন্ধু আমায় জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও ত্যাগ করে নি! সে গোল্লায় যাক! সে যদি মুহূর্তের জন্যে আমায় ছাড়ত, তা হ'লে হয় ত পরনে আজ আমার কিছু থাকত!'

'তুমি নির্দয় ···' এই ব'লে এবাইয়েডক কাশে।

ক্যাপ্টেন নিজেকে আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করে, তাই মুখ যখন ভরতি, সে কথা বলে না।

দু দফা পান হয়ে যেতেই দলশুদ্ধ সকলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। খাদ্যও তাদের সঙ্গে বেইমানী করে না।

পলতারা তারাস একটা গল্প শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করল কিন্তু ডীকন তখন মোটা স্ত্রীলোকের চেয়ে ছিপ্‌ছিপে স্ত্রীলোক পছন্দ-সই—এ নিয়ে কুবা-রফ-এর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, বন্ধুর অনুরোধে কান দিতে পারল না। আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তার সঙ্গে সে কুবারফের উপর নিজের মত জাহির করতে লাগল।

মেত্তিওর মাটিতে শুয়ে ছিল। তার নির্বোধ চেহারা থেকে মনে হচ্ছিল, সে যেন ডীকনের কড়া কথাগুলি গিলছে।

মার্তিয়ানফ হাঁটুর উপর লোমশ হাত দুখানি যুক্ত ক'রে বসেছিল, নিঃশব্দ বিষণ্ণ দৃষ্টি ভদকির বোতলের দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে গোঁফগুলি টানছে যেন সেগুলিকে চর্বণ করাই তার অভিপ্রায়। ওদিকে এবাইয়েডক টিয়াপাকে জ্বালাতন স্বরু করেছে।

'তোমার টাকা যেখানে লুকিয়ে রেখেছ সেখানটায় পাহারা দিতে তোমায় আমি দেখেছি।'

'তোমার কপাল ভাল', টিয়াপা চেঁচিয়ে উত্তর দেয়।

'ভাই, তোমাতে আমাতে আধাআধি বখরা।'

'বেশ, তাই নিও, এসো।'

কুবালদা লোকগুলির উপর চটে যায়। এদের মধ্যে এমন একজনও নেই, যে ওর বক্তৃতা শোনবার যোগ্য বা ওকে বুঝতে পারে।

'মাস্টার কোথায় তাই ভাবছি।' সে বলে।

মার্তিয়ানফ তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, 'শীগ্‌গিরই সে আসবে …'

একদিন যারা মানুষ ছিল

'আমি ঠিক জানি সে আসবে, কিন্তু গাড়ী চ'ড়ে নয়। এস তোমার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য কামনায় আমরা পান করি। যদি কোন ধনীকে হত্যা করতে পার, তোমায় আমায় আধা-আধি। ··· তারপর ভাই, আমেরিকায় যাব। সেই তাদের কাছে ··· কি নাম যেন তাদের? লিম্পাস? পাম্পাস? আমি সেখানে যাব, এবং যাতে যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক হ'তে পারি তার পথ পরিষ্কার ক'রে নেবো। তখন সমগ্র ইউরোপকে যুদ্ধে আহ্বান করব। আর তাকে আমি তোপের মুখে উড়িয়ে দেবো! ইউরোপের পল্টনগুলি সব টাকা দিয়ে কিনে ফেলব, অর্থাৎ ফরাসী, জর্মান, তুর্কী ইত্যাদি সবাইকে আমন্ত্রণ করব—তাদের নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়েই তাদের হত্যা করাব ··· যেমন ইলাইয়া মারুমেট্‌স্ তাতার দিয়ে তাতার এনেছিল। টাকা হ'লে ইলাইয়ার পক্ষেও সমগ্র ইউরোপকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল এবং তখন সে পেটুনিকফকেও চাকর রাখতে পারত। সেও রাজী হত। ··· মাসে মাসে তাকে এক শ রুব্‌ল্ দাও, সে রাজী হবে! কিন্তু সে চাকর-হিসাবে ভাল হবে না, কেন না, অচিরাৎ সে চুরি করতে স্বরু ক'রে দেবে। ···'

•'কিন্তু তা ছাড়া, ছিপ্‌ছিপে মেয়েমানুষ মোটার চেয়ে ভাল, কারণ তার জন্যে খরচ কম।' ডীকন নিঃসংশয়ে বলে। 'আমার প্রথম স্ত্রীর জামার জন্যে বার গজ কাপড় লাগত, কিন্তু দ্বিতীয়ার জন্যে মাত্র দশ গজ। ··· এবং খাওয়ার বেলায়ও ঠিক তাই।'

পলতারা তারাস অপরাধীর হাসি হাসে। ডীকনের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রেখে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে, 'এক সময় আমারও একটা বউ ছিল।'

'বটে! তা ওরকম সবারই ঘটে থাকে', কুবালদা মন্তব্য করে; 'যাক, বলে যাও তোমার মিথ্যার কাহিনী।'

'দেখতে সে ছিপ্‌ছিপে ছিল বটে কিন্তু খেত প্রচুর, এবং বেশী খেয়েই ত মারা গেল।'

'তুই তাকে বিষ খাইয়েছিস, কুঁজো কোথাকার!' দৃঢ়তার সঙ্গে এবাইয়েডক বলে।

'মাইরি না! একটা প্রকাণ্ড মাছ সে একাই খেয়েছিল', পলতারা তারাস জবাবে বলে।

'কিন্তু আমি বলছি, তুই তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস।' এবাইয়েডক স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঘোষণা করে। প্রায়ই সে একান্ত অসম্ভব, যার কোন প্রমাণ নেই এমন কিছু একটা ব'লে তাকেই জাহির করবার জন্যে জেদ করতে থাকে। প্রথম প্রথম তার কণ্ঠস্বর খেয়ালী ছেলেমানুষের মতই থাকে কিন্তু ক্রমে পর্দায় পর্দায় চড়ে গিয়ে উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হয়।

ডীকন তার বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করে। 'না, ও বিষ খাওয়ায়নি। বিষ খাওয়ানোর কোন কারণই ওর ঘটেনি।'

'আমি বলছি, নিশ্চয় সে বিষ খাইয়েছে!' হলফ ক'রে এবাইয়েডক বলে।

'চুপ!' অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে কুবালদা গর্জনের সঙ্গে কটমট ক'রে বন্ধুদের দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়, কিন্তু তার রাগের ইন্ধন জোগাবার মত কোন উপাদানই ওই সব অর্দ্ধ-মাতালদের চেহারা মধ্যে নেই। সে মাথা নীচু ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে চিৎ হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ে। মেতিওর তখন শসা চিবোচ্ছে। একটা শসা তুলে নিয়ে না দেখেই তার আধখানা মুখে পুরে হলদে দাঁত দিয়ে চর্বণ করতে থাকে। গাল বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ে। মনে হয় খাওয়ায় তার স্পৃহা নেই, কিন্তু এভাবে চর্বণ ক'রে যেতেই তার ভাল লাগে ··· পাথরের মূর্তির মত মাতিয়ানফ মাটিতে বসে আছে, অর্থহীন দৃষ্টিতে দেখে কেমন ক'রে ভদকির বোতলটা ক্রমশই

নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এবাইয়েডক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কাশিতে তার খর্বাকৃতি দেহটা নড়ে ওঠে। আর সবাই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত,—নির্বাক, বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, ছিন্ন বস্ত্রের আবরণে তাদের দেখাচ্ছে নোংরা জানোয়ারের মত। মানুষকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন কোন এক অদ্ভুত দেবতা তাদের সৃষ্টি করেছে।

কোন দিন সুজডেলে ছিল এক মহিলা
অদ্ভুত মহিলা,
হ'ল তার মৃগী রোগ, মূর্চ্ছার বেয়ারাম
আরে রাম!

—ডীকন আলেকসী ম্যাক্সিমোভিচ্‌কে জড়িয়ে ধ'রে চাপা স্বরে গান গেয়ে যায়, সে তার মুখের দিকে চেয়ে সদয় হাসি হেসে ওঠে।

পলতারা তারাস হাসতে হাসতে ফেটে পড়ে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। ঊর্ধ্ব আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ জলছে··· এবং পাহাড়ের চূড়ায় ও শহরে বাতি জলে উঠেছে। নদীটা জুড়ে স্টীমারের বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভাভিলফের হোটেলখানার দরজাও সশব্দে খুলে যায়। দুটো কালো ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এসে আঙিনায় প্রবেশ করে। তাদের একজন কর্কশ স্বরে শুধায়:

'তোমরা মদ খাচ্ছ?'

এবং আর একজন ঈর্ষার সঙ্গে স্বগতোক্তি করে:

'কেমন শয়তান সব দেখ!'

তারপর একখানি হাত ডীকনের মাথার উপর প্রসারিত হয় এবং বোতলটি টেনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে গেলাসে মদ ঢালার সেই বিশেষ শব্দটি শোনা যায়। তারা সকলেই তখন চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানায়।

'ওঃ, ভারী দুঃখের বিষয়!' ডীকন চেঁচায়। 'ক্রিবয়, প্রাচীনদের স্মরণ কর! সেই গানটা গাওয়া যাক—'বেবিলনের নদীর তীরে।'

'কিন্তু সে কি পারবে?' সিম্‌ট্‌সফ শুধায়।

'সে? সে ছিল বিশপের দলের একজন চারণ। তা হ'লে ক্রিবয়, সুরু কর! ··· ন্‌-ন-দী-র্‌ তী—া—'

ডীকন সুরু করে উচ্চস্বরে মোটা কর্কশ ভাঙা গলায়। কিন্তু তার বন্ধু ধরল সরু তীক্ষ্ণ সুরে।

অন্ধকারে অপরিচ্ছন্ন সেই বাড়ীটাকে দেখাচ্ছে বিরাট। মনে হয় যেন কাছে এগিয়ে আসছে। সে সব গায়ক চীৎকারে জাগিয়ে তুলেছে সেই বাড়ীটার ভিতর প্রাণহীন প্রতিধ্বনি। তাদের যেন ভীতি উৎপাদন করছে। মাথার উপর আকাশে জমাট মেঘ ঝাঁক ক'রে ভেসে বেড়াচ্ছে। 'একদিন যারা মানুষ ছিল' তাদের এক জনের নাকডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে; বাকী আর সকলে তখনও তার মত মাতাল হয় নি, তারা তখনও নিঃশব্দে পানাহার করছে, আর অনেকক্ষণ পর পর এক একটি কথা বলছে।

এত প্রচুর ভদকি ও এমন ভোজ পেয়েও এরকম থম্‌থমে ভাব তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। মনে হয়, কেন যেন আজকের পানোৎসবের মধ্যে সেই উত্তেজনা নেই।

'এই কুত্তার দল, ঘেউ ঘেউ করিস নে!' ··· মাটি থেকে মাথা তুলে কি শুনবার জন্যে কানপেতে থেকে গায়কের দলকে সম্বোধন ক'রে ক্যাপ্টেন ব'লে উঠল। 'কে যেন একজন যাচ্ছে ··· গাড়ীতে চড়ে।'

এ সময় বড় রাস্তায় সওয়ারী গাড়ী চলায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। এখান থেকে শহর পর্যন্ত যে অসংখ্য নালা খাদ আছে সেগুলি পার হবার সাহস কার হবে এবং কেনই বা হবে। সকলেই মাথা

তুলে কান পেতে শোনে। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে গাড়ীর চাকার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। শব্দ ক্রমেই নিকটতর হয়। কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা যায়ঃ

'বেশ, তা হ'লে কোথায় হবে?

কে একজন উত্তর দেয়, 'নিশ্চয়, এখানেই হবে—ওই বাড়ীটা।'

'আমি আর যাব না।'

'তারা এখানেই আসছে!' উচ্চস্বরে ক্যাপ্টেন বলে।

'পুলিশ!' কে একজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চুপি চুপি বলে।

'সওয়ারী চড়ে! নির্বোধ কোথাকার!' মাতিয়ানফ শান্তভাবে বলে।

কুবালদা উঠে ফটকের দিকে যায়।

'এটা কি নৈশাবাস?' কম্পিত কণ্ঠে কে একজন প্রশ্ন করে।

'হাঁ। এর মালিক আরিস্তিদ কুবালদা,' ··· রুক্ষস্বরে ক্যাপ্টেন উত্তর দেয়।

'আচ্ছা, তিতফ্ নামে কোন রিপোর্টার এখানে থাকত?'

'কেন? তাকে তোমরা নিয়ে এসেছ?'

'হাঁ ···'

'মাতাল হয়েছে?'

'অসুস্থ।'

'তার মানে, খুব মদ গিলেছে আর কি! ও মাস্টার, এখন তা হ'লে ওঠ।'

'দাঁড়াও, আমিও সাহায্য করি ··· ও অত্যন্ত অসুস্থ ··· গত দু দিন ও আমার ওখানে ছিল। ··· হাত জড়িয়ে ধরে তোল ··· ডাক্তার দেখেছে। অবস্থা খুব খারাপ।'

টিয়াপা উঠে দরজা পর্যন্ত গেল, কিন্তু এবাইয়েডক হেসে আর একবার মদ ঢেলে নিল।

'একটা আলো জ্বাল ত!' ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বলে।

মেতিওর ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা আলো জ্বালে। আলোর একটা ক্ষীণ রেখা আঙিনায় এসে পড়ে। ক্যাপ্টেন ও আর একজন মিলে মাস্টারকে নৈশাবাসের ভিতর নিয়ে আসে। তার মাথা বুকের উপর নেমে এসেছে। মাটিতে পায়ের দাগ টেনে টেনে চলে এবং হাত দুখানি এমন ভাবে ঝুলে পড়েছে, যেন ভেঙে গেছে। টিয়াপার সাহায্যে তাকে একখানা তক্তার উপর শুইয়ে দেওয়া হ'ল। সে তখন ভয়ানক ভাবে কাঁপছে।

'একই কাগজে আমরা কাজ করতাম ··· ওর কপাল বড় মন্দ। ··· বললাম, 'আমার বাড়ীতেই থাক, তোমার শরীর ভাল নেই', ··· কিন্তু বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে আমায় ধরে বসল। বাড়ী যাওয়ার জন্যে ও এত পাগল হয়ে উঠেছিল যে, বাধ্য হয়েই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, হয় ত এতে ভাল হতে পারে। ··· বাড়ী! এটাই ত, না?'

'তুমি কি মনে কর যে এটা ছাড়া ওর আর কোন বাড়ী আছে?' রুক্ষভাবে কুবালদা তার দিকে চেয়ে উত্তর দেয়। 'টিয়াপা, একটু ঠাণ্ডা জল এনে দাও ত।'

'আমার আর থাকার বোধ হয় দরকার নেই।' বিমূঢ়ের মত লোকটা বলে। ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণভাবে তাকে দেখে। তার জামাকাপড়ে চাকচিক্য আছে—বেশ কায়দাদুরস্ত, গলার বোতাম আঁটা। পাজামা ছেঁড়া, টুপিটা এত পুরনো যে হলদে হয়ে গেছে, তার আনত ক্ষুধিত মুখের মতই ঝুঁকে পড়েছে।

'না, তোমার আর দরকার নেই। তোমার মত এখানে ঢের আছে।' মুখ ফিরিয়ে ক্যাপ্টেন বলে।

'তা হ'লে আসি, নমস্কার!' লোকটা দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকেই শান্ত কণ্ঠে বলে, 'যদি ভালমন্দ কিছু ঘটে ত আমার আপিসে খবর দিও।··· আমার নাম রিজফ্। ছোট্ট ক'রে একটা শোক-সংবাদ লিখে দেব।··· জান, সে ছিল আমাদের কাগজের একজন খুব ভাল কর্মী।'

'হুম্, কি বললে? শোক-সংবাদ! বিশ ছত্র চল্লিশ কপেক? আমি তার চেয়ে বেশী দেব। ওর মৃত্যুর পর ওর একখানা পা কেটে তোমায় পাঠিয়ে দেব। শোক-সংবাদের চেয়ে তা হবে অধিকতর লাভের। তাতে তোমার তিন দিন চলবে।··· ওর পা বেশ মোটাসোটা। ও যখন বেঁচে ছিল তখন ওকে তোমরা গ্রাস করেছ। কাজেই ওর মৃত্যুর পরও কেন তাই করতে থাক না···'

নাকসিটকে লোকটা চলে গেল। ক্যাপ্টেন মাস্টারের পাশে কাঠের তক্তার উপর বসে পড়ে তার কপালে ও বুকে হাত দিয়ে কি যেন অনুভব করে এবং আস্তে আস্তে ডাকে, 'ফিলিপ!'

নৈশাবাসের অপরিচ্ছন্ন দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনি উঠে আবার মিলিয়ে যায়।

'এ অসম্ভব ভাই, এ অসম্ভব', মাস্টারের অবিন্যস্ত চুল ঠিক ক'রে দিতে দিতে ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে বলে। ওর দ্রুত অসম নিঃশ্বাসের গতি কান পেতে শোনে। ওর কোঠরগত চোখ দুটোর পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে। তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ভ্রূকুঞ্চিত হয়। প্রদীপটা ভাল নয় ··· আলো একবার দপ্‌দপ ক'রে জ্বলে ওঠে, আবার ম্লান হয়ে আসে। নৈশাবাসের দেয়ালে কালো ছায়া কেঁপে ওঠে। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ক্যাপ্টেন তাই দেখে।

এক ঘটি জল নিয়ে টিয়াপা ফিরে আসে। এবং পাত্রটি মাস্টারের মাথার ধারে রেখে তার হাত ধরে যেন তাকে তুলতে চায়।

একদিন যারা মানুষ ছিল

'জলের দরকার নেই', ব'লে ক্যাপ্টেন মাথা নাড়ে।

'কিন্তু ওকে ত বাঁচান দরকার,' পুরানো কানি-কুড়ো টিয়াপা জবাবে বলে।

'কিছুই দরকার নেই', ক্যাপ্টেন নিশ্চিত কিছু একটা ভেবে নিয়ে জবাব দেয়।

মাস্টারের দিকে তাকিয়ে তারা নীরবে বসে থাকে।

'এই বুড়ো শয়তান, চল্, মদ খাওয়া যাক।'

'কিন্তু ও?'

'ওর কোন উপকার তুমি করতে পার?'

টিয়াপা মাস্টারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উভয়েই সঙ্গীদের কাছে উঠোনের দিকে চলে যায়।

'ব্যাপার কি?' বৃদ্ধের দিকে তীক্ষ্ণ নাক উঁচিয়ে এবাইয়েডক জিজ্ঞাসা করল।

ইতিমধ্যে যারা ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যায় এবং আরও শোনা যায় মদ ঢালার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ। ··· ভীকনটা বিড় বিড় ক'রে কি যেন বলছে। মেঘ একেবারে নীচে দিয়ে ভেসে চলছে—এত নীচে যে, মনে হয়, ছাদ স্পর্শ করবে এবং বাড়ীটাকে আঘাত হেনে এই লোকগুলির উপর ফেলবে।

'আঃ! চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখলে মন খারাপ না হয়ে পারে না,' মাথা নীচু ক'রে জড়িত স্বরে ক্যাপ্টেন বলে।

'ও ছিল তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ··· সব চেয়ে বুদ্ধিমান, সব চেয়ে ভদ্র ··· আমি তার জন্যে শোকসন্তপ্ত।'

'সাধুদের সঙ্গে শা—ন্তি—লা—ভ করুক ··· গা না রে বেটা কুঁজো!' ভীকন বন্ধুর পাঁজরে এক গুঁতো মেরে গর্জে ওঠে।

'চুপ্!' এবাইয়েডক চীৎকার ক'রে বলে। রাগে সে লাফিয়ে ওঠে।

'দেব ওর মাথায় এক ঘা বসিয়ে?' মাতিয়ানফ মাটি থেকে মাথা তুলে প্রস্তাব করে।

'তুমি ঘুমোওনি?' নরম স্বরে আরিস্তিদ ফোমিচ তাকে জিজ্ঞাসা করে। 'আমাদের মাস্টারের কথা শুনেছ?'

আলস্য ভরে মাতিয়ানফ উঠে বসল। নৈশাবাসের ভিতর থেকে যে আলোর রেখা আসে সেই দিকে সে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ক্যাপ্টেনের পাশে গিয়ে বসে।

'বিশেষ কিছু নয় ··· লোকটা মরছে ···' সংক্ষেপে ক্যাপ্টেন তাকে খবরটা দেয়।

'তারা ওকে মারছে?' ব্যগ্র হয়ে এবাইয়েডক প্রশ্ন করে। ক্যাপ্টেন কোন উত্তর দেয় না। তখন সে ভদকি পান করছিল। 'তারা নিশ্চয় জানে যে, ও মরলে, ওর স্মৃতি রক্ষা করবার মত আমাদের কিছু আছে!' সিগারেট ধরিয়ে এবাইয়েডক তার কথা শেষ করে। কেউ হাসে, কেউ নিঃশ্বাস ফেলে, মোটের উপর এবাইয়েডক ও ক্যাপ্টেনের মধ্যে যে আলোচনা চলল তা ওরা বিশেষ পছন্দ করছিল না এবং এমন কি, তারা কিছু ভাবতেই ঘৃণা বোধ করে। তাদের সব সময়ই মনে হ'ত যে, মাস্টার অসাধারণ অনন্য কিন্তু এখন তারা অনেকেই মাতাল এবং আর সকলেই বিষণ্ণ নির্বাক। একমাত্র ডীকন হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত চীৎকার ক'রে উঠল:

'ধার্মিক শান্তি পাক!'

'এই আহাম্মক কোথাকার!' এবাইয়েডক উত্যক্ত হয়ে উঠল। 'চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'নির্বোধ!' টিয়াপা তার ভাঙা গলায় ব'লে ওঠে। 'একজন যখন মরতে বসেছে তখন চুপ ক'রে থাকাই উচিত ··· যেন সে শেষ সময়ে শান্তি পায়'।

আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্র শাসাচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে শরতের রাত্রির মত ঘনঘটা দেখা দিয়েছে।

'এস, পান করা যাক!' কুবালদা গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে প্রস্তাব করল।

'আমি গিয়ে দেখি, উনি যদি কিছু চান', টিয়াপা বলে।

'উনি চান এখন একটা কফিন!' ক্যাপ্টেন ব্যঙ্গ করে।

'ওকথা বলো না', এবাইয়েডক নীচু গলায় মিনতি জানায়।

মেতিওর উঠে টিয়াপার অনুসরণ করে। ডীকন ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে টলে পড়ে যায় এবং চেঁচিয়ে গাল দিয়ে ওঠে।

টিয়াপা যখন চলে গেল ক্যাপ্টেন মাতিয়ানফ-এর কাঁধ স্পর্শ করল এবং চুপি চুপি বলল :

'হাঁ হে মাতিয়ানফ ··· ওদের চেয়ে তুমি বেশী বুঝবে। তুমি ছিলে ··· গোল্লায় যাক তা ··· ফিলিপের জন্যে তোমার অনুকম্পা হয় না?'

'না,' ভূতপূর্ব জেলর আস্তে জবাব দেয়, 'আমার ভাই, ওরকম কোনও অনুভূতি নেই। ··· আমি অনেক কিছু শিখেছি ··· এ জীবনটা আসলে বিরক্তিকর। আমি যে বলি আমার খুন করতে ইচ্ছা হয়, তা আমি সত্যিই বলি।'

'তাই না কি?' ক্যাপ্টেন অস্পষ্টস্বরে বললে। 'বেশ ··· এস আর এক পাত্তর টানা যাক ··· আমাদেরও আর বেশী দেরী নেই, সামান্য একটু পান করব এবং তারপর ···'

আর আর সকলে একে একে জেগে উঠতে থাকে এবং সিমৃটসফ আহ্লাদের স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে : 'ভাই সকল, এ বৃদ্ধের জন্যে তোমাদের মধ্যে যে-কেউ একজন এক পাত্তর ঢেলে দাও না !'

তারা তাকে একপাত্র মদ ঢেলে দেয়। পাত্রটি নিঃশেষ করার সঙ্গেই সে আবার ঢলে পড়ে যায় এবং পড়তে গিয়ে আর একটা লোকের গায়ের উপর পড়ে যায়। মিনিট দু-তিন সব চুপচাপ হয়ে গেল—শরতের রাত্রির মতই অন্ধকার দেখা দিল।

'তুমি কি বলছ ?'

'আমি বলি, ও ছিল একজন ভাল লোক ··· শান্ত ও সজ্জন', চুপি চুপি কে একজন বলে।

'হাঁ, তা ছাড়া ওর টাকা পয়সাও ছিল ··· এবং ও কোন দিন কোন বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করেনি ···'

আবার সব চুপচাপ হয়ে যায়।

'সে যে মরছে !' ক্যাপ্টেনের পিছন থেকে ভাঙা গলায় টিয়াপা বলে। আরিস্তিদ ফোমিচ উঠে দাঁড়াল এবং দৃঢ় পাদক্ষেপে নৈশাবাসের দিকে চলল।

'যেও না ! তুমি মাতাল ! এ উচিত নয়।'

ক্যাপ্টেন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে।

'কিন্তু বলতে পার, দুনিয়ায় কোন্‌টা উচিত ? জাহান্নামে যাও !' এবং টিয়াপাকে একপাশে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে চলে যায়।

নৈশাবাসের দেয়ালে দেয়ালে ছায়াগুলি হামাগুড়ি দিয়ে চলে, যেন একটি অপরটির অনুধাবন করছে। মাস্টার তক্তার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এবং তার নাক ডাকছে। চোখ দুটো একেবারে খোলা, তার আবরণহীন বক্ষ নিঃশ্বাসে ওঠা-নামা করছে। মুখের কস বেয়ে গ্যাঁজলা

বার হচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন বিশেষ কোন জরুরী কথা বলতে চায় কিন্তু বলা তার পক্ষে কষ্টকর। ক্যাপ্টেন হাত দুখানি পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ নির্বোধের মত সে ব'লে ওঠে :

'ফিলিপ, আমায় যা-হোক কিছু বল ··· বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে বল ··· বল। ··· ভাই, আমি তোমায় ভালবাসি! সকল মানুষই পশু।··· মাতাল হ'লেও তোমাকেই মনে করতাম মানুষ বলে। আঃ ফিলিপ, কেমন ক'রেই না তুমি ভদকি পান করতে, তাই না হয়ে দাঁড়াল তোমার কাল! আমার কথা তোমার শোনা উচিত ছিল, এবং নিজেকে সংযত রাখা তোমার উচিত ছিল। ··· আমি কি তোমায় একদিন বলি নি ··· ?'

মৃত্যু—রহস্যময় সর্বগ্রাসী মৃত্যু। অন্ধকার ও পবিত্র সংগ্রাম-মুহূর্তে এই মাতালটার উপস্থিতি যেন তাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে, তাই যত শীঘ্র সম্ভব তার ভয়াল নিষ্ঠুর কর্তব্য শেষ ক'রে নিতে চায়। মাস্টার গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল, সমস্ত শরীর একবার কেঁপে উঠল, একবার মাত্র নিজেকে বিস্তৃত করল, তারপর সব শেষ। ক্যাপ্টেন তেমনই দাঁড়িয়ে ওকে নাড়া দিতে থাকে আর বলে :

'কি বলছ, ভদকি আনতে বলছ? কিন্তু ফিলিপ, তোমার ভদকি না খাওয়াই ভাল ··· নিজেকে সংযত কর, যদি না পার অগত্যা খাও! সত্যিই ত, কেন তুমি সংযত হতে যাবে? কেন ফিলিপ, কিসের দরকার?' তার পা দুটো ধরে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এল।

'ফিলিপ, তুমি ঝিমোচ্ছ? বেশ, তা হ'লে ঘুমোও ··· গুড নাইট্। ··· কাল তোমায় এ সব বুঝিয়ে দেবো, এবং তুমি বুঝবে, নিজেকে বঞ্চিত করার সত্যি কোন দরকার নেই। ··· যদি না মরে গিয়ে থাক ··· তবে ঘুমোও এখন।'

তারপর সে বন্ধুদের কাছে চলে গেল—পেছনে তার গভীর নীরবতা। তাদের জানাল :

'ও ঘুমোচ্ছে, না মরে গেছে, আমি জানি নে ··· আমার একটু নেশা হয়েছে।'

সচরাচর যতটা ঝুঁকে পড়া সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশী সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে টিয়াপা ভক্তিভরে প্রার্থনা জানায়। মাতিয়ানফ মাটিতে পড়ে গিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ে। এবাইয়েভক শান্তভাবে নড়ে বসে এবং নীচু অথচ শয়তানীর স্বরে বলে :

'তোমরা সব গোল্লায় যেতে পার! ম'রে গেছে? তাতে কি হয়েছে? আমি কেন তা ভাবব? সে সম্বন্ধে আলোচনাই বা করি কেন? আমার মৃত্যুর এখনও দেরী। ··· অন্য লোকের চেয়ে আমার অবস্থা বেশী খারাপ হয় নি।'

'তা সত্যি,' ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে ব'লে উঠেই মাটীতে প'ড়ে যায়। 'এমন সময়ও আসবে যখন আমরা আর পাঁচজনের মতই মরব। ··· হা! হা! কেমন ক'রে বাঁচব? ··· ও কিছু নয়। ··· কিন্তু আর সকলের মতই আমরা মরব এবং সেই হ'ল জীবনের পরিণতি, এই আমার শেষ কথা। মানুষ মরবার জন্যেই বাঁচে এবং মরেও ··· এবং যদি তাই হয়, তা হ'লে কেমন ক'রে কোথায় সে মরল, বা কেমন ক'রে সে বেঁচে ছিল এ সব প্রশ্ন নেহাৎই অবান্তর। কেমন, আমি ঠিক বলি নি মাতিয়ানফ? অতএব এস, আমরা মদ্য পান করি ··· আমাদের প্রাণ যখন এখনও আছে!'

বৃষ্টি সুরু হয়েছে। এই যে অর্দ্ধ-মাতাল, অর্দ্ধ-নিদ্রিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষগুলি মাটির উপর পড়ে আছে, ঘন জমাট অন্ধকার এসে তাদের ঢেকে ফেললে। নৈশাবাসের ভিতরের মলিন আলো মিটমিট করে এবং একটু পরেই হঠাৎ তা অন্তর্ধান করে। হয় ত বাতাসে নিভিয়ে

যায়, অথবা প্রদীপের তেল নিঃশেষিত হয়ে আসে। নৈশাবাসের টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, তার অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর যেখানে শহর অবস্থিত সেখানকার গীর্জা থেকে ঘন্টা বেজে ওঠে। প্রহরী ঘন্টা বাজিয়ে প্রহর গণনা করে। অন্ধকারে গীর্জার চূড়া থেকে ঘন্টাধ্বনি ওঠে---আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, একটা ধ্বনির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আর একটা ঘন্টা পড়ে। তার পর করুণ ঘন্টাধ্বনি আবার সেই একঘেয়ে নীরবতা ভঙ্গ করে।

* * *

পরের দিন প্রাতে টিয়াপাই সর্বাগ্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। চিৎ হয়ে শুয়ে সে আকাশের দিকে তাকায়। ঘাড়টা তার বাঁকা, কাজেই শুধু ওই ভাবে শুয়েই সে আকাশে মেঘের খেলা দেখতে পায়।

আজিকার ভোরের আকাশ নিরবচ্ছিন্ন ধূসর। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে কুয়াসায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। সূর্য প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টি থেকে অজানা সীমাহীনকে লুকিয়ে রেখে পৃথিবীর বুকে যেন নৈরাশ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। টিয়াপা কানে ও বুকে হাত ঠেকিয়ে প্রার্থনা করে এবং কনুইয়ে ভর দিয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখে—ভদকি আর কোথাও আছে কি-না। বোতল রয়েছে বটে কিন্তু তা খালি। সঙ্গীদের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে গেলাসগুলি দেখে। এই সব গেলাসে কাল মদ পান করা হয়েছে। একটি গেলাস দেখা গেল প্রায় পূর্ণই রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে তা শেষ ক'রে দিয়ে হাতের তালুতে মুখ মুছে ক্যাপ্টেনকে ধাক্কা দিতে লাগল।

ক্যাপ্টেন মাথা তুলে তার দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'পুলিশে খবর দিতে হবে যে ··· ওঠ শীগগির!'

'কিসের জন্যে?' ক্যাপ্টেন রাগের সঙ্গে শুধায়, চোখে তার তখনও ঘুম।

'কি, সে কি মরে নি?

'কে?'

'পণ্ডিতটি। ···'

'কে, ফিলিপ? হুঁ—া—'

'তুমি কি ভুলে গিয়েছিলে? ··· হায় রে!' টিয়াপা ভাঙা গলায় বলে।

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ায়, হাই তুলে গা মোড়া দেয়। সমস্ত শরীর তার মট্‌মট্ ক'রে ওঠে।

'বেশ, তা হ'লে খবর দাও গিয়ে। ···'

'আমি যাচ্ছিনে ··· আমি ওদের মোটেই দেখতে পারি নে।' ক্যাপ্টেন বিষন্নভাবে উত্তর দেয়।

'ভাল, তা হ'লে ডীকনকে জাগাও ··· যা থাকে কপালে, আমিই যাব।'

'বেশ! ··· ডীকন, ওঠ!'

ক্যাপ্টেন নৈশাবাসের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মাস্টারের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মৃত দেহ লম্বালম্বিভাবে পড়ে আছে, বাঁ হাত বুকের উপর আর ডান হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ ঝুলে পড়েছে, যেন কাউকে মারতে উদ্যত।

ক্যাপ্টেনের মনে হয়, মাস্টার যদি এখন উঠে দাঁড়ায়, তা হ'লে সে পলতারা তারাসের সমান লম্বা হবে। মৃতের পাশে বসে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার মনে পড়ল, গত তিনটি বছর তারা এক সঙ্গে কাটিয়েছে।

পাঁঠা যেমন গুঁতোবার জন্যে শিং উঁচিয়ে আসে ঠিক তেমনই ভাবে টিয়াপা প্রবেশ করল।

শান্তভাবে সমাহিত হয়ে সে মাস্টারের মৃত দেহের অপর পার্শ্বে গিয়ে বসে পড়ল এবং প্রাণহীন কালো মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

'তা হ'লে ··· ও মরে গেল ··· আমিও শীঘ্রই মরব ···'

'তার সময়ও হয়ে গেছে!' বিষণ্নতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন বললে।

'তা-ই,' টিয়াপা একমত হ'ল। তোমারও মরা উচিত। ··· এমন ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে যা কিছু ঘটে তাই ভাল।···'

'কিন্তু মৃত্যু হয় ত আরও খারাপ হতে পারে? সেটা যে ভাল তা তুমি কেমন ক'রে জানলে?'

'না, তা খারাপ হতে পারে না। যখন তুমি মরবে তখন তোমার যা-কিছু কারবার সেটা হবে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে ··· কিন্তু এখানে তোমায় চলতে হবে মানুষকে নিয়ে ··· আর সে মানুষ, তারা কি?'

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে! ··· এবার থাম!' কুবালদা চটে গিয়ে বাধা দেয়।

নৈশাবাসের চারিদিকে নিবিড় নীরবতায় থম্ থম্ করছে ঊষা। মৃত সঙ্গীর পায়ের কাছে চুপ ক'রে ওরা অনেকক্ষণ বসে থাকে। দুজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, শবের দিকেও তারা দৃষ্টিপাত করে না।

অতঃপর টিপায়া জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে কবর দেবে ত?'

'আমি? না, পুলিশ এসেই ওকে কবর দিক।'

'এরই দরখাস্তের মুশাবিদার জন্যে তুমি ভাভিলফ-এর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছ ··· এবং সেই টাকায় যদি না কুলোয় বা তোমার কাছে তা না থাকে, তা হ'লে আমি কিছু দেবো খন।···'

'যদিও ওর টাকা আমার কাছে আছে ··· তবু আমি ওকে কবর দেব না।'

'সেটা কিন্তু উচিত নয়। মৃতের অর্থ তুমি আত্মসাৎ করছ। আমি সকলকে ব'লে দেবো যে, তুমি ওর টাকা মেরে দিতে চাও।' ··· টিপায়া তাকে শাসায়।

'তুই একটা আস্ত নির্বোধ, বুড়ো শয়তান কোথাকার।' ঘৃণা ভরে কুবালদা জবাব দেয়।

'আমি নির্বোধ নই ··· কিন্তু এটা সঙ্গতও নয়, বন্ধুজনোচিতও নয়।'

'খুব হয়েছে! সরে পড়!'

'কত আছে?'

'পঁচিশ রুব্‌ল্', ··· অন্যমনস্কভাবে কুবালদা জবাব দেয়।

'তাই নাকি! ··· তার থেকে না হয় পাঁচ রুব্‌ল্‌ই মার। ···'

'এই শালা বুড়ো বদমাস!···' টিয়াপার মুখের পানে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তাকে গাল দিতে থাকে।

'বেশ, কি করতে চাও? টাকাটা দাও! ···'

'গোল্লায় যা! ··· এ টাকা দিয়ে আমি একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়িয়ে দেবো।'

'তাতে ওর কি হবে?'

'একখানা পাথর আর একটা নোঙর কিনব। ঘাসের উপর পাথরখানা বসিয়ে মোটা শিকল দিয়ে নোঙরটা তার সঙ্গে বেঁধে দেবো।'

'কেন? চালাকি করছ ···'

'আঃ ··· এর জন্যে তোর মাথা ঘামাতে হবে না।'

'শোন! আমি বলে দেবো ··· টিয়াপা আবার তাকে শাসাল।

আরিস্তিদ ফোমিচ তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু কিছু

বলল না। আবার তারা সে রকম নিস্তব্ধ হয়ে সেখানে মৃতের সামনে বসে রইল যাতে ক'রে সেটা আরও রহস্যময় হয়ে উঠল।

'ওই শোন, ··· ওরা আসছে!' টিয়াপা উঠে দাঁড়িয়ে নৈশাবাসের বাইরে চলে গেল।

ডাক্তার, জিলার পুলিশ ইন্সপেক্টর ও করোনার এসে দরজায় হাজির হ'ল। তিন জনই পর পর এসে মৃত মাস্টারের দিকে তাকায় এবং কুবালদার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে কিন্তু সেখানেই তেমনই ভাবে বসে রইল—এদের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করল না। তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে প্রশ্ন করল:

'মরল কি ক'রে?'

'ওকে জিজ্ঞাসা কর ··· আমার মনে হয় উচ্ছৃঙ্খলতাই ওকে এত শীঘ্র শেষ করেছে।'

'কি বললে?' করোনার প্রশ্ন করে।

'বলছি, ও এমন একটা রোগে মারা গেছে, যার সঙ্গে ওর কোন পরিচয় ছিল না ···'

'হুঁ। ও কি অনেক দিন রোগে ভুগছে?

'ওকে আর একটু এদিকে নিয়ে এস, ভাল ক'রে ওকে দেখতে পাচ্ছি নে।' বিমর্ষ স্বরে ডাক্তার বলে। 'লক্ষণ দেখে মনে হয় ···'

'কাউকে বল, ওকে নিয়ে আসুক এখানে!' পুলিশ ইন্সপেক্টর কুবালদাকে আদেশ করলে।

'তুমি নিজে গিয়ে তাদের বল। ও ত আর আমার পথ আগলে বসে নেই ···' ক্যাপ্টেন তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দেয়।

'তাই না কি!' ··· মুখখানা রুক্ষ ক'রে ইন্সপেক্টর চীৎকার ক'রে ওঠে।

'ফোঃ!' কুবালদা উত্তর দেয়। যেখানে ছিল সেখান থেকে নড়ল না, শুধু অস্থিরভাবে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করতে লাগল।

'জাহান্নামে যাও!' ইন্সপেক্টর হাঁকল। এমন অস্থিরভাবে চীৎকার করল যে তার মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল। 'এর মূল্য তোমায় দিতে হবে! আমি তোমায় ...'

'এই যে আপনারা, নমস্কার!' বলতে বলতে ভারী মিষ্টি একটি হাসি হেসে ব্যবসাদার পেটুনিকফ এসে দরজায় উপস্থিত হ'ল।

চারি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে কেঁপে উঠল। মাথা থেকে টুপি তুলে নিয়ে, নাকে কানে বুকে হাত ঠেকিয়ে ইষ্টনাম জপ করল। তারপর ঘটা ক'রে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হেসে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল:

'কি হয়েছে? খুনখারাবি নয় ত?'

'হাঁ, ওরকমই একটা কিছু', করোনার উত্তরে বললেন।

পেটুনিকফ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ইষ্টনাম জপ করল এবং রাগত স্বরে বলে উঠল:

'হা ভগবান! যা ভয় করেছিলাম, তাই হল! শেষ পর্যন্ত আপনাদের এখানে এনে ব্যাপারটার শেষ হল! ... হায় হায়! ভগবান সকলকে রক্ষা করুন। কত বারই না আমি এই লোকটিকে বাড়ী ভাড়া দিতে আপত্তি করেছি কিন্তু সব বারই সে আমায় রাজী হতে বাধ্য করেছে এবং আমার ভয়ও ছিল। জানেন, ... ওরা কি ভয়ানক লোক! ... ভাবলাম, দিয়ে দেওয়াই ভাল, নইলে ..'

দু হাতে সে মুখ ঢাকে, দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'এরা সব ভয়ানক লোক এবং এই লোকটি এদের দলপতি … ডাকাতের সর্দার।'

'কিন্তু আমরা ওকে ঢিট ক'রে দেবো, কোন ভয় নেই।' ইন্সপেক্টর ক্যাপ্টেনের দিকে প্রতিহিংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা দেয়।

'হাঁ, দাদা, আমরা তোমার পুরানো বন্ধু …' কুবালদা সুপরিচিত কণ্ঠে বলে। 'তোমার মুখ বন্ধ করতে কত বারই না তোমায় টাকা খাইয়েছি, মনে আছে?'

'ভদ্র মহোদয়গণ!' ইন্সপেক্টর চীৎকার ক'রে ওঠে, 'শুনলেন ত আপনারা? আপনাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। আচ্ছা, মনে রেখো বন্ধু, আমি তোমার কাজ সংক্ষেপে ক'রে দেবো।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিও না … বুঝলে বন্ধু?' আরিস্তিদ ফোমিচ বললে।

ডাক্তার যুবক, চোখে চশমা। তার দিকে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকাল, করোনারের দৃষ্টিও খুব সুবিধাজনক নয়, পেটুনিকফের হাবভাবও বিজয়ীর মত, একমাত্র ইন্সপেক্টরের পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল।

মাতিয়ানফের কালো ছায়া নৈশাবাসের দুয়ারে দেখা দিল। নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে পেটুনিকফের পিছনে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যে, তার চিবুক ব্যবসাদের মাথার সঙ্গে সমান্তরাল হ'ল। তার পিছনে ডীকন দাঁড়াল, তার ক্ষুদ্র, ফোলা ও রক্তিম চোখ দুটো খুলে ধরে।

'কিছু একটা করা যাক, কি বলেন মশায়রা।'—ডাক্তার প্রস্তাব করল।

মাতিয়ানফ ভয়ঙ্করভাবে মুখভঙ্গী করল এবং হঠাৎ পেটুনিকফের মাথায় হেঁচে দিল। পেটুনিকফ চীৎকার ক'রে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল এবং পরক্ষণেই একপাশে এমনভাবে লাফ দিল যে ইন্সপেক্টরকে প্রায় মাটিতে

ফেলে দিয়েছিল আর কি, কেন না, তার প্রসারিত দু বাহুর মধ্যেই সে পড়ে গেল।

'দেখলেন ত', ভীত ব্যবসাদার মাতিয়ানফকে দেখিয়ে বললে, 'দেখলেন ত, কি ভয়ানক লোক এরা !'

কুবালদা হো হো ক'রে হেসে উঠল। ডাক্তার ও করোনার মুচকি হাসল এবং নৈশাবাসের দুয়ারে মানুষের ভিড় ক্রমেই বেড়ে যায়··· আকৃতিগুলি নেশায় বিকৃত, নিদ্রালু, ফোলা ফোলা মুখ, রক্তিম চক্ষু, উস্ক-খুস্ক চুল—ডাক্তার, করোনার ও ইনেস্পেক্টরের দিকে তারা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'কোথায় যাচ্ছ ?' দরজায় পাহারায় নিযুক্ত পুলিশটি তাদের জীর্ণ বস্ত্র টেনে ধরে তাদের একপাশে ধাক্কা মেরে বলে। কিন্তু অনেকের বিপক্ষে সে একাকী, এবং তাকে গ্রাহ্য না ক'রে তারা সকলেই ঘরের ভিতর গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, তারা নেশায় টলছে এবং তাদের মুখে চোখে একটা দারুণ বীভৎসতা।

কুবালদা একবার তাদের দিকে চোখ বুলাল, এবং পরে কর্তৃপক্ষের দিকে তাকাল। কর্তৃপক্ষেরা এই সব ইতর লোকেদের অনধিকার প্রবেশে ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাই সে তাদের লক্ষ্য ক'রে হেসে ব'লে উঠল, 'মশায়রা আশা করি, আমার নৈশাবাসের বাসিন্দা ও বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইবেন। আলাপ করতে চা'ন ত ? কিন্তু তা চান আর না-ই চান, আজ হোক কাল হোক, তাদের সঙ্গে আপনাদের চাকরির খাতিরে পরিচয় হবেই।'

ডাক্তার অপ্রতিভভাবে হাসল। করোনার ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল এবং ইন্সপেক্টর দেখল যে, যাওয়ার সময় হয়েছে। তাই সে হাঁকল :

'সিদারফ ! হুইশিল দাও ! গাড়ী এখানে আনতে বল।'

একদিন যারা মানুষ ছিল

'আচ্ছা, তা হ'লে আমি এখন যাই,' এক কোণ থেকে এগিয়ে এসে পেটুনিকফ বললে। 'এটাকে যদি আজই নিয়ে যান ত ভাল হয়, কেন না, আমি এই গর্ত্তটাই ভেঙে দিতে চাই। তোমরা সব দূর হও, নইলে আমি পুলিশে দরখাস্ত করব।'

পুলিশের হুইশেল আঙিনায় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে। নৈশাবাসের দরজায় তার বাসিন্দারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে নিজেরা নিজেদের আঁচড়াতে লাগল।

'তা হ'লে আপনারা ওদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান না? এ আপনাদের ভারী অন্যায়!' আরিস্তিদ ফোমিচ হেসে ওঠে।

পেটুনিকফ পকেট থেকে মনিব্যাগটি বার ক'রে তার থেকে দুটি পাঁচ কপেকের মুদ্রা বের ক'রে মৃতের পায়ের কাছে রেখে ইষ্টনাম জপ করল।

'ভগবানের করুণা আছে ··· পাপীর অন্ত্যেষ্টির সাহায্যের জন্যে ···'

'কি বললে?' ক্যাপ্টেন গর্জন ক'রে উঠল, 'অন্ত্যেষ্টির সাহায্য দিলে? নিয়ে যাও ও-টাকা, আমি বলছি বদমায়েস কোথাকার! তোমার চুরি করা অর্থ এক সৎলোকের অন্ত্যেষ্টিতে দান করবার দুঃসাহস তোমার হয়! আমি তোমায় ছিঁড়ে টুকরা টুকরা ক'রে ফেলব, জান!'

'হুজুর!' ভীত ব্যবসাদার ইন্সপেক্টরের কনুই ধ'রে কেঁদে ফেললে।

ডাক্তার ও করোনার একপাশে লাফিয়ে স'রে গেল। ইন্সপেক্টর চীৎকার ক'রে উঠল:

'সিদারফ, ইধার আও!'

'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা সব কিছু লক্ষ্য করতে ও শুনতে লাগল। তাদের জীর্ণদেহে যেন নতুন প্রাণ ফিরে এল।

কুবালদা পেটুনিকফের মাথা লক্ষ্য ক'রে ঘুষি বাগিয়ে বন্য জন্তুর মত চোখ পাকিয়ে গর্জন করতে লাগল।

'বদমায়েস! ব্যাটা চোর! নিয়ে নে তোর ওই টাকা! নরকের কীট কোথাকার! ফিরিয়ে নে বলছি … নইলে আমি ও টাকা তোর গলায় ঠেসে দেবো … তোর ও টাকা তুই তুলে নে!

পেটুনিকফ তার একখানি কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল কপেক দুটোর দিকে, অপর হাতে কুবালদার মুষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে বললে :

'আপনি আমার সাক্ষী, ইন্সপেক্টর সাহেব, এবং আপনারাও— সজ্জনেরা।'

'আমরা সজ্জন নই, ব্যবসাদার মশাই!' এবাইয়েডকের ক্রোধকম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ইন্সপেক্টর অধীরভাবে হুইসিল বাজায়, আর একহাতে পেটুনিকফকে রক্ষা করে, সে ওর সামনে এমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে, মনে হয়, সে যেন ওর পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চায়।

'ব্যাটা নোংরা ব্যাঙ কোথাকার! তোকে ঐ মৃতের পদচুম্বন করতে বাধ্য করব। বেশ মজা হবে, না?' এই বলেই কুবালদা পেটুনিকফকে ঘাড় ধরে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিল—যেমন লোকে বেরালকে ছুঁড়ে দেয়।

'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারা সঙ্গে সঙ্গেই একপাশে সরে দাঁড়াল— যেন ব্যবসাদার মাটীতে পড়তে পারে। এবং সত্য সত্যই সে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে জানোয়ারের মত কেঁদে উঠল :

'মেরে ফেললে রে! বাঁচাও আমায়! মেরে ফেললে?

মাতিয়ানফ্ ধীরে ধীরে পা-টা তুলে ধুম্ ক'রে ফেলল ব্যবসাদারের মাথায়। এবাইয়েডক দাঁত বের ক'রে ওর মুখে থুথু দিল। ব্যবসাদার হামা দিয়ে কোন রকমে উঠানে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সবাই হেসে উঠল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দু জন পাহারাওয়ালা এসে উপস্থিত হ'ল এবং ইন্সপেক্টর কুবালদাকে দেখিয়ে গ্রামভারী চালে বললে :

'পাকড়ো ! হাত-পা বাঁধ।'

'খবরদার ! ··· আমি পালাব না ··· যেখানে বল সেখানেই যাচ্ছি চল, ···' পাহারাওয়ালার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কুবালদা বলে।

'একদিন যারা মানুষ ছিল' তারা একে একে সরে পড়ল। উঠানে একখানা গাড়ী এসে প্রবেশ করে। জনকয়েক জীর্ণশীর্ণ হতভাগ্য শবটা টেনে বের ক'রে আনে।

'আমি তোমায় শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব ! একটু সবুর কর !' কুবালদাকে লক্ষ্য ক'রে ইন্সপেক্টর হুমকী দেয়।

'কেমন সর্দার, এবার ?' বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে পেটুনিকফ শুধায়। শত্রুকে বন্দী হতে দেখে সে আনন্দে অধীর ও উত্তেজিত। 'কি, ফাঁদে পড়েছ ত ? কেমন, তাই না ? একটু সবুর কর ···'

কিন্তু কুবালদা এখন শান্ত। পাহারাওয়ালা দুটোর মাঝখানে অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে নিঃশব্দে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

যে লোকটা শবের মাথার দিকটা ধরে ছিল—সে অত্যন্ত বেঁটে; কাজেই পায়ের দিক যে ধরে ছিল তার সঙ্গে একই সময় মাথাটা গাড়ীতে তুলে দিতে পারছিল না। মুহূর্তের জন্যে দেহটা এমন ভাবে ঝুলে পড়ল —যেন মাটীতে পড়ে যাবে—যেন এই এই সব দুরন্ত শান্তিভঙ্গকারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মাটীর নীচে লুকোতে চাইছে।

'একে নিয়ে যাও !' ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে ইন্সপেক্টর হুকুম দিল।

বিনা প্রতিবাদে কুবালদা নীরবে এগিয়ে চলল। যাওয়ার সময় মাস্টারের মৃতদেহ যে গাড়ীতে ছিল, তার পাশ দিয়েই গেল। শবের দিকে তাকিয়েই সে মাথা নোয়াল। মাতিয়ানফ নির্ভীক মুখে তার

অনুসরণ করল। ব্যবসাদার পেটুনিকফের আঙিনা দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল।

'হট্ হট্!' গাড়োয়ান ঘোড়াকে চাবুক মেরে বলল।

বন্ধুর প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে গাড়ী চলে যায়। এক গাঁদা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মাস্টারকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর ভিতর থেকে তার পেটটা বেরিয়ে এসেছে। কখনও আর নৈশাবাসে ফিরে আসতে হবে না, এই সম্ভাবনায় সে যেন নীরবে হাসছে। পেটুনিকফের দৃষ্টি তার অনুসরণ করছে, সে হাত নেড়ে বিপদ এড়াবার জন্যে ইষ্টনাম জপ ক'রে এবং জামা থেকে ধুলো ঝেরে ফেলতে থাকে, যত ঝারে ততই তার অন্তর আনন্দে ও আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠে। সে দেখে আরিস্তিদ ক্বালদার দীর্ঘাকৃতি, লাল ফিতে বাঁধা ধূসর টুপি মাথায়, তার হাত দুখানি পিছনে বাঁধা।

পেটুনিকফ বিজয়ীর হাসি হাসল এবং নৈশাবাসের মধ্যে ফিরে গেল, কিন্তু হঠাৎ সে থেমে গিয়ে কাঁপতে লাগল। দুয়ারে তারই সম্মুখে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা লাঠি, পিঠের উপর একটা প্রকাণ্ড থলে। অস্থিচর্মসার দেহ ছিন্ন বস্ত্রের আবরণে ঢাকা। গুরুভার বোঝার ভারে সে নুইয়ে পড়েছে এবং মাথাটা ঝুঁকে বুকের উপর গিয়ে পড়েছে—সে যেন ব্যবসাদারকে আক্রমণ করতে চায়।

'তুমি কি? কে তুমি?' পেটুনিকফ চীৎকার ক'রে ওঠে।

'মানুষ ...' রুক্ষস্বরে জবাব আসে। কণ্ঠস্বরের এই রুক্ষতা পেটুনি-কফকে খুশী করে, এবং তার চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে আসে। এমন কি, সে হাসেও।

'মানুষ! তোমার মত মানুষ তা হ'লে সত্যি আছে?' একপাশে সরে গিয়ে সে বৃদ্ধকে পথ ছেড়ে দেয়। সে ধীরে যেতে যেতে বলে:

একদিন যারা মানুষ ছিল

'নানা রকমের মানুষ আছে ··· সব ভগবানের ইচ্ছা। ··· আমার চেয়েও মন্দ লোক আছে ··· তার চেয়েও মন্দ ··· হাঁ, নিশ্চয় আছে ···'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশটা নীরবে অপরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ এবং ওই সুসজ্জিত সুচালো দাড়িওয়ালা লোকটার উপর ঝুলে রয়েছে। লোকটা সেখানে পা গুণে গুণে তীক্ষ্ণভাবে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে। জীর্ণ বাড়ীটার ছাদে বসে একটা কাক ডেকে ওঠে—ঘাড় বের ক'রে নানা ভঙ্গীতে ডাকে। ওই যে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূসর মেঘ নীচে নেমে এসে আকাশকে লুকিয়ে রেখেছে, তার মধ্যে এমন কঠিন ও নিষ্ঠুর কিছু আছে যা দিয়ে তারা এই হতভাগ্য দুঃখময় ধরিত্রীর বুক থেকে যা-কিছু জঞ্জাল, যা-কিছু নোংরা—সবই ধুয়ে মুছে ফেলবার জন্যেই সমবেত হয়েছে।

শেষ